Contents

মতবাদ

ও

সমাধান

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

সম্পাদনা ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মতবাদ ও সমাধান

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ ‘আলীমুদ্দীন (রহ.)

সম্পাদনা ঃ

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

আল্লামা ‘আলীমুদ্দীন একাডেমী

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

প্রকাশক ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
২০৬/এ, পশ্চিম ধানমণ্ডি
রোড-১৯ (পুরাতন)
ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ০০৮৮-০২-৮১২৫৮৮৮
মোবা ঃ ০১৫২-৪৮৫৮৯৭, ০১৭১৫-০৩৫১০৭

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রধান কার্যালয় ঃ আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী
(ইসলামী জ্ঞান, গবেষণা, প্রকাশ ও প্রচার কেন্দ্র)
কলেজ রোড, মেহেরপুর, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০৭৯১-৬২৮৯১, ০১৮৭-৫৫১১০৫

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৯২ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মে ২০০১ ঈসায়ী
তৃতীয় সংস্করণ ঃ মে ২০০৬ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান ঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন (বংশাল)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

মূল্য ঃ ৫০/= টাকা (অফসেট)

কম্পিউটার কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

MOTOBAD O SOMADHAN BY Allama Abu Muhammad Alimuddin (Rh.) & Published by Abu Abdullah Muhammad, Ph:0088-02-8125888 (R), 0152-485897, 01715-035107 (M) [All Rights Reserved]

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

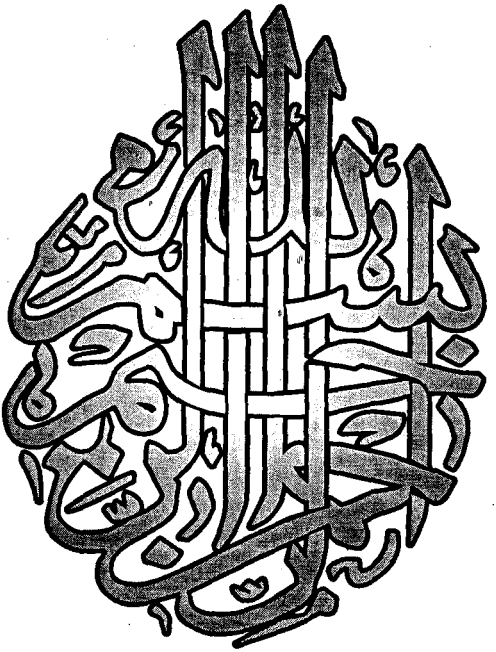

আল্লাহর নামে (শুরু করছি)
যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সূচীপত্র

নিবেদন ৭

ভূমিকা ২৩

প্রকৃত দীন কী? ২৫

তাকলীদ কী? ২৬

'সাইফুল মাযাহিব' নামক বইয়ের লেখকের মাযহাব সম্পর্কে মন্তব্য ৩০

ইমাম ইবনে কুতায়বাহ (রহ.) দীনওয়ারীর উক্তি ৩৭

সহীহ হাদীসের প্রতি মুকাল্লিদগণের শত্রুতার আরও নমুনা ৪০

বড় পীর শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) এবং আহলুল হাদীস ৪২

'আমীন' জোরে বা আস্তে বলা ৪২

সরকারী মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি চিত্র ৫০

দিল্লীর রাজ দরবারে প্রকাশ্যভাবে হাদীস বর্ণনার বিরোধিতা ৫২

মোগলদের যুগে ভারতে ইসলামের অবস্থা ৫৪

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) এবং 'রাফউল ইয়াদাঈন' সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ৫৮

আসার-সাহাবীগণ (রাযি.) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতের হাকীকাত ৬৩

'আহলে হাদীসগণ' দীনের ব্যাপার কাউকে ধোঁকা দেন না ৬৬

'রাফউল ইয়াদাঈন' সম্পর্কে বাহাসনামার মূল্যায়ন ৬৭

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নামে রচনা কৃত মুসনাদের মূল্যায়ন ৭০

ইসলামে সহীহায়েনের মর্যাদা ৭৬

মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে ইয়াহূদ নীতি আমদানী ৭৭

কুরআন ও সুন্নাহ্র ধারক বাহকদের প্রথম জামা'আত সাহাবাগণ 'আহলুল হাদীস' নামে পরিচিত ৭৯

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৮৫

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিবেদন

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক মহান ও মহীয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। আমরা একমাত্র শুধু তাঁরই ইবাদাত করি আর তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। হিদায়াতের একমাত্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

২০০১ সালে ১৩ জুন আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.) ইন্তেকাল করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দীনী ইল্‌ম চর্চায় একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা কর।"

(সূরা ইব্‌রাহীম ১৪ ঃ ৪১)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।" (সূরা আলে 'ইমরান ৩ ঃ ১৩২)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"রাসূল যা (আদেশ) প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।" (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ৭)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

"(হে নাবী!) আপনার রবের কসম। ঐ লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর আপনার দেয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ না রাখবে এবং অবনত চিত্তে তা মেনে না নিবে।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৬৫)

আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা ঐ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। (ঐ দু'টি জিনিস হল) আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক ৩৬০ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৩১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার পিতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ বানী ইসরাঈলরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে এবং **একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে**। জান্নাতী দল তাঁরা যারা আমার ও সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ, আহমাদ, মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ﴾

"সেই দিন যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করবো।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৭১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তাফসীর ইবনে কাসীর'-এ বলা হয়েছে ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

"এই আয়াতের মর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে সালাফীগণের কেউ কেউ বলেছেন ঃ এর দ্বারা আহলে হাদীসদের মর্যাদা প্রমাণিত। কেননা, তাদের ইমাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।" (তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/৫২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল। তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানুষকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করার জন্য এবং তোমরা সবাই আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।" (সূরা আলে 'ইমরান ৩ ঃ ১১০)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

আমার উম্মাতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিয়ামাত না আসা পর্যন্ত তারা তাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকবে। (সহীহুল বুখারী)

আর এই দল সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ ইমাম আলী বিন মাদীনী (রহ.) (১৬১-২৩৪ হিঃ) বলেন (ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারীর মাধ্যমে বর্ণনা করেন) ঃ

"আর এই দলই আহলে হাদীসের দল।" (বুখারীসহ ফাতহুল বারী ১৩/২৯৩-২৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত পর্যন্ত আমার উম্মাতের এক দল লোক সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের যতই অপমান করা হোক না কেন, কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)

ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর ছাত্র, ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর উস্তাদ আহমাদ ইবনে সিনান আল-কাত্তান (রহ.) (মৃত্যু ২৫৯ হিঃ) বলেন ঃ "বিদ'আতীদের পরিচয় হলো, আহলে হাদীসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।" (মারফাতে উলুমুল হাদীস ৪ পৃষ্ঠা)

শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেছেন ঃ বিদআতীদের চিহ্নই হলো আহলে হাদীসদেরকে মন্দ বলা। (গুনইয়াতুত তালিবীন ৯০ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا﴾

"বস্তুতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে মীমাংসা দান করলে কোন মু'মিন পুরুষ বা মু'মিনা নারীর সেই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের কোনই অধিকার থাকে না। যে আল্লাহ ও রাসূলকে অমান্য করলো সে তো সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৬)

আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাব (রাযি.) বলেছেন ঃ তোমরা রায়পন্থীদের থেকে সাবধান থাকবে। কেননা তারা সুন্নাতের দুশমন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদীসকে আয়ত্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। অতএব তারা নিজস্ব মত অনুযায়ী কথা বলে থাকে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। (আশ্-শাওকানী ঃ আল-কাওলুল মুফীদ)

সাহাবী 'আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাযি.) বলেছেন ঃ "যদি তোমরা তোমাদের নাবী ﷺ-এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ কর তা হলে তোমরা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্ট হবে। (মুসলিম)

সাহাবী 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাযি.) বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ হাদীসের অনুসরণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সঠিক পথের উপরে থাকবে। (সুয়ূতী ঃ মিফ্তাহুল জান্নাত)

মুসলিম জগতের পঞ্চম খলীফা 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) (মৃত্যু ১০১ হিঃ) বলতেন ঃ কুরআনের পর আমাদের কোন কিতাব নেই, মুহাম্মাদ রাসূল ﷺ-এর পর আমাদের কোন নাবী নেই।

তিনি সুন্নাতের প্রতি বিশেষ করে আবূ বাক্র, 'উমার (রাযি.)-এর যুগে প্রচলিত ইসলামী পথ অনুসরণের প্রতি জোর তাগিদ দিয়ে বলতেন ঃ

যারা ইসলামের মধ্যে নতুন পথের আবিষ্কারক তারা রাসূল ﷺ -এর সুন্নাতের সাথে যুদ্ধকারী, যারা সুন্নাতে রাসূলের আলোকে চলে তারা

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে; আর এটাই বাঁচার একমাত্র পথ। যারা ইসলামে নিজেদের রায়-কিয়াস যুক্তি দ্বারা নতুন পথ খুলেছে তারা মু'মিনদের বিপরীত পথের পথিক। সুন্নাত-বিপরীত ঐ পথে চলায় তারা জাহান্নামে পৌঁছবে। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৯/২১৬ পৃষ্ঠা, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৫/৩৩৮-৩৩৯ পৃষ্ঠা)

আসুন! এবার তাহলে এক নযরে অবলোকন ও অনুধাবন করি ইমাম চতুষ্টয়ের জন্ম আর মৃত্যুর সময় নির্ঘন্ট ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর জন্ম ৮০ হিজরী, মৃত্যু ১৫০ হিজরী, ইমাম মালিক (রহ.)-এর জন্ম ৯৩ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী। ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর জন্ম ১৫০ হিজরী, মৃত্যু ২০৪ হিজরী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর জন্ম ১৬৪ হিজরী, মৃত্যু ২৪১ হিজরী। (মিনহাজুস সুন্নাহ ২/৯১ পৃষ্ঠা; শামী ১/৪৫ পৃষ্ঠা)

মেহেরবানী করে এবার বলুন? এই মহামতি ইমামদের জন্মের পূর্বে পৃথিবীতে কোন্ মাযহাব ছিল? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দ্ব্যর্থহীন সতর্ক বাণী ঃ

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا * يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا﴾

"আর যেদিন যালিম ব্যক্তি (দুঃখ জ্বালায়) নিজের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে ঃ হায়! যদি আমি রাসূলের সাথে সোজা পথ ধরতাম। দুর্ভাগ্য আমার! যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।" (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ২৭-২৮)

ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ জেনে রেখো, হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর আগের লোকেরা কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির একক মাযহাবী তাকলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিলেন না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১২২ পৃষ্ঠা)

মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) বলেছেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

এই উম্মাতের কারও জন্যই হানাফী, মালিকী, শাফিঈ বা হাম্বলী হওয়া ওয়াজিব নয়। বরং সাধারণ লোক যারা আলিম নয় তাদের কর্তব্য হবে হাদীস ও কুরআনে জ্ঞানী কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা। আর চার ইমাম আহলুয্ যিক্‌র অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। (মুহাম্মাদ সুলতান মা'সুমী ঃ হালিল-মুসলিম মুলযাম বিত্তিবা' মাযহাব .... কর্তৃক উদ্ধৃত)

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) বলেছেন ঃ

আর তাকলীদ[১] হল কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলীল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস না করা। অধিকাংশ লোক তাদের মৌলভী ও পীর ফকীরদের কথা ও কাজকে প্রমাণ ব্যতিরিকেই গ্রহণ করে এবং প্রামাণিকতা যাচাই করে না। মনে হয় যেন তারা তাঁদেরকে শারী'আতের নিয়ামক জ্ঞান করে। এই ধরনের তাকলীদ বিদ'আত ও হারাম। (তাকভিয়াতুল ঈমান)

হাফিয ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

তাকলীদের এই বিদ'আত হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীতে সূচিত হয়, যে যুগটি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিন্দাসূচক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

(ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/২২২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেছেন ঃ

প্রত্যেক বিদ্বান এ কথা জানেন যে, সাহাবী, তাবিঈন ও তাবি' তাবিঈনদের কেউ কারো মুকাল্লিদ[২] ছিলেন না। (আল-কাওলুল মুফীদ ১৫ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এ কথা কি বলতে পারি, শাশ্বত সত্য বিষয় এটাই যে, মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের জন্মের পূর্বে পৃথিবীতে কোন মাযহাবের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বই ছিল না। একমাত্র বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিক-দিশারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি মাত্র জামা'আত ছিল। সেই জামা'আতটি মুসলিম নামে পরিচিত। আর তাঁরা ছিলেন কুরআন ও হাদীসের খাঁটি অনুসারী, সেজন্যই তাদের অপর নাম আহলে হাদীস।

১। মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, অন্যের কোন কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করার নাম তাকলীদ। (হাকীকাতুল ফিক্‌হ ২৪ পৃষ্ঠা)

২। মুকাল্লিদ- যিনি নিজের গলায় (রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য) কারো আনুগত্যের রশি বেঁধে নিয়েছেন। (আরবী-অভিধান আল-মুনযিদ)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আবূ হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে যাবে, কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে (তারা নয়)। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে অস্বীকার করে কারা? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যারা আমার আনুগত্য বরণ করে তারা জান্নাতী, আর যারা আমাকে অমান্য করে তারাই হচ্ছে অস্বীকারকারী। (বুখারী)

এবার তাহলে ভেবে দেখুন! সাহাবীগণ আহলে হাদীস ছিলেন তার প্রমাণ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং হাফিয খতীব বাগদাদী তাঁর শরফু আসহাবিল হাদীস গ্রন্থে সনদ সহকারে বর্ণনা করেন ঃ

বিখ্যাত সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযি.) কোন মুসলিম যুবককে দেখতে পেলে বলতেন ঃ "মারহাবা! রাসূল ﷺ-এর অসীয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করে দেয়ার এবং তোমাদেরকে হাদীস বুঝিয়ে দেয়ার হুকুম করে গেছেন। (মুসতাদরাক হাকিম ১/৮৮ পৃষ্ঠা)

শরফু আসহাবিল হাদীসে অতিরিক্ত আছে ঃ তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত ও আমাদের পরবর্তী আহলে হাদীস। (শরফু আসহাবিল হাদীস ২১ পৃষ্ঠা)

হাফিয খতীব বাগদাদী (রহ.) (মৃত্যু ৪৬৩ হিঃ) তদীয় 'তারীখে বাগদাদ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন (কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে সুবিজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধ) ঃ

তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁদের যুগে আহলে হাদীস নামে অভিহিত হতেন, ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) তাঁর যুগে, ইমাম শা'বী (রহ.) তাঁর যুগে এবং সুফিয়ান সওরী (রহ.) তাঁর যুগে। (তারীখে বাগদাদ ৩/২২৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম শা'বী ৪৮ জন সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনেছিলেন, পাঁচশত সাহাবীকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি সমুদয় সাহাবীকে 'আহলে হাদীস' নামে অভিহিত করেছেন।

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেছেন ঃ যে সকল মাসআলায় 'আহলে হাদীসগণ' একমত হয়েছেন আমি কেবল সেগুলি বর্ণনা করেছি।

https://www.facebook.com/178945132263517

হাফিয ইমাম যাহাবী বলেছেন ঃ ইমাম শা'বী 'আহলে হাদীস' শব্দ দ্বারা সাহাবীগণকে বুঝিয়েছেন। (তাজকিরাতুল হুফফাজ ১/৭৭ পৃষ্ঠা)

আল্লামা খায়রুদ্দীন যিরিকলী তাঁর বিখ্যাত 'আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ আবূ দারদা (রাযি.) (মৃত্যু ৩২ হিঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আহলে হাদীসগণ তাঁর মাধ্যমে ১৭৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে আমার উম্মাতের হাকিম অর্থাৎ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। (যিরিকলী আল-'আলাম ৫/৯৮ পৃষ্ঠা)

হাফিয খতীব বাগদাদী তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন ঃ

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ আনসারী (মৃত্যু ১৪৩ হিঃ) মাদীনাবাসী আনসারদের মধ্যে বানু নাজ্জার গোত্রের সন্তান, যিনি হাদীসের বড় পণ্ডিত ছিলেন, সহীহুল বুখারীর প্রথম হাদীসটি তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত। তিনি ইমাম মালিকের উস্তাদ ছিলেন। এমনকি ইমাম মালিকের বিখ্যাত উস্তাদ যুহরী তাঁর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেন।

সেই সা'ঈদ আনসারী তখনকার যুগে আহলে হাদীসগণের অগ্রণী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতেন। (যিরিকলীর আল-'আলাম ৮/১৪৭ পৃষ্ঠা)

মাদীনার ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইরাকী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান সওরী (রহ.) বলেছেন ঃ

"ফেরেশতাগণ আসমানের প্রহরী, আর আহলে হাদীসরা পৃথিবীর প্রহরী। ..... পৃথিবীতে প্রত্যেক যুগে বিদ'আতী ও গলৎপন্থীরা ইসলামের মধ্যে গলৎ রীতি নীতি জনসমাজে প্রচার করে, আর আহলে হাদীসগণ ঐ বিদ'আত ও শারী'আতবিরুদ্ধ কিয়াস ভিত্তিক কথাগুলো হাদীসের দ্বারা সমাজের বুক হতে উৎখাত করেন।" (তানযীহুশ শারী'আহ ১/১৬ পৃষ্ঠা)

উস্তাদ আবূ মনসুর বাগদাদী তামীমী (মৃত্যু ৪২৯ হিঃ) তাঁর 'অসূলে দীন' গ্রন্থে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

রোম, আলজিরিয়া, সিরিয়া, আজারবাইজান, বাবুল আবওয়াব[১] প্রভৃতি স্থানের মুসলিম উপনিবেশগুলির অধিবাসীরা আহলে হাদীস ছিলেন। ঐরূপ

১। বাবুল আবওয়ার- সম্রাট নওশেরা কর্তৃক নির্মিত শহর, উমার (রাযি.)-এর খিলাফাতে ১৯ হিজরী বিজয় হয়। (মু'জামুল বুলদান ২/৯ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আফ্রিকা[২] স্পেন[৩] এবং পশ্চিম সাগরের পশ্চাদ্বর্তী দেশ সমুদয় মুসলিম উপনিবেশগুলির অধিবাসীরা আহলে হাদীস ছিলেন। ঐরূপ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামানের সমুদয় সীমান্তবাসী আহলে হাদীস ছিলেন। (অসূলে দীন ৩১৭ পৃষ্ঠা)

স্বনামধন্য ভূপর্যটক ও ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিশারী মাকদিসী (মৃত্যু ৩৮০ হিঃ) তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে তৎকালীন সিন্ধুর অবস্থা বর্ণনায় বলেছেন ঃ

অধিবাসীগণ যোগ্য ও সদাশয়, এই স্থানে ইসলাম সজীব আছে, এখানে বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁরা ধীশক্তিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানশীল, পুণ্যবান, ধর্মভীরু ও দানশীল। অমুসলিমগণ সকলেই মূর্তিপূজক আর মুসলিমগণ অধিকাংশই আহলে হাদীস। (আহসানুত তাকাসীম ৪৮১ পৃষ্ঠা, নুজহাতুল খাওয়াতীর ১৫০ পৃষ্ঠা, তারীখে সিন্ধ ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাকীকাতনামা ১৬২ পৃষ্ঠা)

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! এবার উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন ঃ সাহাবীগণ, তাবিঈগণ এবং তাঁদের দ্বারা পৃথিবীর যে সকল প্রান্তে মুসলিম উপনিবেশসমূহ স্থাপিত হয়েছিল তার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই আহলে হাদীস ছিলেন।

বিশ্ব-বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হিঃ) বলেছেন ঃ বিদ্বানগণের ফিক্‌হ শাস্ত্র দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। একটি আহলে রায় বা আহলে কিয়াসের পথ। ইরাকের অধিবাসীবৃন্দ এই পথের পথিক। ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় ধারাটি আহলে হাদীসগণের পথ। হিজাযের (মাক্কা, মাদীনা) অধিবাসীবৃন্দ এই পথের অনুসরণকারী। (মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন ৩১৩ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ)

২। 'আফ্রিকায়' হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দী এবং তৃতীয় শতাব্দীর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অর্থাৎ সাহাবী তাবিঈ ও তাবি তাবিঈনদের নীতির প্রভাব যতদিন ছিল ততদিন তারা আহলে হাদীসরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। (যিরিকলীর আল-'আলাম ৭/২৬৯-২৭০ পৃষ্ঠা)

৩। স্পেনে হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতে ইমাম বাকী ইবনুল মাখলাদ (মৃত্যু ২৭৬ হিঃ) এবং আমীর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (মৃত্যু ২৭৩ হিঃ)-এর যুগে শাসকগণ আহলে হাদীস নীতিতে কায়িম ছিলেন। (ইমাম যাহাবীর সিয়ারে আ'লামুন নুবালা ১৩/২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আর এই আহলে রায়দের সম্পর্কে শায়খুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেছেন ঃ আহলে রায়দের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস এবং সাহাবীগণের উক্তি প্রচুর পরিমাণে মওজুদ ছিল না বলে আহলে হাদীসগণের অবলম্বিত নিয়ম অনুসারে ফিক্‌হর মাসআলাসমূহ প্রতিপাদন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১৫৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম চতুষ্টয়ের নিম্নবর্ণিত বাণী থেকে এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিলেন সুন্নাতের অনুসারী আর প্রকৃতপক্ষে এই অনুসারীগণই সকলেই আহলে হাদীস।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন ঃ যখন কোন সহীহ হাদীস পাবে, জেনে রেখো, সেটাই আমার মাযহাব। (শামী ১/৪৬ পৃষ্ঠা)

উস্তাদ আবূ মনসুর আবদুল কাহের বাগদাদী (রহ.) বলেছেন ঃ মতবাদের দিক দিয়ে ইমাম আবূ হানীফার নীতি দু'টি মাসআলা ছাড়া সমস্তই আহলে হাদীসগণের অনুরূপ। (অসূলে দীন ৩১২ পৃষ্ঠা)

ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়ায়নাহ (রহ.) বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম আমাকে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-ই আহলে হাদীস মতে দীক্ষিত করেছিলেন। (হাদায়িকুল হানাফিইয়া ১৩৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন ঃ

সাবধান! আল্লাহর দীনে নিজের অভিমত প্রয়োগ করে কোন কথা বলো না। সকল অবস্থাতেই সুন্নাতের অনুসরণ কর। যে ব্যক্তি সুন্নাতের নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে সে বিপথগামী হবে। (মীযানে কুবরা ১/৫৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন ঃ

আমি একজন মানুষ মাত্র । কোন বিষয়ে আমার অভিমত সঠিকও হতে পারে, তেমনি বেঠিকও হতে পারে। অতএব তোমরা আমার উক্তি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যাচাই করে দেখ। (ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ২/৩৮৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

কোন মানুষ যতই বড় হোক না কেন, তার প্রত্যেকটি কথা অনুসরণযোগ্য হতে পারে না। (ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন ২/৩০০ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমাম মালিক (রহ.) মাদীনার মাসজিদে বসে আল্লাহর নাবীর রওযা মুবারকের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বলতেন ঃ এই কবর যাঁর তিনি ব্যতীত এমন কোন লোকই নেই যার উক্তি বাছাই করে গৃহীত বা পরিত্যক্ত হবে না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১৬১ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনুল জওযী (রহ.) বর্ণনা করেন ঃ

ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর নিজের ভাষায় ঃ **আহলে হাদীসরা প্রত্যেক যুগে সাহাবীদের ন্যায়। যখন আমি কোন আহলে হাদীসকে দেখি তখন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীকেই দেখি।** (তালবীসে ইবলীস ১০ পৃষ্ঠা, মাযীনে শা'রানী ১/৫০ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেছেন ঃ

তোমরা আহলে হাদীসদের দলভুক্ত থেকো, কারণ তাঁরা অন্যান্য দল অপেক্ষা অধিকতর সঠিক পথের পথিক। (তাওয়ালী উত্তাসীস ৬৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও সুফিয়ান বিন ওয়ায়নাহ আহলে হাদীস ছিলেন। (রিহলাতুশ শাফিঈ ১৪ পৃষ্ঠা)

মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে আছে ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আহলে হাদীস ছিলেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৪৩ পৃষ্ঠা)

'তাবাকাতে হানাবেলা' গ্রন্থে আছে ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আহলে হাদীস ছিলেন। (তাবাকাতে হানাবেলা ৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম হাকিম (রহ.) ও ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন ঃ

একবার ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) নাজী বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন ঃ **এরা যদি আহলে হাদীস না হয় তাহলে আমি জানি না আর কারা হবে।** (মা'রেফাতে উলুমুল হাদীস ২ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ১৩/২৯৩ পৃষ্ঠা)

হাফিয খতীব বাগদাদী সনদ সহকারে বর্ণনা করেন ঃ

[ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রধান ছাত্র] কাজী আবূ ইউসুফ তাঁর বাড়ী হতে বের হলেন, এমতাবস্থায় একদল আহলে হাদীস আলিমদের

https://www.facebook.com/178945132263517

দেখলেন এবং বললেন, যমীনের উপর তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দল আর কেউ নেই। (শরফু আসহাবিল হাদীস ৫১ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ আল-হামাভী বাগদাদী (মৃত্যু ৬২৬ হিঃ) তাঁর সুবিখ্যাত "মু'জামুল বুলদান" গ্রন্থে ইমাম বুখারী (রহ.)-কে আহলে হাদীসদের ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন– (মু'জামুল বুলদান ২/৮৫ পৃষ্ঠা)। কেননা ইমাম বুখারী (রহ.) নাবী ﷺ-এর সহীহ হাদীসসমূহ তাঁর জগদ্বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহুল বুখারীতে নিখুঁতভাবে মুসলিম জাতির ভবিষ্যতের দিক-দর্শনরূপে সংরক্ষণ করে যান।

শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) বলেছেন ঃ

জাহান্নাম থেজে নাজাতপ্রাপ্ত ঐ দলটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দল, যার একটি মাত্র নাম আছে, তাহলো 'আহলে হাদীস'। (গুনইয়াতুত্ তালিবীন ৩০৯ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলেন ঃ আহলে হাদীসের এক আহলে হাদীস নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম নেই। (গুনইয়াতুত্ তালিবীন ৯০ পৃষ্ঠা)

বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন ঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি সনাতন ও প্রসিদ্ধ মাযহাব আছে যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আবূ হানীফা, মালিক, শাফিঈ ও ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জন্ম হওয়ার আগেও বিদ্যমান ছিল। এটা সাহাবায়ে কিরামের মাযহাব, যা আল্লাহর নাবী ﷺ-এর কাছ থেকে তাঁরা শিখেছিলেন। যে ব্যক্তি এই মাযহাবের বিরোধিতা করবে, আহলে সুন্নাতের মতে সে হবে বিদ'আতী। (মিনহাজুস সুন্নাহ ১/১৫২ পৃষ্ঠা)

স্পেনের কৃতি সন্তান স্বনামধন্য পুরুষ ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) (মৃত্যু ৪৫৬ হিঃ) আহেল হাদীসদের মূলনীতি ব্যাখ্যা কলে বলেছেন ঃ

অতএব মুসলিমগণ সাবধান! এরূপ প্রত্যেক কথা, যা রাসূল ﷺ-এর পথের সন্ধান দেয় না ও যার স্পষ্ট দলীল নেই এবং যে পথে নাবী ﷺ এবং সাহাবীগণ (রাযি.) চলে গেছেন, তাঁর দিকে পরিচালিত করে না সেই সকল কথা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার ..... এবং আহলে হাদীস ইমামগণের

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

বিশ্বস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে সকল আদেশ নিষেধ প্রমাণিত হয়েছে তা অবলম্বন করে চল তাহলেই তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সমর্থ হবে। (মুহাল্লা ১/৭০ পৃষ্ঠা)

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাফিয খতীব বাগদাদী (রহ.) (মৃত্যু ৪৬৩ হিঃ) আহলে হাদীসদের মূল অসূল সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"একমাত্র আহলে হাদীস ব্যতীত ইসলামের প্রত্যেকটা দল এক একটা মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ মতের উপর তারা কায়িম থাকে। তবে আহলে হাদীসদের পাথেয়-প্রামাণ্য দলীল হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। রাসূল ﷺ তাদের দলের নেতা, রাসূল ﷺ-এর সঙ্গেই তারা সম্পর্কিত। কোন রায় বা কিয়াসের প্রতি তারা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করে না। রাসূল ﷺ হতে যে হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয় তা-ই তাদের গ্রহণীয় বিষয়।" (শরফু আসহাবিল হাদীস ৭ পৃষ্ঠা)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) (মৃত্যু ৭২৮ হিঃ) আহলে হাদীসদের মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন এভাবে ঃ

"যাঁরা বিদ্বানগণের, বিশেষতঃ আহলে হাদীস মতবাদের সংবাদ রাখেন তাঁরা অবশ্যই এটা অবগত আছেন যে, আহলে হাদীসগণ যে সকল দলীলের অনুসরণ করে চলেন সেগুলি সত্য রিওয়ায়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁদের রিওয়ায়াতগুলি নিষ্কলঙ্ক ও অভ্রান্ত, রাসূল ﷺ-এর হতে গৃহীত, যে রাসূল ﷺ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোন উক্তি কদাচ উচ্চারণ করতেন না, যে রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ জীব জগতের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন, তিনিই আহলে হাদীসগণের একমাত্র মাসুম ইমাম। তাঁর নিকট হতেই আহলে হাদীসগণ তাঁদের দীনকে গ্রহণ করে থাকেন।

..... **আহলে হাদীসগণ রাসূল ﷺ-এর নির্দেশের প্রতিকূলে একটি কথায়ও একমত হয়নি এবং যা প্রকৃত সত্য তা কখনো তাঁদের বাইরে যেতে পারেনি। যে সকল বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন তা সমস্তই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ।"** (মিনহাজুস সুন্নাহ ৩য় খণ্ড)

ভারতরত্ন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) (মৃত্যু ১১৭৬ হিঃ) আহলে হাদীসদের মূলনীতির ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আহলে হাদীসগণ পূর্ববর্তী কোন বিদ্বানের তাকলীদ অর্থাৎ বিনা প্রমাণে শুধু গতানুগতিকতার অনুসরণ করে তাঁর উক্তি মেনে নেয়ার রীতি স্বীকার করেন না।

..... সকল অবস্থায় আহলে হাদীসগণের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশুদ্ধ হাদীস অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১৫৩ পৃষ্ঠা)

শাইখ মুহাম্মাদ সুলতান আল-মাসুমী আল-মাক্কী (রহ.) বলেন ঃ

"চার মাযহাবের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ ওয়াজিবও নয় মুস্তাহাবও নয়। মাযহাব হলো শারী'আত বিশেষজ্ঞ বিদ্বানগণের মতামত এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কিত তাঁদের উপলব্ধি ও ইজতিহাদ। আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল ﷺ এ সকল মতামত, উপলব্ধি ও ইজতিহাদের অনুসরণ কারও উপর ফরয করে দেননি। কেননা ঐ সকল মতামত যেমন সঠিক হতে পারে তেমনি ভুলও হতে পারে। আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কোন মানুষের মতামত সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ সঠিক হতে পারে না। অনেক সময় ইমামগণ কোন মাসআলায় একটি অভিমত দিয়েছেন, অতঃপর তাঁদের নিকট এই অভিমতের বিপরীতে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তখন তাঁরা পূর্ব প্রদত্ত মত পরিবর্তন করেছেন।"

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এবং অন্যান্য প্রায় সকল ইমামই বলেছেন ঃ কারও পক্ষে আমাদের কথানুযায়ী ফাতাওয়া দেয়া বা আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ হবে না যতক্ষণ সে না জানে যে, আমরা কোথা হতে তা গ্রহণ করেছি। তাদের সকলেরই সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো ঃ

সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব। তাঁরা এমন কথাও বলেছেন ঃ আমি কোন মতামত দান করলে সে মতামতকে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখ; যদি তা কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হয় তাহলে তা গ্রহণ কর এবং যদি তা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হয় তাহলে তা বর্জন কর এবং আমার কথাকে দেয়ালে নিক্ষেপ কর। –এই হলো ইমামগণের (আল্লাহ তাঁদের সবাইকে দারুস সালাম জান্নাতে স্থান দিন) কথা।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আহলে হাদীসগণ প্রত্যেক ইমামকেই শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের সেই সব কথা গ্রহণ করেন যে সব কথা আল্লাহর নাবী ﷺ-এর সহীহ্ দলীল মোতাবিক প্রমাণিত। আর যে কথা নাবী ﷺ-এর সহীহ্ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা আহলে হাদীসগণ দ্বিধাহীনচিত্তে বর্জন করেন। আর এখানেই মতবিরোধের মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর দীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾

"আজকে আমি তোমাদের উপর তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম।"

(সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ৩)

অর্থাৎ দীন পরিপূর্ণ হয়েছে। কুরআনের সুপ্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাকার ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

দীন সম্পর্কে তোমাদের যা প্রয়োজনীয় তৎসমুদয়ের দলীল তোমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছি, সমস্তই তোমাদের জন্য আজ শেষ করেছি। অতঃপর এই সকল বিষয়ে আর পরিবর্তন সাধিত হবে না। (তাফসীর ইবনে জারীর ৬/৫১ পৃষ্ঠা)

অতএব দীনের বিষয়ে নতুন কোন পন্থা আবিষ্কার করা চলবে না। কেননা শারী'আতের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার বিশৃঙ্খলা আর বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী (রহ.) বর্ণনা করেন ঃ

খলীফা হারুন-উর-রশীদ বলতেন, চারটি বস্তু চার শ্রেণীর লোকের মধ্যে পেয়েছি। (১) কুফর- জাহমীয়া দলের মধ্যে, (২) তর্ক-বিতর্ক ও গোলযোগ- মুতাযিলাদের মধ্যে, (৩) মিথ্যা- রাফিজীদের মধ্যে, আর যখন হককে অন্বেষণ করলাম তখন তা পেলাম আহলে হাদীসের মধ্যে। (শরফু আসহাবিল হাদীস ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা)

খতীব বাগদাদী (রহ.) তাঁর ইতিহাসে আরও বর্ণনা করেন ঃ 'ইল্‌মে কালাম ও তর্কশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত আল-ওয়ালীদ কারাবিসী (মৃত্যু ২৪১ হিঃ) মৃত্যুকালে তাঁর ছাত্র ও সন্তানগণকে ডেকে বললেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আমার চেয়ে 'ইল্‌মে কালাম হতে অভিজ্ঞ আর কাউকে জান? তারা বলল ঃ না? পুনরায় তিনি বললেন ঃ আমাকে মিথ্যা বলার দোষে অভিযুক্ত কর? তারা বলল ঃ কক্ষনো না। পুনরায় তিনি বললেন ঃ আমি যদি অসীয়ত করি সেটা কি তোমরা কবূল করবে? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ **আহলে হাদীসগণ যে নীতিতে আছে তা-ই তোমরা আঁকড়ে ধর। কেননা আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি তাঁদেরই নিকট।** (তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৪১ পৃষ্ঠা)

মহান ও মহীয়ান আল্লাহর সতর্কবাণী সর্বকালের জন্য এভাবে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ﴾

"যে সব ব্যক্তি তাদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে আর নিজেরা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, (হে রাসূল) তাদের আচরণের সাথে আপনার কোনই সম্পর্ক নেই।" (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৫৯)

মহান আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেন ঃ

﴿وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ﴾

"এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এটা অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে।" (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৫৩)

২৭ এপ্রিল ২০০৬ ইং **আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ**

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ওয়াহদাহু লা- শারীকা লাহু- সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনার ও হায়াত-মওতের একমাত্র মালিক। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণবায়ু নিঃশেষ হওয়ার খবর একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আরশোপরি হতে একমাত্র তিনিই করেন। তাঁর পক্ষ হতে আদেশ কার্যকরী করার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত।

আমরা তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান রাখি। আমরা যেমন কোন ব্যক্তি বিশেষ এমনকি কোন মাখলুকের ছত্রছায়ার আশা করি না, তেমনি ধর্মের ব্যাপারে শেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীয়াতের বার্তাবাহক হিসেবে মনে করি না।

আজ যদি উম্মাতে মুসলিমা তাওহীদ ফিল উলুহিইয়্যাত ও তাওহীদ ফির রিসালাতকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন মৃত-জীবিত ব্যক্তির আশ্রয়ের নিকট ধর্ণা না দিতো, আর সেই সাথে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত দীন-ধর্মের ব্যাপারে অন্য কারোর অধিকার স্বীকার না করতো, তাহলে উম্মাতে মুসলিমা আজ এক আল্লাহর বান্দা ও নাবীর উম্মাত হিসাবে এক ও অবিভক্ত জাতিরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতো।

পূর্বের উম্মাহ ইয়াহূদ নাসারাদের ন্যায় উম্মাতে মুসলিমাও আজ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের আওতায় ফিরকাবন্দীর কবলে এমনভাবে নিপতিত যে, নিজেদের ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে মূল সূত্রটিও আজ উধাও হয়েছে। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদের সমাধান এমনভাবে হতে পারত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম দিয়ে বর্ণিত কথাগুলোর মধ্যে হাদীস শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ যুগ যুগ ধরে যে হাদীসগুলো সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ বলে

https://www.facebook.com/178945132263517

স্বীকার করেছেন, ঐগুলো বিনা বাক্য ব্যয়ে কুরআনী শিক্ষার ন্যায় মেনে নেয়ার অবস্থান সৃষ্টি হতো, তাহলে রাসূল ﷺ-এর উম্মাত হিসেবে জাতি ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের প্রকৃত ভাই রূপে পরস্পর পরস্পরে আত্মপ্রকাশ পেতো।

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের প্রধানের পক্ষ হতে আওয়াজ এসেছিল যে, তারা যেন মাসজিদে যেয়ে মাসজিদের স্থান দখল করেন। আহ! কতই না সুন্দর হতো যদি ঐরূপ হতো।

কেননা এতে করে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাসতাঈন, ইহ্‌দিনাস্ সিরা-তাল মুসতাকীম প্রার্থনার শেষে সকলে মিলে একই আওয়াজে 'আমীন' বলতো।

তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মাজার ও আস্তানাসমূহ বাতিল করে তারা আল্লাহর যেমন খাঁটি বান্দা হতো, অনুরূপ এক রাসূল ﷺ-এর এক উম্মাত হিসেবে যাবতীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় মতবাদের অবসান হয়ে সাহাবাগণের ন্যায় এক অনন্য জাতিরূপে গণ্য হয়ে পৃথিবীর বুকে ইসলামের গৌরবময় পতাকা সমুন্নত করতে সক্ষম হতো। কিন্তু তারা যেমন আজ তাওহীদের ঐক্য হারিয়ে মাজার ও আস্তানা ছাড়তে রাজী হচ্ছে না; অনুরূপ মাযহাব নামীয় মাজার পরস্তীর নামে উম্মাতের একক ঐক্যের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে আছে। কেউ ঐ ঐক্যের কথা বললে তখনই রাজনৈতিক দলের ন্যায় মাযহাবী নেতাগণ মাযহাব গেল, মাযহাব গেল বলে রাজনৈতিক অনৈক্যের ন্যায় ধর্মীয় অনৈক্য জিয়ে রাখছে।

হায়! আজ এরূপ না হলে আমরা তাহলে সব এক হতাম। আমাদের এই "মতবাদ ও সমাধান" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় শুধু ঐ ঐক্যেরই আহ্বান জানিয়েছি। আল্লাহ-ই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তাওফীক দাতা, ওয়াস সালাম।

আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকৃত দীন কী?

আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বুল 'আলামীন, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা মুহাম্মাদিন 'আব্‌দিহী ওয়া রাসূলিহী খাতামিন্ নাবিইঈন, ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া আত্‌বায়িহিমিল মুখলিসীন, আম্মা বা'দু ঃ

শরীয়াত নির্ধারণ করা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অধিকার। তাঁর প্রেরিত নাবী ও রাসূলগণকে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা তা-ই শুধু পালন করেছেন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর শেষ রাসূলকে বলেছেন ঃ

আমি তোমাকে একটি নির্ধারিত শরীয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তুমি তারই অনুসরণ কর। অতএব যেরূপ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে অনুরূপ অন্যান্য আহকাম যা জিবরাঈল ('আ.) মারফত রাসূল ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলেছেন।

সুতরাং যে কাজ শরীয়াতের আহকাম হিসেবে রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর নির্দেশ মোতাবিক করেছেন বা বলেছেন শুধু তা-ই আল্লাহর প্রকৃত দীন। এছাড়া উম্মাতের যে কেউ হোক তার কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহর দীনে নিজ হতে ভাল মনে করে কোন কথা বলবে বা করবে।

ইয়াহূদী নাসারাদের মধ্যে অনেক আলিম ও মুর্শিদরা অর্থাৎ বুযুর্গানে দীনেরা নিজ হতে অনেক কথা প্রকাশ করেছিল, আর ওগুলো তাদের ভক্তরা দীন-ধর্ম বা নেকীর কাজ হিসেবে মেনে নিত, এতেই ঐ সমস্ত বুযুর্গানে দীনকে রাব্ব বানানো হতো, যার প্রতিবাদে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন ঃ

﴿ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে।" (সূরা আত্-তাওবাহ ৯ ঃ ৩১)

ভারতরত্ন শাহ আবদুল আযীয (রহ.) বলেছেন যে, মাযহাবের মুকাল্লিদগণ যদি তাকলীদের ব্যাপারে প্রকৃত কথা ভেবে দেখে তবে তারা বুঝবে যে, তাকলীদী নীতি তাদের এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে, কোন ফকীহ বা তত্ত্ব জ্ঞানীদের কথা এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যে, **মাযহাবের বিপরীত সহীহ হাদীস পেলেও ঐ ফকীহ বা ইমামের কথাকেই শুধু অগ্রগণ্য করে থাকে**। ঐ নীতিতে তারা মাযহাবের ইমামকে কেবল নাবীর আসনে বসিয়েছে তা নয়, বরং আল্লাহর দরজাই তাদের দিয়ে দিয়েছে। তাঁর কথার এরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল যে, সূক্ষ্মভাব তাঁর কথার প্রতি দৃষ্টি দিলে সে তাকলীদের নীতিতে কায়িম থাকতে পারে না। (নুযহাতুল খাওয়াতির ৭২-৮০)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْخِزْىُ الْعَظِيْمُ﴾

"তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য তো আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেথায় সে স্থায়ী হবে? তা-ই চরম লাঞ্ছনা।" (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৬৩)

তাকলীদ কী?

তাকলীদ এমন এক নীতি যার মূল তাৎপর্য হলো- কারোর দলীলবিহীন কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া এবং ঐ ব্যক্তিকে এ কথাও জিজ্ঞেস না করা যে, আপনার এই বক্তব্য কোত্থেকে বললেন।

পক্ষান্তরে কুরআন হাদীসের কথা কেউ বললে তার কথা মানার অর্থ ঐ ব্যক্তির তাকলীদ করা নয়, বরং দলীলের অনুসরণ করা। যেমন- ইউসুফ ('আ.) বলেছিলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ﴾

"আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুব ('আ.)-এর মিল্লাতের অনুসরণকারী। আল্লাহর বিধান মানায় আমাদের আদৌ উচিত নয় যে, আমরা আল্লাহর কাজে তার সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক করি। এটা আমার ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৩৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণায় নাবীগণকে প্রেরণ করেছেন, তাদের উপর তাঁর বাণীসমূহ বান্দাদের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। এতে অন্য কারোর বিন্দুমাত্র কোন অধিকার রাখেননি। এটাই আল্লাহর বড় অবদান, যাতে বান্দাগণ বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের মতামতের অন্ধ অনুকরণ করে বিভ্রান্ত না হয়। এতে সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে এবং তার প্রেরিত নাবী ও রাসূলগণের প্রকৃত অনুসারী হয়ে এক জাতি এক উম্মাত স্বরূপ হয়ে থাকবে। এতেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিশেষ রহমত ও অবদান।

পক্ষান্তরে মানুষ যদি ব্যক্তি বিশেষের মতামতের অন্ধ অনুকরণ করে তবে যত মাথা তত কথা, যত মুনি তত মত– এভাবে বিভিন্ন মুনি ও বিভিন্ন মস্তিষ্কের চিন্তাধারা ও মনগড়া কথার স্রোতে পড়ে জাতির অনৈক্য, অশান্তি বেড়ে যাবে এবং তারা বহু মিথ্যা গলৎ কথার শিকার হয়ে বিভ্রান্ত হবে এবং ঐ গলৎগুলোর মূল তারা অনুধাবন করতে আদৌ সক্ষম হবে না এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বহু ভিত্তিহীন মিথ্যা কথাই তারা প্রকৃত সত্য ও হক দীন বলে মানবে। আর বিভিন্ন গ্রুপ তাদের ঐ ধরনের মিথ্যা কথাকে হক বলে তার পক্ষপাতিত্ব করতে থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যাবে। আর এটাই হলো তাকলীদের ফসল। নিম্নের তথ্য এই দৃষ্টান্ত বহন করে।

ان الشيخ الحنفي محمود الحسن من علماء ديوبند ولقبوه

https://www.facebook.com/178945132263517

بفخر احناف الهند قال فى تقاريره على جامع الترمذى فقال فى مسئلة الخيار : فالحاصل ان مسئلة الخيار من مهمات المسائل وخالف ابو حنيفة رح فيها الجمهور وكثيراً من الناس من المتقدمين والمتاخرين صنفوا رسائل فى ترديد مذهبه فى هذه المسئلة ورجح مولانا شاه ولى الله المحدث دهلوى رح قدس سره فى رسائل مذهب الشافعى رح من جهة الاحاديث والنصوص وكذالك قال شيخنا مدظله يترجح مذهبه وقال الحق والانصاف ان الترجيح للشافعى رح فى هذه المسئلة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابى حنيفة والله اعلم.

هذا هو إيمان الحنفين بالرسول ﷺ فصاروا فى هذا مصداق قول الله عز وجل : اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فاذا كان رسول الله ﷺ مرجع الائمة فى مسائل الخلاف ارتفع الإختلاف ويحصل الائتلاف بين الامة المسلمة.

ফাখরুল হিন্দ উপাধীপ্রাপ্ত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী হানাফী তিনি ঐ সমস্ত হাদীস যেগুলো হানাফী মাযহাবের বিপরীত প্রমাণিত ওগুলো একত্রিত করে তাকা-রীবে তিরমিযী নামক পৃথক বই লিখেছেন যা প্রেসওয়ালারা তিরমিযী ছাপাকালে তার প্রথমে ছেপে তা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে খিয়ারে মজলিশের হাদীস অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতা আপোষে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রিত বস্তু ফেরত দেয়া ও নেয়ার অধিকার আছে এবং ঐ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নিয়মে স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার হাদীসে সাহাবী ইবনে উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে তা-ই ইমাম শাফিঈ, আহলুল হাদীস ও অন্যান্য ইমামদের মাযহাব, আর হানাফীগণ সেটা মানে না। তারা বলে, ঐ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ কথা-বার্তা শেষ করা। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস সাহাবাগণের ব্যাখ্যা যা হানাফী মাযহাবের খেলাফ হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাই মাহমুদুল হাসান সাহেব বলেছেন, "মোট কথা এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা।" ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এ ব্যাপারে জমহুর (প্রসিদ্ধ) এবং অনেক আগে ও পরের লোকের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের রদ করতঃ পূর্ব যুগের আলিমগণ বহু বই-পুস্তক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

উস্তাযুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) বলেছেন ঃ

দলীলের দিক দিয়ে ইমাম শাফিঈ (রহ.) যা বলেছেন তা-ই অগ্রগণ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন, আমাদের উস্তাদ শায়খ মাদ্দাযিল্লুহু বলেছেন ঃ

ইমাম শাফিঈ (রহ.) যা বলেছেন তা-ই দলীল সম্মত। তিনি আরও বলেছেন ঃ হক ও ইনসাফ কথা হলো যে, এই মাসআলায় শাফিঈর মাযহাব সঠিক ও দলীলের দিক দিয়ে হানাফী মাযহাবের অপেক্ষা অগ্রণী। কিন্তু আমরা আবূ হানীফার মুকাল্লিদ বিধায় (সহীহ হাদীসের বিপরীত হলেও) আবূ হানীফার তাকলীদ করা ও তাঁর মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। (তাকারীর তিরমিযী ৩৫-৩৬ পৃঃ, ছাপা- দেওবন্দ, ১৯৮৫ ইং)

এ স্থলের ভাষ্য এরূপ ঃ

আল হাক্কু ওয়াল ইনসাফু আন্নাত, তারজীহা লিশ্ শাফিঈ ফী হা-যিহিল মাসআলাতি, ওয়া নাহনু মুকাল্লিদুনা ইয়াজিবু আলাইনা তাকলীদ ইমামি আবূ হানীফাতা।

অতএব মাযহাবের তাকলীদপন্থীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের প্রতি বিরূপ ঈমান রাখে- এটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর এভাবে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হয়ে তার সমাধানের পথে বাধা পড়েছে, প্রত্যেক মাযহাবওয়ালারা তাদের মাযহাবের ইমামদের মন্তব্যগুলো অভ্রান্ত এবং সর্ব ভুলের ঊর্ধ্বে মাসুম বলে মনে করে এবং তাদের কথার বিপরীত চললে তাদের মুক্তি হবে না- ঐ ধরনের মিথ্যা ধারণা নিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকায় এ জাতীয় ভাব এরূপ অনৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে ফলে যার সমাধান আজও সহজে সম্ভব হচ্ছে না।

https://www.facebook.com/178945132263517

'সাইফুল মাযাহিব' নামক বইয়ের লেখকের মাযহাব সম্পর্কে মন্তব্য

"কুরআন হাদীস ইজমা হতে ৪ মাযহাবের সাব্যস্ত। শরীয়াতের তিনটি বিষয় কুরআন, হাদীস, ইজমা যা শ্রেষ্ঠ ফায়সালা দিয়েছে মাযহাবীগণ সকলেই তদানুযায়ী চলে এবং কিয়াসী মাসআলার মতভেদ হওয়ায় হানাফী, শাফিঈ, মালিকী, হাম্বলী মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন রাজনৈতিক দলগুলো আপোষে সামান্যতম মতভেদ থাকলেও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক।"

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে ঃ মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জাসদ, অনুরূপ নিযামে ইসলাম, জামাআতে ইসলাম, ওলামায়ে ইসলাম, জামাআতে রাব্বানী, ৪ দলের মূলও এক। শাফিঈ মাযহাবের লোক হাদীস মতে বড় করে আমীন বলে, ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে, রাফউল ইয়াদাঈন করে ও হাত বুকের উপরে বাঁধে। আবার ঐ বইয়ের ১১৮ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছে, এক মাসজিদে বিভিন্ন মতালম্বী বা তরীকাপন্থী মুসলিম একত্র হলে অবশ্যই বৈষম্য হবে। কারণ মাসআলার পার্থক্যেই বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেকেই আপন আপন মাযহাবী মতকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে।

'সাইফুল মাযাহিব'-এর ঐ মন্তব্য কত স্ব-বিরোধী সেটা নিরপেক্ষ চিন্তাশীল বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট অতি স্পষ্ট। কেননা, ৪ (চার) মাযহাবের সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ৪ (চার) দলের সাদৃশ্য বর্ণনা করায় এ কথা প্রমাণিত যে, ৪ (চার) মাযহাবের সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক নয় এবং কুরআন হাদীস ইজমার দ্বারা সাহাবা (রাযি.)-গণ হতে (চার) মাযহাবের উৎপত্তি হয়নি এবং স্ব স্ব মাযহাবের ইমামগণ উম্মাতে মুসলিমা হানাফী, শাফিঈ, মালিকী নামকরণ করে তারা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হবে এবং একে অপরের সাথে মিলে একই মাসজিদে নামায আদায় করলে বৈষম্য দেখা দিবে; এ কথা তাঁরা কোন দিনই বলেননি এবং উম্মাতে মুসলিমা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হোক এ কাম্য তাঁদের কোনদিনও ছিল না।

বরং তারা সকলেই বলে গেছেন, যখন কোন শরীয়াতের মাসআলায় আমাদের বক্তব্যের বিপরীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস প্রমাণিত হবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

তখনই আমাদের বক্তব্য পরিহার করে রাসূলের হাদীস অনুসরণ করবে। কিন্তু পরবর্তী যুগের লোক তাদের অনুসারীদের মধ্যে অনেকেই ঐ নীতি মেনে চলেননি। এরূপ অবস্থা হলে উম্মাতে মুসলিমা বিভিন্ন দলে এমন বিভক্ত হতো না। কেননা যখন সকলেরই মূল এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক হবে অর্থাৎ কুরআন হাদীস ইজমায়ে সাহাবা তখন এত দল উপদল সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সূত্রই থাকে না।

বরং পরবর্তী যুগের লোক অতি ভক্তিতে আপনাপন গ্রুপ নেতাদের কথাগুলো কুরআন হাদীস ইজমা-এ সাহাবা সম্মত কিনা এ কথা যাচাই না করে অন্ধভাবে দলীয় পক্ষপাতিত্ব করাতে মতভেদ চরম সীমায় পৌঁছে যায়। ফলে এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি হয়, যা পূর্বে এরূপ অবস্থা কোন সময় ছিল না।

সকলের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য কুরআন হাদীস ইজমা-এ সাহাবাদেরকে অনুসরণ করার নীতি থাকলে এই মাযহাবী কোন্দল কখনই হতো না। যেমন ভারতবর্ষে বা ইসলামী দুনিয়ার অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন মাযহাবপন্থীদের মধ্যে সুফীবাদ মাসআলায় অজুদিয়া, শহুদিয়া বিভিন্ন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যা 'সূফী দর্শন' বইওয়ালা তার ঐ বইয়ে ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় মুজাদ্দিদ-ই-আলফিসানীর আলোচনায় বলেছেন ঃ

তিনি তরীকায়ে ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন এবং ওয়াহদাতুশ শহুদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন। তিনি বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) মনসুর হাল্লাজ (রহ.) ও ইবনুল আরাবী (রহ.) প্রমুখ বুজুর্গানের ওয়াহদাতুল ওজুদের চিন্তাধারা তাঁদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে নিম্ন শ্রেণীর তরীকার কুফরীভাব বলে অভিহিত করেন এবং এ ধরনের চিন্তা পোষণ করাকে অবৈধ (হারাম) বলে ঘোষণা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সর্বপ্রকার সামা (ইশ্‌ক সঙ্গীত) আল্লাহর প্রেম-মূলক গজল ও সঙ্গীত যা পূর্ববর্তী সুফীয়ায়ে কিরামগণ শুনেছেন, সে সবকেও তিনি অবৈধ ঘোষণা করে তরীকার মধ্যে সংস্কার সাধন করেন। হাল জজবাকেও তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অনুরূপ চরম মতবিরোধ প্রমাণিত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও ইমাম আবূ মনসুর মাতুরীদীর আকীদার মধ্যে রাব্বুল 'আলামীনকে স্বপ্নে দর্শন করা মাসআলায়, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আমি আল্লাহ সুবহানাহু-কে নিরানব্বই বার স্বপ্নে দর্শন করেছি; আর আবূ মনসুর মাতুরীদীর আকীদা হানাফীগণের আকীদা। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে যে, সে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখে, সে প্রতিমা পূজক অপেক্ষা জঘন্য। যারা ইমাম সাহেবের আকীদা সম্বলিত কিতাব 'আল-ফিকহুল আকবর' ও তার ব্যাখ্যা মোল্লা আলী কারীর কিতাব এবং ফাতাওয়া কাযী খান ঐ কিতাবে এ বিষয়ের আলোচনাগুলি অবগত। উল্লেখ্য তারা আর এ কথা ভালভাবে এ বিষয়ে ওয়াকিফ আছেন।

সুতরাং বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের মাযহাবী দলগুলোর সাদৃশ্য বা সমন্বয় পেশ করা অন্ধ তাকলীদের জোয়াল টানা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কদাচও এক নয়, অথচ এক হলে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জাসদ ইত্যাদি দলের সাথে আজ জামায়াতে ইসলামীর এত বিরোধ কেন?

- আর এছাড়া সকল আলিমই ইসলাম চায় অথচ তারা সকলে মিলে এক দলভুক্ত হলো না কেন? অনুরূপ সকলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নিয়ত এক নয় অনুরূপ ইমাম আবূ হানীফার সঙ্গে মালিকী হাম্বলীরা এক জামাআতভুক্ত বা 'আমালী ব্যাপারে কেউ এক নয়। সকলের ঈমানী 'আমালী নামায একই নিয়মে হলে তারা আল্লাহর ঘরে অপরের সাথে মিলে এক জামাআতে সালাত আদায় করে সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 'আমালী ঈমানী এক এ কথার প্রমাণ করত। আর প্রত্যেক জামাআতের সময় আল্লাহর ঘরের মুসাল্লা আলাদা আলাদাভাবে তৈরী করে কি ঐ ঐক্যের প্রমাণ করা হয়েছিল? বর্তমানে সউদী সরকার ঐ সমস্ত মুসাল্লা ভেঙ্গে দিয়ে এক সাথে জামা'আতে নামাযের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এ দ্বন্দ্ব কিয়ামাত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এমনকি ইমাম মাহদীর যামানায় যখন তাকলীদ ও মাযহাবের অনুসরণ বাতিল হয়ে কেবল কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবিক 'আমাল জারি হবে তখন তারা মনে প্রাণে তা মেনে নিতে পারবে না। "আল এ শাআহ ফী আশ্‌রাতিস্ সলাআহ" নামক কিতাবে এ বিষয়ে উল্লেখ হয়েছে,

আল্লাহর যমীন হতে মাযহাবের তাকলীদ উঠে যাবে, একমাত্র খাঁটি দীনে মুহাম্মাদীই কেবল থেকে যাবে। তার শত্রু হবে আলিমগণের

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মুকাল্লিদ (অনুসারী) গ্রুপ। কেননা তারা দেখবে তাদের ইমামগণের মাযহাবের বিপরীত হুকুম আহকাম চলছে, তারা তখন নিরুপায় হয়ে তার অধীনে আসবে। এটা একমাত্র তার তরবারির ভয়ে ও প্রভাবের কারণে এবং তার নিকট কিছু পাওয়ার আশায়।

অতএব তার শত্রু কেউ থাকবে না খাস খাস ফকীহগণ ব্যতীত। কেননা তাদের কোনরূপ নেতৃত্ব এবং জনসাধারণের নিকট তাদের কোন বিশেষত্ব আর থাকবে না। আর শারঈ আহকামের মধ্যে মতভেদ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে না; ঐ মহান নেতা ধর্মীয় ইমামদের কারণে। যদি ঐ ইমাম মাহদীর হাতে তরবারি না থাকতো, তবে ফকীহরা তাকে হত্যার ফতোয়া দিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শরীয়াতের তরবারি দ্বারা বিজয়ী করে রাখবেন এবং অফুরন্ত নিয়ামাত দিয়ে তাঁর সম্মান বজায় রাখবেন। ফকীহগণ তাঁর অবদানের লালসায় এবং তরবারির ভয়ে তাঁর হুকুম কবূল করবে, তার প্রতি ঈমান বশতঃ নয় অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের প্রতি ঈমান রেখে নয়, বরং তার বিপরীত মনোভাব নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মত পোষণ করবে।

অতএব যেমন মাযহাবের তাকলীদ পূর্ব যুগে অর্থাৎ সাহাবা, তাবিঈন ও তাবা-তাবিঈন যুগে ছিল না এবং ইমাম মাহদীর যুগে তা আর থাকবে না, থাকবে কেবল কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি 'আমল এবং তা-ই পরিত্রাণের একমাত্র মূল বিষয়বস্তু। আর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের ঐ আদর্শই ছিল এবং তাদের অনুসারী একমাত্র আহলুল হাদীসগণের নিয়মও তাই।

'সাইফুল মাযাহিব' নামে বইটি বাংলা ১৩৮৪ সালে ২৩শে আষাঢ় প্রকাশিত হয়েছে। লেখক মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ইসলাম নগর, পাইকশা, পাবনা। তাতে জামা'আতে আহলে হাদীস সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর উদ্ভট ভিত্তিহীন কথা প্রচার করা হয়েছে এবং তাতে আহলে হাদীসগণকে কখনও এক লক্ষ টাকা, কখনও দেড় লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। লা-মাযহাবীগণের মধ্যে কোন মুহাদ্দিস নেই, তাদের যে কোন আলিম হানাফীদের আলিমদের তুলনায় আকাশ পাতাল পার্থক্য। বরং তুলনা শব্দই ব্যবহার হতে পারে না। লা-মাযহাবীদের মুহাদ্দিস পরিদৃষ্ট হয় না এবং নিজেকে মুহাদ্দিস ও ইলমুর রিজাল শাস্ত্রের পণ্ডিতরূপে প্রমাণের জন্য ঐ

https://www.facebook.com/178945132263517

বইয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অন্যান্য তিন ইমাম হতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রমাণে বলা হয়েছে যে, তিনি ছয়জন সাহাবী মারফত হাদীস শ্রবণ করেছেন। তার মধ্যে একজন 'আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স। ঐ সাহাবী সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের পণ্ডিতদের ঐকমত্য এই যে, তিনি হিজরী ৫৪ সনে সিরিয়া প্রদেশে মারা যান– (আল-ইসাবা ইসতীআব সহ দ্বিতীয় খণ্ড ২৭০ পৃষ্ঠা, ছাপা মিশর ১৩৫৮ হিজরী মোতাবিক ১৯৩৯ খৃঃ আল আ'লাম যিরিকলী ৪র্থ খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা)। আর উল্লেখ্য ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর জন্ম ৮০ হিজরীতে।

দ্বিতীয় সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ মৃত্যু ৭৪ হিজরী মতান্তরে ৭৭ বা ৭৮ হিজরী। অতএব এ বিচারের ভার পাঠকগণের উপর দেয়া গেল। ঐ লেখক সাহেবের মন্তব্য যে, লা-মাযহাবীদের আলিমদের সাথে তুলনা শব্দের ব্যবহারই হতে পারে না। অতএব আমরা ঐ লেখকের পাণ্ডিত্য ও মুহাদ্দিসগিরী সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য করছি না।

তৃতীয় সাহাবী ওয়াসিলা ইবনুল আসকা হিজরীর ২২ বছর পূর্বে জন্ম, ৮৩ হিজরীতে সিরিয়া প্রদেশে মারা যান– (ইসাবা ঐ ৩য় খণ্ড, ১০ পৃঃ)। তখন আবূ হানীফার বয়স ৩ বছর, আর জন্ম কুফাতে।

চতুর্থ আয়িশা বিনতে মাহ্মুদা নাম্মী সাহাবীয়া হতে ইমাম আবূ হানীফার হাদীস শ্রবণ করার দাবী ঐ পুস্তিকায় করা হয়েছে। আমরা ঐ লেখক ও তার মাযহাবের পক্ষের সমস্ত আলিম ভাইদের নিকট দাবী রাখছি যে, আয়িশা বিনতে মাহ্মুদা নাম্মী সাহাবীয়া ছিলেন এবং ইমাম আবূ হানীফা তার নিকট হতে হাদীস শুনেছেন– এ কথার প্রমাণ রিজালশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হতে তা দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত রইল।

পঞ্চম সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা ও ৬ষ্ঠ সাহাবী আনাস ইবনে মালিক (রহ.) হতে হাদীস শ্রবণ করার দাবী সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য না করে ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ নামক বই যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮২ ইং ১৩৮৯ বাংলা ১৪০৩ হিজরীতে প্রকাশিত। লেখক মাওঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ৫১ পৃষ্ঠায় ৩ হতে ৭ লাইনে লেখক বলেছেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

"বার কি তের বৎসর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাদিম আনাস (রাযি.)-এর খিদমাতে হাজির হন, কিন্তু তার নিকট হতে কোন হাদীস শিক্ষা করেননি। কারণ কূফাবাসীদের মধ্যে বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হওয়ার পূর্বে হাদীস শিক্ষার নিয়ম ছিল না।"

আহলুল হাদীস জামা'আতটি যেমন পূর্ব হতে ছিল অর্থাৎ যারা আকীদা ও 'আমলের ব্যাপারে সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর হাদীস মোতাবিক নিজেদের 'আমল ও আকীদার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, আর অনুরূপ মুহাম্মাদী উপাধী সাহাবীগণের যুগ হতে পরিচিত।

উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবূ বাক্‌র (রাযি.)-কে আল-মুহাম্মাদী উপাধি দেয়া হয়। তাঁর খিলাফাত আমলে একজন বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করে তাঁর নিকট প্রেরণ করা কালে ঐ লোকটি বলেছিল, আমায় ঐ মুহাম্মাদীর অর্থাৎ সিদ্দিকে আকবরের নিকট পৌঁছিয়ো না। অনুরূপ সাহাবার শেষ যুগে সাহাবী আবূ বারযা আসলামীকে মুহাম্মাদী উপাধিতে উল্লেখ করা হয়– (তাবাকাত ইবনে সাদ ৪র্থ খণ্ড ৩০০ পৃষ্ঠা ছাপা বৈরুত, আর হাদীসের বিখ্যাত কিতাব সুনানে আবি দাউদেও তা বর্ণিত হয়েছে)। মাক্কার কাফিরগণও সাহাবীগণকে লা-মাযহাব অর্থাৎ তাদের স-বী বলে টিটকারী করত। কেননা তাঁরা তাঁদের বাপদাদা ও দেশবাসীর মাযহাব পরিত্যাগ করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী হন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কুরআনে বলেন ঃ

﴿يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ﴾

"(স্মরণ কর ঐ দিবসকে) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় বা মানুষকে তাদের ইমামের নামে ডাকবো।" (সূরা ইসরা ১৭ ঃ ৭১)

কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব তাফসীর ইবনে কাসীরে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় আহলুল হাদীসগণের বড় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেননা তাদের মাযহাবের ইমাম একমাত্র মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ। ফলে আহলুল হাদীসগণ নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বলে

https://www.facebook.com/178945132263517

পরিচয় করানোর প্রতি টিটকারী দেয়া এবং এ কথা প্রচার করা যে, এরা নাজদের মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় এরা মুহাম্মাদী বলে পরিচিত– এ কথার দাবী করা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে বিকৃত করা, আর না হয় অতীব মূর্খতাবশতঃ মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করা। হাফেয ইবনে আবদুল বার (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ)-এর মুয়াত্তা মালিকের অদ্বিতীয় শারাহ তামহীদ গ্রন্থ যা ১৩৭৮ হিজরীতে মরোক্কর রাবাতে তার ১ম খণ্ড মুদ্রিত হয়। তার ৬৮ পৃষ্ঠায় ইমাম মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

অনেক সময় পরিচিত শাইখ আমাদের নিকট বসতেন এবং দিনের অধিক সময় কথাবার্তা বলতেন, কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে একটি হাদীসও গ্রহণ করতাম না। এর মূলে আমরা অন্য কোন দোষে তাকে দোষী করতাম না।

অর্থাৎ এই কারণে **"ওয়ালা কিন্নাহু লাইসা মিন আহলীল হাদীসে" অর্থাৎ তার নিকট হাদীস না গ্রহণ করার একমাত্র কারণ ছিল যে, তিনি আহলুল হাদীস ছিলেন না।** উক্ত কিতাবের ৬০ পৃষ্ঠায় ১ হতে ৫ম লাইন দ্রষ্টব্য।

অতএব যে মাযহাব ও তরীকা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মারফত সাব্যস্ত হয়েছে তা-ই আল্লাহর দীন ও মুক্তির একমাত্র পথ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ "উম্মাতের এক জামা'আত হক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদেরকে ঐ হক হতে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না যারা তাদের অপদস্ত করতে চাইবে।" (মুসলিম)

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেছেন ঃ

"তারা হলেন আহলুল হাদীস। যাঁরা সব কথা ও কাজে রাসূলের সুন্নাতের অনুসন্ধান করে থাকেন এবং রাসূলের পাশে উল্লেখিত গলৎ কথাগুলো সমাজের বুক হতে অপসারণ করতে থাকেন। এই হাদীসেরই মর্ম বাস্তবায়ন একমাত্র অদ্যাবধি আহলুল হাদীস আলিমগণ করে আসছেন তাদের ঐ প্রচেষ্টা না হলে উম্মাতে মুসলিমার সত্যের সন্ধানীগণ মুতাযিলা রাফিযী বা রায়-কিয়াসপন্থীদের নিকট রাসূলের খাঁটি সুরাত অবগত হতো না।" (আল-কামিল ইবনে আদী ১ম খণ্ড ১৩১ পৃঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমাম ইবনে কুতায়বাহ (রহ.) দীনওয়ারীর উক্তি

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বাহ দীনওয়ারী (রহ.) (মৃত্যু ২৭৬ হিঃ) বিভিন্ন হাদীসের সামঞ্জস্য দেয়া এবং 'আহলুল হাদীসের শত্রুদের প্রতিবাদ' নামক কিতাবে তিনি বলেন ঃ

"আহলুল হাদীসগণ হককে তার উপযুক্ত স্থান থেকে অন্বেষণ করেছে এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের অনুকরণে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার আশায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের সফরের ক্লেশ ভোগ করেছেন, তাঁরা রাসূল ﷺ-এর নামে বর্ণিত কথাগুলোর সনদ যাচাই করে সহীহ-যঈফ কথার মধ্যে তারতম্য করেছেন, তার নাসিখ মানসুখগুলো পৃথক করেছেন, কিয়াসপন্থীদের নিজেদের মনগড়া বানানো কথায় কর্ণপাত না করে হাদীসে রাসূল ﷺ-এর বিপরীত কথার গলৎগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এজন্য কিয়াসপন্থীরা আহলুল হাদীসের শত্রুতায় তাদের নানাভাবে দোষারোপ করে থাকে।" (তাভীল মুখতালাফীল হাদীস ৭৪ পৃঃ)

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে আনসারী (মৃত্যু ১৪৩ হিঃ) মাদীনাবাসী আনসারদের বানু নাজ্জার গোত্রের সন্তান হাদীসের বড় উস্তাদ ছিলেন। সহীহুল বুখারীর বর্ণিত প্রথম হাদীসটি তার মাধ্যমে বর্ণিত হয়। তিনি ইমাম মালিকের উস্তাদ ছিলেন। এমনকি ইমাম মালিকের বিখ্যাত উস্তাদ যুহরীও তার মারফত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তখনকার যুগে আহলুল হাদীসগণের অগ্রণী ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত হতেন। (যিরিকলীর আল-আলাম, ৮ ঃ ১৪ পৃঃ)

তাঁর ছাত্র ইমাম আওযাঈ, ইয়াযীদ ইবনে হারুন প্রভৃতি আহলে হাদীস ইমামগণকে ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়" আহলুল হাদীস এবং আহলুর রায় অর্থাৎ কিয়াসপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বলে এ কথার এক পৃথক অধ্যায় রচনা করেন। তাতে আহলুল হাদীস আলিমগণের আলোচনা প্রসঙ্গে তাবিঈনদের মধ্যে কতিপয়ের নামোল্লেখ করেন, যেমন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (আনসারী), ইয়াযীদ ইবনে হারুন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী– ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখের নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, **তাদের নীতি ছিল কোন বিশেষ ইমামের তাকলীদ না করা।**

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে তাদের এরূপ দক্ষতা ছিল যে, ঐ হাদীসগুলোর মাপকাঠিতে প্রত্যেক মাযহাবওয়ালাদের হাদীস বিপরীত কথা ও মাসআলা তারা প্রত্যক্ষ করেন। ফলে তাঁরা প্রত্যেক মাযহাবের গলৎগুলো হাদীস দ্বারা চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। তিনি হাদীসপন্থী আহলুল হাদীসগণের নীতির ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

তারা কোন বিষয়ে কুরআনের ফায়সালা পেলে তার ব্যতিক্রম করতেন না, আর কোন আয়াতের মর্ম যদি দ্বিবিধ বুঝতে পারতেন তখন ঐ আয়াতের ব্যাখ্যার মীমাংসা হাদীস দ্বারা গ্রহণ করতেন। তারপর বলেছেন ঃ আহলুল হাদীসগণ যখন কোন মাসআলায় রাসূল ﷺ-এর হাদীস পেয়ে যান তখন তারা তার বিপরীত কোনও সাহাবা বা তাবিঈন-এর উক্তি আদৌ গ্রহণ করেন না; কিংবা কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদেরও তোয়াক্কা করেন না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১৪৯ পৃঃ)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস (রহ.) 'আল-ইনসাফ' নামক লিখিত তার গ্রন্থ যা অতি তথ্যপূর্ণ কিতাব যা হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগার অংশ বিশেষ স্বরূপই বলা চলে- তার মধ্যে হানাফী মাযহাবের ফকীহদের আলোচনায় বলেছেন ঃ

আবূ হানীফার মাযহাবের মুজতাহিদগণ হিজরী ৩য় শতাব্দীর পর খতম হয়ে যান। কেননা মুজতাহিদ সাধারণতঃ হাদীসের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে বলা হতো না। **আর হানাফী মাযহাবের আলিম ও ফকীহদের 'ইল্‌মে হাদীসের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত হওয়া সর্ব যুগেই কম ছিল।** এখানে তার ভাষ্যের আরবী বাক্য নিম্নরূপ ঃ

"ওয়া' ইশতিগা লুহুম বিল হাদীসি কালীলুন কাদিমান ওয়া হাদীসান।" তারা মুজতাহিদ হওয়ার শর্ত করে রেখেছিল, মাবসুত কিতাব মুখস্থ করা। যে ব্যক্তি মাবসুত কিতাব মুখস্থ করবে সে মাযহাবের মুজতাহিদ বনে যাবে অর্থাৎ যদিও কোন রিওয়ায়াত বা একটি হাদীসও তার জানা না থাকে, "মান হাফিযাল মাবসূতা কা-না মুজতাহিদান ওয়া ইন লাম ইয়াকুন লাহু 'ইল্‌মুল বিরিওয়ায়াতিন আসলান ওয়ালা-বি হাদীসিন ওয়াহিদীন।"

https://www.facebook.com/178945132263517

তিনি ফকীহ সাহেবদের আলোচনায় বলেছেন, **আর বস্তুতঃ পক্ষে ফিকহপন্থী গ্রুপ তাদের অধিকাংশ হাদীসের 'ইল্‌মের শীর্ষস্থানে খুব অল্প সংখ্যকই উন্নীত হয়েছিল এবং সহীহ-যঈফের মধ্যে তারতম্য করার জ্ঞানও তাদের ছিল না।** সনদভিত্তিক গ্রহণযোগ্য উত্তম হাদীস এবং সনদের দিক দিয়ে অকেজো, গ্রহণের অযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে তামীয করতে সমর্থ ছিল না। আর তাদের বিরোধীরা যে সব সহীহ হাদীস তাদের মতের বিপরীত পেশ করতো। তারা ওগুলোর প্রতি আদৌ কর্ণপাত করতো না বরং তারা তাদের মাযহাবের অনুকূল রিওয়ায়াতগুলো যা তাদের হাতে লাগতো অথবা তাদের মাযহাবে অনুসরণীয় উস্তাদগণের মনের অনুকূলে মনে করতো, ঐগুলো তাদের বিরোধীদের পক্ষ হতে উল্লেখিত সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় পেশ করতো ওগুলো সনদের দিক দিয়ে যোগসূত্র ছিন্ন মুনকাতে যা হাদীস শাস্ত্রের আইনে একেবারেই অকেজো হলেও তার পরোয়া করতো না। আর ওগুলো প্রমাণের উপযুক্ত বলে দেখাবার জন্য তারা তাদের নিজেদের আপোষের মধ্যে ঐ সমস্ত অকেজো হাদীস নামে বর্ণিত কথাগুলো সম্পর্কে মাশহুর, মুস্তাফীয, বহুল পরিচিত সর্বজনের মধ্যে প্রচারিত। যা এরূপ পরিভাষা তাদের নিজেদের কথায় বানিয়ে নিয়েছে।

অথচ তাদের ঐ ধরনের দাবীর পিছনে কোন দলীল নেই। বরং ঐ দুর্বল অকেজো রিওয়ায়াতগুলো তারা তাদের মুখে মুখে মাশহুর করে রেখেছিল। এ ধরনের আচরণ ও বক্তব্যগুলো তাদের ধারণা প্রসূত যা আন্দাজে ঢিল ছোড়ার ন্যায়। উক্ত আল-ইনসাফ কিতাবে ইমাম আবূ হানীফার অনুসারীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, **তাদের নিকট রাসূল** ﷺ **-এর হাদীস এবং সাহাবা (রাযি.)-গণের উক্তি ঐ পরিমাণ ছিল না যা দ্বারা তারা আহলুল হাদীসগণ যে তরীকার মাসআলা ইসতিমবাত করেছেন তারা ঐরূপ করতে সমর্থ হয়।**

এখানে আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

"লামইয়াকুন ইনদাহুম মিনাল আহা-দীসে ওয়াল আস-র মাইয়াকদিরুনা বিহী আ'লা ইসতিম্বাতিল ফিক্‌হে আলাল অসুলিল্লাতী ইখ্‌তারাহা আহলুল হাদীস।" (আল-ইনসাফ, উর্দু অনুবাদসহ ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

সহীহ্ হাদীসের প্রতি মুকাল্লিদগণের শত্রুতার আরও নমুনা

শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হারাভী (রহ.) [জন্ম ৩৯৬ হিঃ, মৃত্যু ৪৮১ হিঃ]-এর ঘটনায় উল্লেখ আছে, তিনি হাদীস ও তাফসীরের ইমাম ছিলেন, ফিক্হী মাসআলায় আহলুল হাদীসের মাযহাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইমাম ইবনুল মুবারক-এর তরীকা মোতাবিক ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া এবং নামাযে রুকূ যাওয়াকালে ও রুকূ হতে উঠাকালে রাফউল ইয়াদাঈন করতেন। মুকাল্লিদগণ তাঁর ব্যাপারে বড় অসুবিধা ভোগ করতো। একদা মুকাল্লিদগণ সুলতানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে মুনাযারার দরখাস্ত পেশ করে। এ সম্পর্কে সভা আহুত হয়।

শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল হারাভী ঐ সভায় কুরআন মাজীদ এবং সহীহাইন (বুখারী, মুসলিম) নিয়ে হাজির হয়ে বলেন, কুরআন ও সহীহাইনের হাদীস মুতাবিক বাহাস হবে। সুলতান উপস্থিত মুকাল্লিদ ফকীহগণের প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন অর্থাৎ এ শর্ত মোতাবিক বাহাস করতে রাজি আছে? কিন্তু তাদের মধ্যে কারোর পক্ষে ঐ মোতাবিক বাহাস করা সম্ভব হয়নি। (আত তা-জউল মুকাল্লাল ১৮৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম যাহাবী (রহ.) প্রসিদ্ধ 'সিয়ারে আলাম আন-নুবালা' গ্রন্থে (১৮) ৫১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, তার উপর পাঁচ দফা তরবারি উত্তোলন করা হয়। এ কথা বলা হয় না যে, আপনার মাযহাব পরিত্যাগ করুন।

বরং বলা হয় আপনার মাযহাবের যারা বিপরীত, তাদের সম্পর্কে চুপ থাকুন। তিনি এতে রাজী হননি। কথা বলতে কোন সময় কুণ্ঠিত হননি। পরিশেষে মুকাল্লিদরা তাঁর সম্পর্কে বড় রকমের এক ষড়যন্ত্র তৈরি করে। শাইখুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল পুতুল পূজা করে এ কথা সুলতানের কানে দেয়া হয়। তাদের লোকজন শাইখুল ইসলামের মুসাল্লার নীচে তার অনুপস্থিতিতে একটি পিতলের পুতুল রেখে আসে। এরা সুলতানের নিকট প্রকাশ করে ঃ এখনই লোক পাঠান তার মুসাল্লার নীচে পুতুল আছে। তৎক্ষণাৎ সুলতান লোক পাঠালে, মুসাল্লার নিচে থেকে পিতলের পুতুল

https://www.facebook.com/178945132263517

পাওয়া যায়। সুলতান তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি পুতুল পূজা করেন? তিনি নির্ভীকভাবে এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ সুবহানাল্লাহ! অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা। এটা বহু বড় অপবাদ। এতে সুলতান বুঝতে পারেন, এটা তার বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র।

সুলতান ইমাম সাহেবকে সসম্মানে বিদায় করেন, আর অভিযোগকারীদের হুমকি দিয়ে সঠিক তথ্য জানতে চান। তারা সঠিক তথ্য স্বীকার করতঃ বলল যে, তাঁকে নিয়ে আমরা অসুবিধায় থাকি। সুলতান এই ষড়যন্ত্রকারীদের যথেষ্ট অপমান করেন।

যুগে যুগে হাদীসপন্থী আহলুল হাদীস এবং রায় কিয়াসপন্থীদের মধ্যে অনুরূপ বিরোধ চলে আসছে। আহলুল হাদীসগণ একমাত্র কুরআন মাজীদ ও সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস দ্বারা উম্মাতের মধ্যে উদ্ভূত মতবাদগুলোর মীমাংসা করতে চাইলে তারা এ শর্তে রাজী হন না, বরং আহলুল হাদীসগণকে নানাভাবে মিথ্যা অপবাদ দিতে কসুর করেন না। যেমনটি 'সাইফুল মাযাহিব' ওয়ালার বক্তব্যে তা প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিগত ২০শে আগস্ট, ১৯৯০ ইং চুয়াডাঙ্গা এম হুসাইন আর্ট প্রেস, বড় বাজার হতে "তালবীসুল বায়ান ফী মাযহাবি নুমান" নামক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি ভূমিকা ছাড়া ৮৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

এতে দু'টি মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তার প্রথমটিতে নামাযে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা আর না বলা নিয়ে, দ্বিতীয় মাসআলা রাফউল ইয়াদাঈন সম্পর্কে।

এতে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে ঃ গাইর মুকাল্লিদ আহলে হাদীসরা রাফউল ইয়াদাঈন অর্থাৎ নামাযে রুকূতে যাবার সময়, আর রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় হাত তোলা সুন্নাত বলে মেনে থাকে। অথচ তারা ঐ ব্যাপারে সহীহ হাদীসের বিপরীত কাজ করে থাকে। এ বিষয়ে আলোচনা শেষে ১৪ পৃষ্ঠায় শেষ মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ সুতরাং নামাযে আহলে হাদীস গাইর মুকাল্লিদগণের (মৌখিক আদেশ বা কাজ পালনের মাধ্যমে) সুন্নাত কোনটাই নয়। কেউ এর খণ্ডন করতে চাইলে করুক। তারপর এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

বড় পীর শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) এবং আহলুল হাদীস

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে সকল মুসলিমদের নিকট বড় পীর সাহেব শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) নাম অতি সুপরিচিত। তিনিও তার লিখিত "গুনিয়াতুত তালিবীন" কিতাবে বলেছেন যে,

জেনে রেখো বিদ'আতীর কতকগুলো নিদর্শন রয়েছে তা দ্বারা তাদেরকে চেনা যায়। বিদ'আতীদের আলামত হলো ঃ

আহলুল হাদীসদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; তারা আহলুল হাদীসদের গীবত করে। যিনদীকদের পরিচয় হলো ঃ তারা আহলুল হাদীসগণকে মিথ্যুক বলে। এই সমস্ত আচরণ হিংসা বিদ্বেষবশতঃ এবং তাদের প্রতি রোষান্বিত হয়ে এরূপ আচরণ তারা করে থাকে। আহলুস সুন্নাতের একটিই মাত্র নাম। তা হলো আহলুল হাদীস। আহলে সুন্নাতের আর কোন পরিচয় নেই। একমাত্র এই পরিচয় ছাড়া যে, তারা আহলুল হাদীস। (গুনিয়াতুত তালিবীন- ১ম খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা, ছাপা- লাহোর উর্দু অনুবাদসহ)

উক্ত কিতাবের ৩০৯ ও ৩১৫ পৃষ্ঠায় ফিরকা না-জিয়ার বর্ণনায় বলেছেন ঃ আহলুল হাদীসগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং সাহাবীগণের তরীকার প্রতি 'আমল করায় বিদ'আতীগণ তাদেরকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করে থাকে।

'আমীন' জোরে বা আস্তে বলা

জোরে 'আমীন' বলা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যে, রাফউল ইয়াদাঈনের ন্যায় হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য তিন মাযহাব, যেমন মালিকী, শাফিঈ, হাম্বলী, আহলুল হাদীস সকল মুসাল্লীগণ জোরে কিরাআতযুক্ত সালাতে জোরে 'আমীন' বলে থাকেন।

হাজ্জ ও উমরাহ ছাড়াও আজকাল যারা টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে হারাম শরীফ ও মাদীনার মাসজিদে নাববীতে মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায শুনেন তারা এ কথা অবগত। শাইখ মুহাদ্দিস আবদুল হক দেহলভী

https://www.facebook.com/178945132263517

(রহ.) মিশকাতের ফারসী ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "আহা-দীস দায় জা-নেবে জাহর বেশতার ও সহী-তার আ-মাদাস্ত।

অনুরূপ তিরমিযীর ফারসী শরাহ যা হানাফী আলিম শাইখ মুহাদ্দিস সিরাজ আহমাদ শারহান্দী, যিনি মুজাদ্দিদ আলফিসানীর বংশধর, যার জীবনী 'নুযহাতুল খাওয়াতির' ৭ম খণ্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠায় আছে ঃ ঐ সারহান্দী কর্তৃক লিখিত যা অন্যান্য শরাহসহ "শুরুহে আরবালা" নামে মুদ্রিত, তাতে অতি স্পষ্ট তার ঐ অনুরূপ মন্তব্য উল্লেখ হয়েছে। আর লেখক সাহেব হাদীসের তাহকীক করার যে বহর দেখিয়েছেন তা অন্ধ তাকলীদ অর্থাৎ অন্যের অনুকরণ বৈ আর কিছুই নয়। কেননা মাযহাবের কর্ণধার হানাফীদের ঝাণ্ডা বুলন্দকারী বলে খ্যাত শাইখ ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬১ হিঃ) ফাতহুল কাদীর যা হানাফী মাযহাবের হিদায়া কিতাবে অদ্বিতীয় শরাহ তাতে লেখক সাহেব যাদের অন্ধ অনুকরণে কথাগুলো বলেছেন ঐ সমস্ত বক্তব্য খণ্ডন করে পরিষ্কার বলেছেন ঃ

উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার রিওয়ায়াতই অগ্রগণ্য। ঐ সাথে হিদায়ার লেখক ইবনে মাসঊদ সাহাবীর যে কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নামাযে চারটি বিষয় আস্তে নিঃশব্দে বলা, যেমন- আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও তাশাহহুদ। ইবনে মাসঊদ হতে তা বর্ণিত বলে হিদায়াওয়ালার যে দাবী তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন ঃ

লা কিন তাকাদ্দামা আন্নাল্লাযী ফীহে যিক্‌রো আমীন আমীন নাখ্‌ঈ অর্থাৎ তা ইবনে মাসঊদ হতে প্রমাণিত কথা নয়। বরং যাতে আমীন-এর উল্লেখ আছে তা নাখঈ হতে বর্ণিত।

কোন বিষয়ে আলোচনা করতে হলে ঐ বিষয়ে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের বক্তব্যগুলো যথাযথ ওয়াকিফ হয়ে তারপর ঐ বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হলো নিয়ম, আর ঐ বিষয়ে যাবতীয় বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফ না হয়ে কেবল নিজের সুবিধামত কথাগুলো আওড়ানো কোন ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় হয় না, তা সে বিচার ক্ষেত্রেই হোক আর বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই হোক। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, আমাদের লেখক সাহেব যদি হাদীস ও সনদের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তার মাযহাবের মুহাদ্দিস হাদীস ও রিজাল সম্পর্কে এ বিষয়ে যিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হাফেয আবূ

https://www.facebook.com/178945132263517

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ যায়লাঈ [মৃত্যু ৭৬২ হিঃ] (রহ.)-এর উক্তিগুলো অধ্যয়ন করতেন। তিনি ইবনে মাসঊদ হতে তা প্রমাণিত হওয়ার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতঃ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

তা ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ-এর মন্তব্য। ইবনে মাসঊদ মারা যান, হিজরীর ৩২ সনে, ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈর জন্ম হিজরী ৪৬ সনে মতান্তরে ৪৮ সনে। তার কোন সাহাবী হতে কোন হাদীস শ্রবণ করার কথাও প্রমাণসিদ্ধ নয়। এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, তিনি কোন সাহাবী হতে হাদীস শুনেননি। কেবল মা আয়িশা (রাযি.)-কে অপ্রাপ্ত বয়সে দেখা ছাড়া কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াও তিনি অস্বীকার করেছেন– (সিয়ারে আ'লামুন নুবালা)।

অথচ হানাফীগণ তাকে তাবিঈর মধ্যে গণ্য করে থাকেন। আর ঐ ধরনের তাবিঈর মন্তব্য কোন শারঈ দলীল নয়। যখন তার মতের বিপরীত রাসূল ﷺ-এর স্পষ্ট হাদীস ও সাহাবা (রাযি.)-এর মন্তব্য মওজুদ।

আমাদের এ বিষয়ে অতি স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য এই যে, 'আমীন' নিঃশব্দে বলার পক্ষে থাকুক, আর না থাকুক। মাযহাবের 'আমল ঐ মোতাবিক চলে আসছে। আর অন্যান্য তিন মাযহাবের মুসলিমরা নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলেন।

খোদ বড় পীর শাইখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) তাঁর কিতাব 'গুনিয়াতুত্ তালিবীন'-এ নামাযের নিয়মে বলেছেন যে, জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে 'আমীন' জোরে, আর আস্তের নামাযে আস্তে বলতে হবে।

অতএব 'সাইফুল মাযাহিব'-এর লেখক যদি মাযহাবের তাকলীদের পট্টি চোখে না বেঁধে তাহকীক ও প্রকৃত ইনসাফকে পরিপূর্ণভাবে কাজে নিতেন, তবে ঐ বইয়ের ১৫ পৃষ্ঠা হতে ৪৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ সুদীর্ঘ ৪১ পৃষ্ঠায় এত অসত্য কথা আর বলতেন না। লেখক তার ঐ বইয়ে ৪৮ পৃষ্ঠা ৮ নং আলোচনায় বলেছেন ঃ আতা একজন তাবিঈ মুহাদ্দিস। তিনি বলেছেন ঃ আমীন হচ্ছে একটি দু'আ। তারপর বেশ বক্তৃতা যা মক্তবের ছাত্রদেরকে বুঝানো হয়; ঐরূপ মন্তব্য আওড়ানোর পর বলেছেন (১০ নং) আতা যে আমীনকে দু'আ বলেছেন, এ কথা সহীহুল বুখারীর তরজুমানুল বাবের

https://www.facebook.com/178945132263517

মধ্যে অধ্যায়ে আছে। মারহাবা তার এই ইনসাফ। আমরাও বলি, হ্যাঁ। আতা ইবনে আবী রাবাহ যিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর উস্তাদ, হিজরীর ১১৫ সনের মারা যান! তাঁর সম্পর্কে আবূ হানীফা বলেছেন ঃ আমি আতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানুষ দেখিনি।

উক্ত মন্তব্য যা বুখারীর তরজুমানুল বাবে আছে, ঐ আতা (রহ.)-এর মন্তব্যটুকু যদি পূর্ণভাবে উল্লেখ করতেন, তবে তো লেখক সাহেবের জারিজুরি পুরোটা ফাঁস হয়ে যেত। এখানে কিন্তু তিনি কারচুপির আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা সহীহুল বুখারীতে ইমামের জোরে আমীন বলা অধ্যায়ে আতার ঐ উক্তি নিম্নোক্ত ভাষ্যে উদ্ধৃত হয়েছে যে, "আতা বলেছেন, আমীন দু'আ। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের [আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযি.)-এর দৌহিত্র যিনি মাক্কা মাদীনায় শাসনকর্তা ছিলেন] নামাযে ইমাম থাকা অবস্থায় আমীন বললেন; তাঁর পিছনে যারা মুক্তাদী ছিলেন তারাও আমীন বললেন। ঐ আমীন বলার আওয়াজে মাসজিদে প্রতিধ্বনিত হলো।"

আমরা পাঠকবর্গের সামনে সহীহুল বুখারীর আমীন বলার অধ্যায়ে ইংরেজী অনুবাদ পেশ করছি যা মাদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহসীন খান তা অনুবাদ করেছেন এবং ফরাসী পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলী 'কুরআন বাইবেল ও বিজ্ঞান' বইয়ে ঐ অনুবাদকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন? তা নিম্নরূপ ঃ

Saying of "Amin" aloud by the Imam : Ata said : Amin is an invocation. Ibn Az-zubair and the persons behind him said "Amin" loudly till the mosque echoed.

প্রকাশ তাকে যে, তাবিঈ আতার মন্তব্য ইমাম ও মুক্তাদীর আমীন বলার কারণে যে আওয়াজ হতো অনুবাদক তাকে echoed বলে উল্লেখ করেছেন। echoed শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রতিধ্বনিত'।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আতা (রহ.)-এর ঐ মন্তব্যের বিশ্লেষণ সহীহুল বুখারীর ভাষ্য ফাতহুল বারীতে উল্লেখ হয়েছে যে, আতার মন্তব্য ঃ

ইমাম ও মুক্তাদীর আমীন বলায় মাসজিদে আমীনের আওয়াজের যে প্রতিধ্বনি হতো তাকে বুখারীতে 'লাজ্জাতুনা' উল্লেখ হয়েছে, যার অর্থ

https://www.facebook.com/178945132263517

আসসাউতুল মুবতাফাউ অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ। বায়হাকীতে বর্ণিত লারাজ্জাতান বিভিন্ন আওয়াজের সমন্বয়ে কম্পন ও গুঞ্জন। সুনানুল কাবীর বায়হাকী (মৃত্যু ৪৫৮ হিঃ)-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৯ পৃষ্ঠায় উক্ত আতা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ

আমি এই মাসজিদুল হারামে দু'শো জন সাহাবী পেয়েছি, তাঁরা এমন জোরে 'আমীন' বলতেন যে, মাসজিদে তাদের 'আমীন' প্রতি ধ্বনিত হতো। অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ এই মাসজিদের ইমামগণ যেমন- ইবনে যুবায়ের, তারপরের ইমাম এবং তাঁদের পিছনের মুক্তাদীগণকে 'আমীন' বলতে শুনতাম, যা তাদের আমীনের শব্দ বেজে উঠতো।

কামালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল হুমাম (জন্ম ৭৯০ হিঃ, মৃত্যু ৮৬১ হিজরী) হিদায়ার টীকা ফাতহুল কাদীরে মন্তব্য করেছেন ঃ

যদি আমার এ বিষয়ে মীমাংসা করার অধিকার থাকত, তবে আমি জোরে ও আস্তে বলার মধ্যে এই বলে সামঞ্জস্য দিতাম যে, আস্তে বা নরম আওয়াজে বলার অর্থ স্পষ্ট লম্বা টানা শব্দে বললেন। এর প্রমাণ ইবনে মাজায় বর্ণিত হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যা-ল্লীন (নামাযে) তিলাওয়াত করতেন তখন এমন উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন যে, প্রথম কাতারের মুসাল্লীগণ শুনতেন এবং (তাদেরও একই সাথে বলার কারণে) মাসজিদে, গুঞ্জন শব্দ হতো।

ফাতহুল কাদীর, আত্তালীকুল মুমাজ্জিদ কিতাবে বলেছেন ঃ

ইনসাফ কথা এই যে, জোরে আমীন বলা দলীলের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী, মজবুত। এ কথার প্রতি মুহাম্মাদ ইবনে আমীর (৮২৫-৮৭৯ হিঃ) মুনিয়াতুল মুসাল্লীর শরাহ হিল মুহাল্লীর মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে তাঁর অনেক মন্তব্য তিনি উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

আমাদের মাশায়েখেরা মাযহাব রক্ষার জন্য যে সমস্ত কথার অবতারণা করে থাকেন তা চিন্তাশীলদের জন্য এমন কাজ দেয় না যা

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

দ্বারা কোমরের ঢিলা কাপড় আটকানো যায়। অতএব আমাদের শাইখ ইবনে হুমাম যা বলেছেন এটাই মানা ছাড়া ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাদের পীর মাশায়িখের ভক্ত ও অনুরক্ত। এই পীর গ্রুপটা জেনে শুনে সচেতনভাবে অনেক ক্ষেত্রে সত্যকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখেছে যে, তাদের ভক্তরা মনে করে তাদের বক্তব্যগুলি আঁকড়ে ধরে থাকাই হলো মোক্ষম লাভের একমাত্র পথ। ফলে হক দীনের জ্যোতি নানাবিধ গলৎ ও বিদ'আতের অন্ধকার মেঘে ঢাকা পড়েই যায় না, বরং ন্যায়নীতির প্রচারকগণ যখনই হক কথা প্রচার করতে চায় এবং গলৎপন্থীদের গলৎগুলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন তাদের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়া হয়েছে বলে তারা ন্যায়পন্থীদের শত্রুতা করার যে কোন পন্থা গ্রহণে এতটুকু ইতস্তত করে না।

আর কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে যারা কোন্‌টা সঠিক, কোন্‌টা বেঠিক সেটা জানতেও চায় না। তারা যেটা শুনেছে বা জেনেছে ঐ জানাটা সঠিক কিনা তা যাচাই করার সামান্য কষ্টটুকুও স্বীকার করতে চায় না।

এভাবে প্রত্যেক যুগে সত্যের আলো অসত্যের মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু সময় সময় ঐ সত্যের জ্যোতি মেঘের আড়াল হতে বেরিয়ে এসে বিশ্ব চরাচরকে আলোকিত করে তোলে। তখনই সত্যান্বেষীগণ ঐ সুযোগে প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভে ধন্য হন। যেমন হয়েছিলেন– আল্লামা শহীদ ইসমাঈল (রহ.)-এর যুগ।

মুজাদ্দিদে উম্মাত শহীদে মিল্লাত ইসমাঈল (রহ.) 'তাকভিয়াতুল ঈমান' কিতাবে ভারতের বুকে প্রচলিত শির্‌কের প্রতিবাদ করে তাওহীদের আওয়াজকে ঘরে ঘরে পৌঁছালেন। অনুরূপভাবে 'তানভীরুল আইনাইন' কিতাব লিখে এবং নিজে সিরাতাল্লাযীনা আন্ আমতা আলাইহিম সামনে রেখে চলা আরম্ভ করলেন।

সাহাবী (রাযি.)-গণের যুগে মাসজিদুল হারামে যেমন নামাযে সূরা ফাতিহার পর আমীনের শব্দে গুঞ্জন হতো, অনুরূপ দিল্লীর জামে মাসজিদে ইসমাঈলের জবানে আমীনের শব্দ জেগে উঠলো। রুকূ যাওয়া ও উঠাকালে

https://www.facebook.com/178945132263517

'রাফউল ইয়াদাঈন' করতঃ সহীহুল বুখারীর হাদীস মোতাবিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নামাযের প্রকৃত আদর্শ ফুটে উঠলো। এতে করে তাঁর বিরুদ্ধে হৈ চৈ শুরু হলে শাহ আবদুল আজীজ (রহ.) তা হাদীসে আছে বলে পরিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্রণ করলেন। ইসলামী জিহাদে যারা শহীদের সঙ্গ নেন তারাও সর্বত্র ঐ 'আমল করতে থাকেন। আফগানের মোল্লা ও তাদের অনুসারী মূর্খ মুকাল্লিদরা সৈয়দ আহমাদের নিকট এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি শাহ আবদুল আজীজের চেয়ে আরও নরম সুরে পরিস্থিতি শান্ত করতে চাইলেন যে, আমার বাপ দাদারা সবাই হানাফী মাযহাবেই ছিলেন। এভাবেই ভারতের বুকে সহীহ হাদীসের প্রচার বাধা হয়ে থাকে যেমন হয়েছিল শাইখ নিযামুদ্দীন (রহ.)-এর যুগে।

লেখক সাহেব জোরে আমীন বলার আলোচনায় ঐ পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়া সকলের কাজ নয়। এক মন 'ইল্‌মের জন্য দশ মন বুদ্ধির দরকার। হ্যাঁ, তার এ কথা ঠিক যে, হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়া সকলের কাজ নয়, উলামায়ে আহলে হাদীসের এটা একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কেননা 'সাহিবুল বাইত আদরা বিমা ফীহি"। আহলে হাদীসগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মহব্বতে হাদীসের 'ইল্‌ম বুঝার উদ্দেশে দীর্ঘ ৬/৭ বছর যাবৎ সিহাহ সিত্তার কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে থাকেন।

আর হানাফীগণের মাদ্‌রাসা দেওবন্দ, সাহারানপুরে প্রথম হাদীস পড়ানোই হতো না। শেষে লোক দেখানো নামকাওয়াস্তে পড়ানো হয়। হাদীসের প্রতি 'আমল করার বা বুঝার উদ্দেশে হাদীস অধ্যয়ন করানো হয় না, বরং তারা এ জন্য হাদীস পড়ান যে, যে সমস্ত হাদীস তাদের মাযহাবের বিপরীত সেগুলোর উত্তর শিখে নেবার জন্য। আর তাই দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'কাসিমুল উলূম' পত্রিকায় এ কথা স্বীকার করেছে।

হানাফীগণ তাদের মাদ্‌রাসায় পূর্ণ সিহাহ সিত্তার কিতাব এবং মুয়াত্তা মালিক ও তাহাবীর কিতাব এক বছরেই পড়িয়ে দেন। কেবল তাদের মাযহাবের বিপরীত হাদীসগুলোর উত্তর লিখিয়ে ও শিখিয়ে দেয়া হয়। ঐ সাথে গুরুমন্ত্র দেয়ার ন্যায় আর একটি কথা শিখিয়ে দেয়া হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

"যে সব সহীহ হাদীস অকাট্য প্রমাণে মাযহাবের বিপরীত এমনভাবে সাব্যস্ত হয় যে, তা কোন ভাবে খণ্ডনের কোন যুক্তিই পাওয়া যাবে না তখন বলা হবে যে, তা আগে ছিল এখন মানসুখ হয়ে গেছে।" অর্থাৎ এখন আর তার প্রতি 'আমাল করা চলবে না। সেই জন্যই আমাদের মাযহাবের নেতারা তার প্রতি 'আমাল করেননি।

এভাবে মাযহাবের বিপরীত সহীহ হাদীসগুলোর 'আমাল না করার দোষ এড়ানো যাবে। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ উবাইদুল্লাহ ইবনে হুসায়ন আলকারখী (২৬৪-৩৪০ হিঃ) যিনি ফরূঈ ব্যাপারে হানাফী, আকীদাগতভাবে মু'তাযিলী ছিলেন, হাদীসে রাসূল ﷺ রদ করার নীতি ঐ নিয়মে তা'লীম দিয়ে গেছেন, আর হানাফীগণ ঐ নীতিরই প্রবক্তা। লেখকের 'মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু' নামক বইয়ে এ বিষয়ে ব্যাপক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর যখন তারা জীবনের কর্মক্ষেত্রে আসে তখন কেউ কওমী মাদরাসায়, কেউ বেসরকারী মাদরাসায় নিযুক্ত হয়। তবে কওমী মাদরাসাগুলোতে আরবী সাহিত্যের ব্যাকরণ বইগুলো পড়ানো শ্রমসাধ্য হওয়ায় সরকারী মাদরাসায় পরীক্ষা দিয়ে প্রকৃত পাশ করুক বা নোট লিখে জাল করে পাশ করুক– একটি সনদপত্র যোগাড় করে নেয়। তারপর সরকারী মাদরাসাতে ঢুকে পড়ে। আর যারা অতটুকু না পারে তারা কেউ কোন নামকরা পীরের খিদমাতে হাজির হয়ে-পীরের প্রশংসা বা কারামতি প্রচারে বা পীরের খলীফা হবার সুযোগটা কোন রকমে হাতিয়ে নেয়। এতে সম্মান, মর্যাদা, আয়-রোজগার ও খাওয়া-পরা ভালই হয়। আর যারা অতটুকু চালাকীর দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে না পারে, তারা কোন মাসজিদে ইমামতি, মোল্লাগিরি, পানি পড়া ও ঝাড়ফুঁকের ব্যবসা ধরে। আর ঐ সুযোগ হতে বঞ্চিত হলে কিছু মুখরোচক গালগল্প কথা রপ্ত করে সুরকারের ভঙ্গিমার দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে গ্রামে গঞ্জে, পাড়ায় পাড়ায়, ওয়াজ নসীহাতের তেজারতি শুরু করে। আর মিলাদের ফযীলাত, মৃতের বাড়ীতে ফাতিহাখানি, কুলখানি ও কলমাখানির কথাগুলো ও তার মর্তবা সুকৌশলে বয়ান করে রোজগারের সড়ক নির্মাণ করে নেয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

আর এভাবেই তারা মূর্খ সমাজের মধ্যে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়। আবার কেউ কেউ আহলুল হাদীস জামা'আতকে গ্রাম-গঞ্জে গালাগালি দেয়া এবং তাদের আকীদা ও 'আমলকে বাতিল বলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নেতা হওয়ার অপপ্রয়াস চালায়। আর যতই তারা আহলুল হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করে ততই আহলুল হাদীসের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়। এটাই হলো সত্যের জয়, অসত্যের ক্ষয়, অথচ তবুও এদের এতটুকু বোধদয় হয় না।

সরকারী মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি চিত্র

আজ এ কথা খুব ভালভাবে জানা যে, সরকারী মাদরাসাগুলোতে পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত কিতাবগুলোতে জনগণকে দেখানোর জন্য সামনে রাখা হলেও প্রকৃত শিক্ষা দেয়া হয় আর প্রত্যেক কিতাবের আংশিক ও শিক্ষকদের তৈরী শুধু নোটগুলো মাত্র। আর যা শুধুমাত্র হাদীস, তাফসীর পড়ানোর দায়-দায়িত্ব ঐ সব নোটের মাধ্যমেই সারা হয়। হাদীসের কিতাব ছাত্রদের চোখে দেখা ছাড়া এর অভ্যন্তরে কি আছে তা জানার ও বোঝার সৌভাগ্য তাদের তেমন হয় না। আর শিক্ষক সাহেবদের মধ্যে যারা মাযহাবী নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী একান্তভাবে তারা তাদের উপর মহলের লিখিত তর্ক-বিতর্কমূলক ভাষ্যগুলির প্রতি চোখ বুলিয়ে কেবল ভাব-গম্ভীরভাবে আলিমের শান জাহির করে থাকে। আর কিছু সংখ্যক শিক্ষক বিতর্কিত মাযহাবী মাসআলাগুলো, অন্ধভাবে অন্যের লিখিত বইয়ের বক্তব্য হতে চয়ন করতঃ প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে মাযহাবী নেতৃত্বের সিঁড়ি রচনা করে, আর তাদের প্রচারকৃত কথাগুলোর মূল অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা তা তিক্ত হলেও সত্য ও বাস্তব হবার কারণে আমরা মুসলিম উম্মাহকে এ বিষয়ে সজাগ ও সচেতন করার জন্য উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। "ওহাবী বিদ্রোহীদের কাহিনী প্রতিপক্ষের জীবনী" নামক যে বই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবন্ধরূপে মাসিক 'তরজুমানুল হাদীস' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তার ৮ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা বাংলা ১৩৬৫, ইংরেজী ১৯৫৮ সনে নবম কিস্তিতে যা প্রকাশিত হয়েছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাতে কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ হয়েছে যে, যে সমস্ত ছাত্র মাদরাসায় উত্তীর্ণ হয়ে আসে তাদের বিদ্যার দৌড় মাপার একটা সহজ উপায় হচ্ছে, সাত বৎসরকাল ধরে তারা যে আরবী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের পঠিত পুস্তকের অতিরিক্ত কোন একটি আরবী ভাষার ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব তাদের সামনে উপস্থিত করলে তারা তাতে দাঁত ফুটাতে পর্যন্ত পারে না। অথচ তারা ইসলাম, ধর্মশাস্ত্র ও আরবী ভাষার জ্ঞানী মহাজ্ঞান সম্পন্ন মৌলভী হয়েছে এই অহংকারে ফেটে পড়ার দশাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আরবী ব্যাকরণের সাথে কিছু সাহিত্য, ফিক্‌হ ও মান্তিক (লজিক) তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদেরকে সর্বজান্তা পণ্ডিত হিসেবে নিজেদের মনে করে।

তালিব 'ইল্‌মের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত চতুর ও পরিশ্রম বিমুখ তারা বগলে কিতাব ধারণ পূর্বক গ্রাম-গঞ্জে ভ্রমণ করে এবং সেই সঙ্গে দীনী 'ইল্‌ম শিক্ষার দোহাই দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা তাদের অনেকেরই নিত্য নৈমিত্তিক পেশায় পরিণত হয়। সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে এরূপ অহংকারী ভাব বিদ্যমান থাকে যে, তারা যখন দীনী 'ইল্‌ম শিক্ষায় লিপ্ত রয়েছে তখন তারা সকলের নিকটেই যেন শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান লাভের যোগ্য পাত্র। এর কারণ স্বরূপ উল্লেখ হয়েছে, সাধারণতঃ দেখা যায় দরিদ্র কৃষক সমাজের যুবকগণ মাদরাসায় পড়তে আসে। আর যে পরিবেশ থেকে তারা এসে থাকে তাকে উন্নত পরিবেশ বলে ধারণা করা যায় না। এই সব তালিব 'ইল্‌ম-এর অধিকাংশই অসহায় নিরুপায় দরিদ্রের সন্তান, বিধায় 'ইল্‌ম অর্জনের জন্য মাদরাসায় এসে পরের গলগ্রহ হতে বাধ্য হয়ে থাকে। আর ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা মুসলিমদের নিকট অত্যন্ত পুণ্যের কাজ, আর এজন্যে মাদরাসা শিক্ষার্থী দরিদ্র ছাত্রবৃন্দ বিশিষ্ট মুসলিমদের নিকট আহার ও বাসস্থান পেয়ে থাকে। তারা আরবী সারফ-নাহুয়ের সাথে সাহিত্যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রে সামান্য শিক্ষালাভ করতে পারলেই সন্তুষ্ট হয় এবং যথেষ্ট বলে মনে করে। ঐ সাথে এ কথারও উল্লেখ হয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকারের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী চালিত হয়ে উচ্চবংশ সম্ভুত এবং উচ্চ শিক্ষিত কাযীগণকে সরকারী চাকুরী হতে বঞ্চিত করে।

https://www.facebook.com/178945132263517

তদস্থলে সাধারণ মুসলিম বিবাহ, ফাতাওয়া, ফারায়েয ইত্যাদি নানাবিধ আবশ্যকীয় ব্যাপারে নিম্নশ্রেণীর অল্প শিক্ষিত মৌলভীদের নিয়োগ করা হয়। ফলে জনসাধারণ তাদের দ্বারস্থ হয়। এদের বিদ্যার দৌড় হিদায়া ও জামিউর্ রুমুয পর্যন্ত। আর তারই সাহায্যে তারা ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ ফাতাওয়া প্রচার করে সমাজে নানাবিধ উৎপাত সৃষ্টির হেতু হয়ে রয়েছে।

শাইখ নিজামুদ্দীন ওলী (রহ.)-এর যুগে এক ঘটনা ঘটে তাঁর বদৌলতে ভারতে হাদীসে রাসূল ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধা করার যুগ আরম্ভ হয়। তিনি নিজে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং সহীহ হাদীস মোতাবিক আমল করার জন্য সাগরেদ ও ভক্তগণকে উৎসাহ দিতেন। তাঁর সাগরেদদের মধ্যে শাইখ আলাউদ্দীন আল-আওদী (মৃত্যু ৭৬২ হিঃ) এবং শাইখ জিয়াউদ্দীন সুন্নামী প্রকাশ্যভাবে হাদীসের প্রতি 'আমাল শুরু করেন, যার কারণে তাদেরকে শাফিঈ বলে প্রকাশ করা হতো। (আয়েনায়ে হাকীকাত নোমা ৪৩৫-৪৩৬ পৃঃ)

হানাফী মহল এর কারণে শাইখ নিজামুদ্দীন ওলী (রহ.)-এর প্রতি তলে তলে বড় অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁকে বিশেষ এক মাসআলা নিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (মুহাম্মাদ তুঘলকের পিতা) এর দরবারে পর্যন্ত তলব করানো হয়।

দিল্লীর রাজ দরবারে প্রকাশ্যভাবে হাদীস বর্ণনার বিরোধিতা

শাইখ নিজামুদ্দীনের প্রতিপক্ষ নিযুক্ত হয় হানাফী কাযী আলাউদ্দীন আল-উলুলজী ও কাযী রুকুনুদ্দীন। সেখানে সর্বমোট ৫৩ জন ফকীহ গ্রুপের জমায়েত হয়। শাইখ নিজামুদ্দীন তাঁর সমর্থনে হাদীসে মুস্তফা ﷺ পেশ করলেন। তখন হানাফী কাযী রুকুনুদ্দীন বললেন, "তোরা বা হাদীসে চেকার? তুমারদের মুকাল্লিদী, রিওয়ায়াতে আয আবূ হানীফা বেয়ার। তা বামা'রাযে কাবুল উযতাদ।"

তোমার হাদীসে রাসূল পেশ করা কি প্রয়োজন? তুমি মুকাল্লিদ ব্যক্তি। আবূ হানীফার কোন উক্তি পেশ কর তাহলে তা গ্রহণযোগ্য

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

হবে। শাইখ বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তোমার রাসূলের হাদীস উদ্ধৃত করছি, আর তুমি আমার নিকট আবূ হানীফার রিওয়ায়াত তলব করছ। (তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত ৩য় খণ্ড ও আয়েনায়ে হাকীকাত)

'নুযহাতুল খাওয়াতির' কিতাবের ২য় খণ্ডের ১২২-২৩ পৃষ্ঠায় ঐ ঘটনার কথা আরবী ভাষায় উল্লেখ হয়েছে। তখন শাইখ কাযীকে বললেন, তুমি বোধ হয় তোমার কাযীর পদের ক্ষমতার ভাষায় কথা বলছো, তুমি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। বর্ণনা রয়েছে যে, কাযী ঐ পদ হতে মাত্র বারদিন পর অপসারিত হয়। এই ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

সাইয়েদ আবুল হাসান নাদভী সাহেব "তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত" কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৮৯-৯৩ পৃষ্ঠায়, 'সিয়ারুল আওলিয়া' কিতাবের ৫২৭-৩২ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত চয়ন উল্লেখ করছেন, যার সংক্ষেপ হলো ঐ তর্ক মজলিশ সকাল হতে যোহর পর্যন্ত চলতে থাকে।

সুলতান ফকীহদের কথায় কর্ণপাত না করে হাদীসে রাসূল ﷺ-এর নাম শুনে চুপ হয়ে যান। তারপর শাইখকে সম্মানে বিদায় দেন। শাইখ রাজ দরবার হতে ফিরে এসে যোহরের নামায বাদ কতিপয় আলিম ও ভক্তদের বললেন ঃ

দিল্লীর ফকীহগণের হৃদয় হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তারা বলে এটা হানাফীদের মুলুক। সুতরাং এখানে হানাফী ফিকাহর হুকুম চলবে। তারা নাবী মোস্তফা ﷺ-এর সহীহ হাদীস ধৈর্য সহকারে শুনতে বা তা বরদাশত করতে চায় না এবং বলে, এ দেশে ফিক্‌হের 'আমাল চলবে। **এ ধরনের কথা ঐ লোকগুলিই বলতে পারে, যাদের নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর হাদীসের প্রতি আদৌ ই'তিকাদ ও ঈমান নেই।** আমি যখন কোন সহীহ হাদীস পড়ছি তখন তারা অসন্তুষ্ট হচ্ছে আর বলছে, এ হাদীস ইমাম শাফিঈর প্রমাণ আর শাফিঈ হচ্ছে আমাদের মাযহাবের আলিমদের দুশমন। আমরা এ কথা শুনতে রাজী নই। এরা শাসক গোষ্ঠীর সামনে সাহসিকতার সাথে এ কথা ব্যবহার করে এবং সহীহ হাদীসের প্রতি 'আমল করা হতে এরা বাধা দেয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

যে দেশে হাদীসের প্রতি এরূপ আচরণ করা হয় আর তাহলে শাসকমণ্ডলী ও আলিম সম্প্রদায় যদি এই কথার উপর থেকে যায় তাহলে তাদের এই বদ আকীদার জন্য আসমান হতে বিভিন্ন বালা মুসীবাত ও অভাব অনটন এসে তাদের উপর আপতিত হবে। আর ঐ ঘটনার মাত্র ছয় বছর পর দিল্লী শহর বরবাদ হয়ে যায়। (নুযহাতুল খাওয়াতির ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

মোগলদের যুগে ভারতে ইসলামের অবস্থা

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) ভারতে হানাফী মাযহাবের নামে যে বে-ইনসাফী চলছিল তা মর্মে মর্মে অনুভব করেন এবং এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করা কত বড় মারাত্মক ঝুঁকি তার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করে তিনি প্রকাশ্যভাবে হানাফী মাযহাব মোতাবিক 'আমাল করতেন। তাঁর সম্পর্কে দু'টি তথ্য মাওঃ মুহাম্মাদ হানীফ গাঙ্গোহী (রহ.) ফাজিল দেওবন্দী 'যাফারুল মুহাস্‌সিলীন বে-আহওয়ালি মুওয়াললিফীন' কিতাবের ২২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হুজ্জাতুল্লাহ বালিগাহ কিতাব তাঁর লিখিত হওয়ার সাথে সাথে তার প্রচার এত দ্রুত হয়ে পড়ে যে, ভারতের বিভিন্ন এলাকার তার বহু কপি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখন মোগলদের যুগ। আওরঙ্গজেব-এর বংশধর মোগল শাহের নিকট ঐ কিতাব পৌঁছায়, তিনি তার বিষয়বস্তু অবগত হয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর ফাঁসীর হুকুম জারী করেন এবং কারণ দর্শানো হয় যে, শাহ সাহেব উক্ত কিতাবে হানাফী মাযহাবের বিপরীত শাফিঈ মাযহাবকে অগ্রণী দিয়েছেন, তাদের দলীলকে মজবুত বলেছেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে ঐ ফাঁসীর হুকুম প্রত্যাহার করা হয়। উজীর সাহেব বলেন যে, তিনি মুজতাহিদ, আর মুজতাহিদের জন্য মাযহাবের খিলাফ কুরআন হাদীস মোতাবিক কথা বলার হক আছে। দ্বিতীয় তথ্য, শাহ সাহেব এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি যখন তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ পীর, মুহাম্মাদ ইবনে শাইখ ফাত্‌হকে বুখারী খতম করে সনদ দেন। ঐ সনদে তাঁর নাম স্বাক্ষর করেন নিম্নের ভাষায় ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

"আল ওমারী সাবান, আদ্‌দেহলভী ওয়াত্বানান, আল্ আশআরীউ আকীদাতান, আস্ সুফীও তরীকাতান, আল হানাফীও আমালান, ওয়াশ্ শাফিঈও তাদরীসান"

২৩শে শাওয়াল, ১১৫৯ হিজরী। ঐ সনদের উপর শাহ আলমের মোহরাঙ্কিত ছিল। পাটনার বিখ্যাত লাইব্রেরী খোদাবখ্‌স-তে তা সংরক্ষিত। (যাফারুল মুহাস্‌সিলীন ১ম খণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)

ভারতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানাবিধ শির্‌ক ও বিদ'আতের ব্যাপক প্রসার ও প্রচলন ছিল। শাসক হিসেবে এরা তাওহীদের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি আদৌ অবগত ছিল না। আলিম ও ফকীহগণ হানাফী মাযহাবধারী হিসেবে ইসলামের আইন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। এদের উপাধি ছিল শাইখুল ইসলাম, সাদরুল ইসলাম, মাখদুমুল মালিক। শাসকরা বিভিন্ন আস্তানায় ও কবরে নযর নিয়াজ, টাকা পয়সা দিত। আকবর তো আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর দীন বাতিল করার জন্য নানাবিধ কৌশল করতে দ্বিধা করেনি। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর তার দরবারে আইন করে রেখেছিল খৃষ্টানী মুশরিকদের রীতি নীতিতে তাকে সিজদা করা।

মুজাদ্দিদে আলফিসানী (রহ.) তার ঘোর বিরোধিতা করলে তাঁকে জেলে যেতে হয়। জাহাঙ্গীর নন্দন শাহজাহান তার অনুচর আফজাল খাঁন এবং এ যুগের মুফতী আবদুর রহমানকে দিয়ে কতিপয় ফিক্‌হের (হানাফীয়া) কিতাবে সুলতানকে তাযিমী সিজদা জায়িয বলা হয়েছে। সুতরাং আপনি মাযহাবের মাসআলা হিসেবে 'আমল করলে আপনার উপর দোষ বর্তাবে না। অন্যান্য যত অসুবিধা সব দূর করা হবে, তিনি তাতে রাজী হননি। (নুযহাতুল খাওয়াতির ৫ম খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)

অতএব ভারতীয় শাসক গোষ্ঠী ও হানাফী মাযহাবের আলিমগণ দীনে ইসলাম তথা তাওহীদকে কিরূপে ধ্বংস করেছিল তা ঐ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মির্জা হায়বাত দেহলভী (রহ.) 'হায়াতে তাইয়েবা' শহীদ ইসমাঈল (রহ.)-এর জীবনী কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, ভারতে হানাফী মাযহাবের শাসকরা মুসলিম হিসেবে ইসলামের উন্নতির স্থলে বুৎপরস্তির নীতি এমনভাবে মিশ্রণ করে যে, দুধ আর পানি পৃথক করা

https://www.facebook.com/178945132263517

অসম্ভব হয়ে পড়ে। আওরঙ্গজেবের আমলে তার হেরেমে ইসলামী রসম রিওয়াজের যে আশা করা যেতো, তা না হয়ে জেবুন্নেসা হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি বৃদ্ধি করে! হিন্দু সমাজে গতানুগতিক মৃতের নামে প্রতি বৎসর যে সব করণীয় প্রথা ও রীতি-নীতি চালু ছিল, মুসলিমদের মৃতের নামে ঐ সব রীতিনীতি, ফাতিহা পাঠ ও কুলখানি নামে তা সর্বত্র চালু হয়ে যায়। হিন্দুয়ানী দেওয়ালী উৎসব যা শবে বরাতের রাতে হালুয়া পুরীতে রূপায়িত হয়ে যায়। হানাফী মাযহাবের নামে হিন্দুয়ানী নীতির খিচুড়ী এমনিভাবে মিশে যায় যে, তা আর পৃথক করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

পূর্ব হতেই এ দেশে ইসলামী শান শওকত দুর্বল, তার উপর হানাফী মাযহাবের কারণে তার অবশিষ্ট যা ছিল তাও উধাও হয়ে যায়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহের আমলে শীয়া রীতি-নীতি চালু করার ফলে আওরঙ্গজেবের ৫১ বছর ধরে শাসনামলে এ দেশে হানাফী মাযহাব প্রচার ও পরিচালনা করার ফসল শীয়া নীতিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে শীয়া আলিমগণ সুন্নী লিবাসে কেউ মাক্কী, কেউ মাদানী, কেউ বোগদাদী নামে অভিহিত হয়ে নিত্য নতুন মিথ্যা কথা শরীয়াতের নামে চালু করে দেয়। শাহ আলমের পরে মুহাম্মাদ শাহ রঙ্গীলার আমলে মাযহাবী ব্যাপারটা এক অন্ধকারে ডুবে যায়। **এ সময় শরীয়াতে মুহাম্মাদীয়ার নামে উপহাস চলতো। হাদীসের নামে তামাসা হতো।** 'আমাল বিল হাদীস অর্থাৎ আহলুল হাদীসগণ সব সময় পেরেশান থাকতেন। আর সুফী, ফকীর, দরবেশ গ্রুপের ঝাড়ফুঁক তাবিজ মাদুলীর বাজার ব্যাপকভাবে চালু হয়।

উস্‌তাযুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) ইসলামী দর্শন শাস্ত্রে লিখিত তাঁর অদ্বিতীয় কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগা'র মধ্যে নামাযের মধ্যে নিয়ম বর্ণনা অধ্যায়ে বলেছেন ঃ "যারা নামাযে রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হতে উঠাকালের 'রাফউল ইয়াদাঈন' করে থাকে তারা আমার নিকট প্রিয়, যারা না করে তাদের হতে। কেননা 'রাফউল ইয়াদাঈন' করার হাদীসগুলো না করার হাদীস অপেক্ষা যেমন সংখ্যায় অধিক তেমনি সনদের দিক দিয়ে অধিক সুসাব্যস্ত- মজবুত।"

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

আর তাঁর দৌহিত্র শহীদে মিল্লাত মুজাদ্দেদে উম্মাত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) 'রাফউল ইয়াদাঈন' করা ও না করা সম্পর্কিত হাদীসগুলো একত্রিত করার পর বলেছেন যে, নামাযে দাঁড়ানো কালে এবং রুকূতে যাওয়া ও রুকূ থেকে উঠাকালে এবং দ্বিতীয় রাক'আত হতে উঠাকালে এই চার স্থানে 'রাফউল ইয়াদাঈন' করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হিসেবে এমনিভাবে সাব্যস্ত যে, এর প্রতি 'আমাল করা সৌভাগ্যের প্রতীক।

قال مجد الملة شهيد الامة الشهيد اسمعيل فى قرة العينين فى اثبات رفع اليدين : رفع اليدين فى اربع مواضع عند القيام فى الصلاة وعند الركوع والرفع منه وبعد قيام من الركعتين ثابت عن رسول الله ﷺ بحيث العمل بها من امارة السعادة وتركه يوجب الإساءة.

পূর্বোক্ত 'সাইফুল মাযাহিব' বইয়ে এ বিষয়ে আলোচনা শেষে ১৪ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করা হয়েছে ঃ আহলে হাদীস গাইর মুকাল্লিদ সমর্থিত রাফউল ইয়াদাঈন করা কাওলী বা ফে'লী কোনটাই সুন্নাত নয়, কেউ এর খণ্ডন করতে চাইলে করুক, তারপর কিছু বলা যাবে, এই মন্তব্য কতটুকু সত্যের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ, তা উস্‌তাযুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর বক্তব্যে ফুঠে উঠেছে। আবার ঐ বইয়ের মন্তব্য যে, তা কেবল গাইর মুকাল্লিদ আহলে হাদীস ছাড়া আর কেউ করে না, এটা কোন্ ধরনের বিদ্যাবত্তা ও 'ইল্‌ম ভিত্তিক কথা তা বিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীদের প্রতি বিচার দেয়া রইল।

মুসলিম বিশ্বে অন্য তিন মাযহাবের ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-গণ ও তাঁদের অনুসারীগণ; আরব, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের যেখানে সেখানে ঐ তিন মাযহাবের অনুসারীগণ আছেন তারা সকলেই নামাযের মধ্যে রুকূতে যাওয়া ও উঠাকালে 'রাফউল ইয়াদাঈন' করেন এবং জোরে কিরাআত করা নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে জোরে 'আ-মীন' বলেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

এমনকি মুসলিম বিশ্বে বহুল পরিচিত শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.), ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ৩২১ বছর পরে জন্ম। তিনিও তাঁর কিতাবে যেহরী নামাযে জোরে 'আমীন' বলা ও রুকূ যাওয়া ও উঠাকালে 'রাফউল ইয়াদাঈন' করা প্রত্যেক মুসাল্লীকে নামাযের যে সব নিয়ম কানুন মেনে চলা দরকার সেগুলোর মধ্যে ঐ সমস্ত কথা উল্লেখ করেছেন। তবুও নাকি গাইর মুকাল্লিদরা নামাযে 'রাফউল ইয়াদাঈন' করে সহীহ হাদীসের বিপরীত কাজ করে থাকে।

আমরা ঐ সমস্ত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত দলীল প্রমাণের আলোচনা করার পূর্বে লেখক সাহেবের উক্ত বইয়ের ৫৬ পৃষ্ঠার মন্তব্যটি উল্লেখ করে পাঠকবর্গের সামনে লেখককে তার স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ইনসাফের ভিত্তিতে গৃহীত ন্যায় নীতি সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছি। লেখক সাহেব প্রকাশ করেছেন যে, পরবর্তী খণ্ডগুলোর শেষে ধারাবাহিক প্রকাশনা পরিকল্পনাভুক্ত একটি প্রতিবেদন। তিনি ঐ প্রতিবেদনে বলেছেন, গোটা এশিয়া মহাদেশের বিংশ শতাব্দীর মুহাদ্দিস শিরোমণি, অতুলনীয় স্মৃতি শক্তির আধার ইসলামের দার্শনিক, চিন্তাবিদ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) শাইখুল হাদীস দারুল উল্‌ম দেওবন্দ সাহেব।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) এবং 'রাফউল ইয়াদাঈন' সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস

লেখক সাহেবের মন্তব্য উল্লিখিত বিংশ শতাব্দীর মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর রাফউল ইয়াদাঈন সম্পর্কিত মাসআলা সম্পর্কে মন্তব্য পাঠকবর্গের সামনেও মুহতারাম মুহতামীম সাহেবের মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক এবং এ দেশের সমস্ত হানাফী ভাই-বোনদের খিদমাতে তুলে ধরছি ইনশাআল্লাহ।

মরহুম আল্লামা কাশ্মিরী (রহ.) সহীহুল বুখারীর ভাষ্য সম্পর্কে আংশিক আলোচনামূলক যে কিতাব লিখেছেন তার নাম "ফায়যুল বারী" এবং টীকা "আল-বদরুসসারী" সহ চার খণ্ডে মুদ্রিত। আর ২য় খণ্ডে

https://www.facebook.com/178945132263517

সহীহুল বুখারীর রুকূ যাওয়াকালে ও রুকূ হতে উঠাকালে 'রাফউল ইয়াদাঈন' অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলো সামনে রেখে তিনি (রহ.) যে কথা বলেছেন, এর বাংলা অনুবাদ আমরা পেশ করছি। বিস্তৃত আলোচনায় তার আরবী উক্তিগুলো নিম্নরূপে ঃ

واعلم ان الاحاديث الصحاح فى الرفع تبلغ على خمسة عشر وان سلكنا مسلك الاغماض فانى ثلاثة وعشرين، ولنا حديث ابن مسعود (رضـ) مرفوعا ومرسلا اخر فى التخريج للز يلعى لمعنى، فقد ثبت الامران عندى ثبوتا لا مرد له.

"জেনে রেখো, রাফউল ইয়াদাঈন সম্পর্কীয় (নিখুঁত) সহীহ হাদীসগুলো সংখ্যা ১৫টি পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। আর যদি আমরা একটু নম্রতার নীতি অবলম্বন করি তবে সহীহ হাদীসগুলোর সংখ্যা ২৩ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর আমাদের হানাফী মাযহাবের 'রাফউল ইয়াদাঈন' না করার পক্ষে ইবনে মাসঊদ (রাযি.)-এর হাদীস মারফুরূপে বর্ণিত, আর অপর একটি মুরসালরূপে বর্ণিত যা যায়লাঈ'র তাখরীজ অর্থাৎ নাসবুর রায়-এর মধ্যে উল্লিখিত। সুতরাং আমার নিকট উভয় নীতি এমনভাবে সাব্যস্ত যার রদ করার কোন উপায় নেই।"

অতএব আমরা বলতে চাই, আমাদের মুহতারাম লেখক সাহেবের কথা "নামাযে আহলে হাদীস গাইর মুকাল্লিদগণের সমর্থিত রাফউল ইয়াদাঈন করা সহীহ হাদীসের বিপরীত"।

এই মন্তব্য কতটুকু সত্য ও ইনসাফ ভিত্তিক, আর উক্ত বইয়ের ১৩-১৪ পৃষ্ঠার মন্তব্য কতখানি অবান্তর ও অবাস্তব এটা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী মাযহাবের অতুলনীয় মুহাদ্দিস, হিদায়া, শরহে বিকায়া, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ-এর টীকা প্রণেতা এবং রিজাল শাস্ত্র ও বিভিন্ন মাসআলার বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক আল্লামা আবুল হাসনাত আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ.) মুয়াত্তা মুহাম্মাদ-এর ৭ নং টীকায় রাফউল ইয়াদাঈন

https://www.facebook.com/178945132263517

আলোচনায় উক্ত কিতাবের ৯১ পৃষ্ঠায় যা ১২৯৭ হিজরীতে মুদ্রিত, তিনি বলেছেন ঃ

والانصاف فى هذا المقام انه لا سبيل الى رد رواية الرفع برواية ابن مسعود وفعله واصحابه.

'এ স্থানে ইনসাফ কথা এই যে, রাফউল ইয়াদাঈনের বিভিন্ন রিওয়ায়াতগুলো ইবনে মাসঊদের রিওয়ায়াত ও তাঁর ফে'ল ও তাঁর সাগরেদের ফে'ল দ্বারা রদ করার কোন উপায় নেই।'

এখানে তিনি রাফউল ইয়াদাঈন সম্পর্কে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোকে বহু বচনে উল্লেখ করেছেন। যেমন কাশ্মিরী (রহ.)-এর বক্তব্যে প্রমাণিত সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১৫ হতে ২৩টি পর্যন্ত। আর না করা সম্পর্কে একমাত্র ইবনে মাসঊদ (রাযি.)-এর হাদীস মারফু ও মুরসালরূপে বর্ণিত বলে যথেষ্ট করেছেন। অনুরূপ লক্ষ্ণৌভী (রহ.) না করার পক্ষের হাদীস কেবল ইবনে মাসঊদের হাদীস ও তাঁর সাগরেদের 'আমল দ্বারা ঐ সমস্ত বহু হাদীসের মোকাবিলা করা সাবীল বা পথ নেই বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এ কথাও বলেছেন, রাফউল ইয়াদাঈন মানসুখ হওয়ার দাবীর কোন পথ নেই। তিনি আরও বলেছেন, রাফউল ইয়াদাঈন করা আর না করা উভয় তরীকায় চলে আসছে।

মা'আল কাওলে বেরুজহা-নে সুবুতীর রাফে আন রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রাফউল ইয়াদাঈন করার দলীল তারজীহ "অধিক অগ্রণী" স্বীকার করে নেয়া যুক্তিযুক্ত কথা। আমরাও তাই বলি, রাফউল ইয়াদাঈন না করা ইবনে মাসঊদ (রাযি.) ও তাঁর কতিপয় সাগরেদ ও সাগরেদের সাগরেদ যেমন ইব্রাহীম নাখঈ ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর উস্তাদ হাম্মাদ নাখঈ ও তাঁর কতিপয় সাগরেদ এবং মাযহাবের অনুসারীগণ ঐ অনুযায়ী 'আমল করে আসছে। কিন্তু এ কথার প্রতি আমরা ঈমান রাখি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে সাক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহর দরবার জিজ্ঞেস করা হবে যে,

https://www.facebook.com/178945132263517

নামাযে রুকূ যাওয়া ও রুকূ হতে উঠাকালে রাফউল ইয়াদাঈন করার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ হতে বহু হাদীস সহীহ সনদে এমনভাবে প্রমাণিত, যা না করার হাদীস ঐরূপ সহীহ সনদে প্রমাণিত নয়, আর আমরাও এ কথার প্রতি ঈমান রাখি যে, রাফউল ইয়াদাঈন করার হাদীসের একটি অক্ষরও মানসুখ নয়! এ সম্পর্কে আমরা মরহুম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর মন্তব্যগুলো তুলে ধরছি।

তিনি উক্ত ফায়যুল বারীতে 'রাফউল ইয়াদাঈন' সম্পর্কে হানাফীদের কোন কোন মহলের পক্ষ হতে তা মানসুখ বলে যে কথা প্রচারিত হয়েছে এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "এটা তারা শাইখ ইবনুল হুমাম হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর শাইখ ইবনুল হুমাম তাহাভীর অনুকরণে মানসুখ করার নীতি গ্রহণ করেছেন।"

আর তুমি জেনেছো যে, তাহাভীর মানসুখ দাবীটা খুব সাধারণ ব্যাপার। অন্যান্য কিতাবে উল্লেখিত নীতি অপেক্ষা তাহাভীর মানসুখ বলার নীতি আম স্বভাব। কেননা তাঁর মতে যেটা পছন্দনীয় কথা এবং তাঁর খেয়ালে সেটা মজবুত বলে ধারণা হয়েছে- ঐ কথাগুলো দ্বারা তাঁর অপছন্দনীয় সমস্ত কথাকে মানসুখ বলে মনে করে থাকেন। আর তা কেমন করে বলা সম্ভব যখন রাফউল ইয়াদাঈন জায়িয বলে এমন সমস্ত লোকের মন্তব্যে প্রমাণিত যারা হানাফী হবার দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর এবং সহীহ হাদীসসমূহ তার অনুকূলে সমর্থন দিচ্ছে? সে ক্ষেত্রে এটা মেনে নেয়া ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এর বিপরীত কোন কথা শোনা যাবে না। যার মন চায় সে শুনুক। এ সম্পর্কে তাঁর আরও মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

যে সমস্ত মাসআলা সাহাবার মধ্যে মুতওয়াতিরভাবে 'আমল ছিল, এটা অপছন্দনীয় বলা আমার পক্ষে বড় মারাত্মক কঠিন কথা। উক্ত 'ফায়যুল বারী'র টীকা 'আল বাদরুস সারী'তে মন্তব্যে উল্লেখ হয়েছে যে, জেনে রেখো! **নিশ্চয়ই রাফউল ইয়াদাঈন করার হাদীস সনদ এবং এবং 'আমলের দিক থেকে মুতওয়াতির অর্থাৎ যা অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তা কিছু অংশ বা একটি অক্ষরও মানসুখ নয়।** আর না করার

https://www.facebook.com/178945132263517

হাদীস 'আমলের দিক দিয়ে অর্থাৎ হানাফী মাযহাব নাসরার ব্যাপারে মুতাওয়াতির কিন্তু সনদের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির নয় অর্থাৎ সনদ ভিত্তিক ঐরূপ মজবুত নয়।

"ওয়া'লাম আন্নার রাফআ মুতাওয়াতীরু ইসনাদান ওয়া আমালান, ওয়ালাম ইয়ুন্‌সাখ মীনহা ওয়ালা হারফুর..... ওয়া আম্মাত তারকু ফালাম ইয়াকুন মুতাওয়া-তেরান ইসনাদান।" (ফায়যুল বারী ২য় খণ্ড ২৫৫-২৬১)

এ সম্পর্কে আমাদের নিকট হানাফী মাযহাবের মুহাক্কিক আলিম, ফকীহ মুহাদ্দিসগণের প্রচুর উক্তি মওজুদ আছে যা উল্লেখ করতে গেলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার কলেবর বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। যে সমস্ত আলিম মাযহাবের গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে হাদীসের আলোকে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী আল-মাদানী (রহ.) হাদীস ও ফিকাহর টীকা প্রণেতা বিশেষ করে বুখারী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ হাদীসগ্রন্থ। তিনি এই সমস্ত হাদীসের আলোচনায় যা লিখেছেন তাতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে,

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে সামনে রেখে যদি বলা হয় তবে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, রাফউল ইয়াদাঈন না করার নীতিই মানসুখ বলা অধিক উচিত হবে। হানাফী মাযহাবের ইনসাফপ্রিয় আলিম ভাইগণ জলসায়ে ইস্‌তিরাহাতের আলোচনায় তার বক্তব্য বুখারীর টীকা ও ইবনে মাজার টীকাগুলো গভীর মনোনিবেশ সহকারে এবং নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

অতএব মুহতারাম লেখক সাহেব যদি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর বক্তব্য সামনে রেখে এতদঅঞ্চলের সর্বসাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ঐ 'হক' কথা প্রচার করতেন তাহলে হিংসা, বিদ্বেষ ও দলাদলির মনোভাব লাঘব হয়ে মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব ভাব গড়ে উঠত এবং ইখতিলাফী মাসআলার মূল বিষয় অবগত হয়ে আপোষে একে অপরকে দোষারোপ করা হতে বিরত থেকে আপোষের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সহনশীলতা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হতো।

https://www.facebook.com/178945132263517

আসার-সাহাবীগণ (রাযি.) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতের হাকীকাত

এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিস মাযহাবের অনুকূলে হাদীস অন্বেষণকারী তা সহীহ কিংবা যঈফ হোক, কিংবা প্রমাণের অযোগ্য হোক, আবূ জাফর (রহ.) তাহাভী তিনি তার কিতাব শারহে মা-আ-নিল আসারের স্বীয় সনদে উমার (রাযি.) হতে প্রথম তাকবীরের পর আর হাত উঠাতেন না– এ মর্মে রিওয়ায়াত করার পর বলেছেন যে, উমার (রাযি.) প্রথম তাকবীর ছাড়া হাত উঠাননি। এ রিওয়ায়াতকে সামনে রেখে হানাফী ভাইয়েরা খুব শোরগোল ও হৈ চৈ করে। উমার (রাযি.)-এর উক্ত রিওয়ায়াত সম্পর্কে আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ.) "আত্-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ" কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠার ৯ নং টীকায় তাহাভীর মন্তব্য উল্লেখ করে ইমাম হাকিমের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এই রিওয়ায়াতটি শায। অর্থাৎ যা যা অধিক সহীহ সেখানে তার বিপরীত রিওয়ায়াত হতে তা প্রমাণিত যে, তিনি "রুকূ যাওয়া ও রুকূ হতে উঠাকালে 'রাফউল ইয়াদাঈন' করতেন" এ হাদীসের মোকাবিলা করা যাবে না।

"লা ইয়ূঅ' রাযু আল আখবারুস সাহীহাতু আন তাউস ইবনে কাইসা-না আন ইবনে উমারা আন্না উমারা কানা ইয়ার ফাউ ইয়াদাইহি ফির রুকূ এ ওয়া ইন্দার রাফএ মিনহু।"

আর আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে উমার (রাযি.) হতে সওয়ার ইবনে মুসআব, তিনি আতিইয়া আল খাওফি হতে বর্ণিত যে, আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে উমার (রাযি.) উভয়েই নামাযে তাকবীর তাহরীমা ব্যতীত হাত উঠাতেন না। উক্ত আতিইয়া হাদীস বর্ণনা সাইয়েউল হা-ল আর সাওয়ার আসওয়াই ও হা-লান অর্থাৎ উস্তাদ আতিইয়াহ হাদীস বর্ণনায় অযোগ্য। আর সাগরেদ তার চেয়েও বাজে পর্যায়ের।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন ঃ সে মুনকারুল হাদীস।

ইবনে মাঈন বলেন ঃ সে প্রমাণের অযোগ্য লোক। এর বিপরীত রিওয়ায়াত লায়স ইবনে সা'দ হতে তিনি আতা ইবনে আবী রাবাহ হতে তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমার, আবূ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সাঈদ খুদরী, ইবনে আব্বাস, আবূ হুরাইরাহ (রাযি.)-গণ যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন এবং যখন রুকূতে যেতেন ও রুকূ হতে উঠতেন তখন প্রতি সময়ে 'রাফউল ইয়াদাঈন' করতেন আর উক্ত আতা ইবনে আবী রাবাহ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আমি দেখিনি।

উল্লেখ্য যে, আতা ইবনে আবী রাবাহ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর উস্তাদও বটে। আর লায়স ইবনে সা'দ নির্ভরযোগ্যতায় ইমাম মালিক (রহ.)-এর সমপর্যায়।

উল্লেখিত পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় ইবনে যুবায়র হতে বর্ণিত যে, তিনি রাফউল ইয়াদাঈন সম্পর্কে বলেছেন ঃ এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম কিছুদিন মেনে চলার পর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, লক্ষ্ণৌভী সাহেব আইনীর প্রতিবাদে বলেছেন ঃ

"ফিহে নাযরুন ফা-ইন্নাহু লাম ইয়ুজাদ লাহু সানা'দু আসারি ইবনে আব্বাসিন ওয়াবনিয যুবাইরি ফী- কিতাবিন মিন কুতুবীল আহা-দীসিল মু'তাবারাতি, ফাকাইফা ইয়ু'তাবারুবিহী বিমুজাররাদি হুস্‌নিয্‌যান্নি বিন্‌না-কিলীনা মাআ সুবতি খিলা-ফিহী আনহুমা বিল আসানীদিল আদীদাতে।"

অর্থাৎ যে কথার সূত্রের (সনদে) কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের মধ্যে কোন একটি কিতাবেও, সে ক্ষেত্রে কিভাবে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কেবল বর্ণনাকারীর প্রতি সুধারণা রেখে? অথচ উভয় সাহাবা হতে বিভিন্ন সনদে এর বিপরীত কথা যেখানে সুসাব্যস্ত।*

---

* আইনী মাহমুদ ইবনে আহমাদ- ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনায় অন্ধভাবে অন্যের অনুকরণকারী ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে ইব্‌রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে দুকমাক (৭৫০-৮০৯ হিঃ)-এর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এমনকি যেখানে তিনি প্রকাশ্য ভুল করেছেন তিনিও সেখানে ঐ ভুল তথ্যই নকল করেছেন, আর ঐ ইবনে দুকমাক ইমাম শাফিঈর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করায় তাঁর নামে মিথ্যা কথা রচনাকারী ছিলেন– (তাবাকাতুস সানিয়া ১ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ)। এছাড়া আইনী নিজেও মাযহাবী বিদ্বেষে আক্রান্ত ছিলেন– (আল ফাওয়ায়িদুল বাহিইয়াহ ফী তারাজিমিল হানাফিইহা)।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

উক্ত পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় ১ম হতে ৪র্থ লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আশারায়ে মুবাশশারা (জীবিত অবস্থায় নাবী ﷺ-এর মুখে জান্নাতী হওয়ায় সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) সাহাবা নামায আরম্ভকালীন প্রথম তাকবীর ছাড়া (নামাযের কোথাও) হাত তুলতেন না। এই তথাকথিত কিংবদন্তী সম্পর্কে আল্লামা লাক্ষ্ণৌভী (রহ.) বলেছেন ঃ

"লা ইবরাতা বিহা- যাল আসারি; মা-লাম ইয়ুজাদ লাহু সানাদুন ইন্দা মাহারাতিল ফান্নি মা'সুবুতি খিলাফিহী ফি কুতুবিল হাদীস।"

অর্থাৎ রাফউল ইয়াদাঈন না করা সম্পর্কে ১০ জন আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্‌র নামে আমাদের হানাফী ভাইয়েরা যে কিস্‌সার অবতারণা করে থাকে তার কোনই ই'তিবার (নির্ভরযোগ্যতা) নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত হাদীসের দক্ষ পণ্ডিতদের কোন কিতাবে এর সনদ না পাওয়া যাবে। বিশেষভাবে ঐ ক্ষেত্রে যেখানে তার বিপরীত কথা হাদীসের কিতাবে মওজুদ। তিনি আরও বলেছেন ঃ

"ইন্না রুওয়াতার রাফ এ মিনাস সহা-বাতি জাম্মুন গাফীরুন ওয়া রুওয়াতু তারকি জামাআতুন কালীলাতুন মাআ আদমি সিহ্‌হাতিত তুরুকি আনহুম ইল্লা আন ইবনে মাসউদিন"।

অর্থাৎ 'রাফউল ইয়াদাঈন' করার রাবীগণের জামা'আত বিরাট। আর না করার রাবীদের জামা'আত নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের পর্যন্ত পৌঁছানো সনদ সহীহ নয়, একমাত্র ইবনে মাসঊদ ব্যতীত– (আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ৮৯ পৃষ্ঠা)।* তিনি ঐ কিতাবের ৯১ পৃষ্ঠায় রাফউল ইয়াদাঈন না করার হাদীসগুলি উল্লেখ করে বলেছেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রাফউল ইয়াদাঈন করা সম্পর্কে একখানি পৃথক রিসালা লিখিত আছে। ঐ পৃষ্ঠার ৭ নং টীকায় ইবনে উমার (রাযি.) হতে বিভিন্ন

---

* পরবর্তী যুগের মুকাল্লিদ হানাফী গ্রুপের নীতি দেখা গিয়েছে যে, তারা নিজেদের মাযহাব প্রমাণে সনদবিহীন কোন এক বক্তব্য হাদীসের নামে প্রচার করে প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে পেশকৃত হাদীসের মোকাবিলায় উল্লেখ করে থাকে। যেমন এক্ষেত্রে এবং নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার মাসআলা সম্পর্কে অনুরূপ ভুয়া দাবী করেছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

রিওয়ায়াত উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, ধারণার বশবর্তী হয়ে যারা রাফউল ইয়াদাঈন মানসুখ হওয়ার কথা বলেন তা দলীলবিহীন কথা, যা আদৌ শোনা যাবে না। এই আলোচনার শেষে তিনি বলেছেন, নিশ্চিতভাবে এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, ইবনে উমার (রাযি.) বর্ণনা করেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাফউল ইয়াদাঈন করতেন নামায শুরুর সময়, রুকূ যাবারকালে ও রুকূ হতে উঠাকালে; কিন্তু সিজদার সময় এরূপ করতেন না। আর এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায ছিল আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত। (আত্-তালীকুল মুমাজ্জাদ, মুদ্রিত ১২৯৭ হিজরী, ভারত)

'আহ্‌লে হাদীসগণ' দীনের ব্যাপার কাউকে ধোঁকা দেন না

এ কথা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যারা মাযহাবের অন্ধ প্রীতিতে সত্যকে ধামা চাপা দিতে চায় এবং স্বীয় মাযহাবের নির্ভরযোগ্য হাদীসের সনদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুহাক্কিক আলিমদের বক্তব্যের প্রতি তোয়াক্কা না করে জনগণের নিকট বাহবা কুড়ানোর জন্য সহীহ্ হাদীসের কথার বিপরীত কথা প্রচার করে থাকেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে মানুষকে ধোঁকা দেয়। লেখকের কাছে বিংশ শতাব্দীর মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ও ইসলামের দার্শনিক, চিন্তাবিদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেছেন, রাফউল ইয়াদাঈন করার রাবীর সংখ্যা ২৩ জন সাহাবা, আর রাফউল ইয়াদাঈন না করার হাদীস মাত্র ইবনে মাসঊদ হতে মারফু ও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তবে তিনিও কি এবং আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহ.) ও শাহ ইসমাঈল (রহ.) সকলেই এ মাসআলায় ধোঁকা দিয়েছিলেন? লেখকের ঈমানদারীর ও সত্যিকার বিদ্যাবত্তার উপর ধন্যবাদ।

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট শাইখ ফকীহ ইমাম ইবনে মায়মূন আবূ ইসমাতা বালাখ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, যিনি ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম সাগরেদ আবূ ইউসুফের সাহচার্যে দীর্ঘদিন ছিলেন। ইনি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় 'রাফউল ইয়াদাঈন' করতেন। (আল ফাওয়া-য়িদুল বাহিইয়াহ ফী তারাজিমীল

https://www.facebook.com/178945132263517

হানাফিয়াহ ১১৬ পৃষ্ঠা, ছাপা বৈরুত, লেবানন ১৩২৪ হিজরী) কিতাবে তাঁর জীবনী উল্লেখ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"ওয়া কা-না সাহিবু হাদীসিন, ইয়ারফাউ ইয়াদাইহি ইন্দার রুকূ এ ওয়ার রাফ এ মিনহু, ওয়া কানা মিন মুলা-যিমী আবী ইউসুফা- অর্থাৎ তিনি হাদীসপন্থী ছিলেন। রুকূতে যাওয়া ও উঠাকালে রাফউল ইয়াদাঈন করতেন। তিনি আবূ ইউসুফের বিশিষ্ট সাগরেদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

'রাফউল ইয়াদাঈন' সম্পর্কে বাহাসনামার মূল্যায়ন

মুসনাদে হারিসীর বরাতে দাবী করা হয় যে, ইমাম আবূ হানীফার সাথে ইমাম আওযাঈর বাহাস মুনাযারার মাধ্যমে বুঝা পড়া সমাধা হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা যুক্তিবাজীতে জয়ী হয়ে গেলেন আর ইমাম আওযাঈ চুপ হয়ে নিরোত্তর হয়ে গিয়েছিলেন। এর অর্থ এই যে, ঐ দিন হতে মুসলিম বিশ্বে 'রাফউল ইয়াদাঈন' আর কেউ করেন না। ইমাম আওযাঈর মৃত্যু ১৫৯ হিজরী। যদি তাই হতো তবে কেন এ ঘটনার প্রতি ইমাম মালিক মুয়াত্তায়, ইমাম শাফিঈর ও ইমাম আহমাদ-এর লিখিত হাদীসের স্ব স্ব কিতাবে এবং সিহাহ সিত্তার কিতাবে- ঐ ঘটনার পরও যাদের জন্ম তারা সবাই 'রাফউল ইয়াদাঈন' করলেন এবং মুতাওয়াতির সূত্রে অকাট্য সনদের হাদীসগুলি বর্ণনা করলেন? এতেই প্রমাণ হয় যে, লেখকের এবং তার পূর্বের যে সব লেখক মুসনাদে হারিসীর বরাতে যে কিস্সার অবতারণা করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ঐ ঘটনার কোন নামোল্লেখ ঐ যুগে ছিল না, দ্বিতীয়তঃ তা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নামে কলংক লেপন করা হয়, যেহেতু তিনি কেবল ইবনে মাসঊদ (রাযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করলেন অথচ তার বিপরীত ১৫ হতে ২৩ জন সাহাবা (রাযি.) হতে হাদীস প্রমাণিত। যদি ঐ ঘটনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় তবে প্রমাণ হয় যে, ইমাম সাহেব কেবল ইবনে উমার (রাযি.) ছাড়া অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক ঐ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো আদৌ অবগত ছিলেন না। এতে প্রমাণ যে, ঐ বাহাসনামা পরের যুগে

https://www.facebook.com/178945132263517

রচিত হয়েছে, কেননা ঐ হারিসীর জন্ম ইমাম সাহেবের মৃত্যুর ১০৮ বৎসর পর। ঐ মুসনাদে হারিসীর লেখক যেমন নিজে বহু ভিত্তিহীন কথার প্রচারক ছিলেন, তেমনি লেখক সাহেবের কিস্‌সার সনদ বর্ণনায় এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তা মুসনাদে হারিসীর লেখক নতুবা আমাদের এহেন লেখক ও তার পূর্বসূরীরা ঐ কিস্‌সাকে সোনাভানের পুঁথির ন্যায় নিজেরা উল্লেখ করেছেন। এর প্রমাণ লেখক সাহেবের ৫ম পৃষ্ঠায় ১ হতে ৩ নং ছত্রের বর্ণনাতে তিনি উল্লেখ করেছেন "আমার নিকট মুহাম্মাদ বিন ইব্‌রাহীম বিন যিয়াদ রাযী তিনি বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট সুলাইমান বিন শাজ ..... তিনি বলেছেন, মাক্কার দ্বারে হান্নাতীনে এই মুহাম্মাদ বিন ইব্‌রাহীম বিন যিয়াদ রাযী তিনি সুলাইমান বিন শাজ ..... লেখক সাহেবের হাদীসের সনদ ও রিজালশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি অন্ধভাবে ঐ কথা নকল করতেন না। কেননা ঐ মুহাম্মাদ বিন ইব্‌রাহীম বিন যিয়াদ রাযী সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের কিতাবে মন্তব্যে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"দাজ্জালুন ইয়াযাউল হাদীস" সে একজন দাজ্জাল নিজ হতে মিথ্যা সনদ বানিয়ে জাল হাদীস প্রচারকারী। অন্যের বর্ণনাকৃত হাদীস চুরি করে প্রচার করতেন। (লিসানুল মীযান ৫ম খণ্ড, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

আর শাযকুনীও বহু কাল্পনিক কথার উদ্ভাবক ও প্রচারক ছিলেন।

(সিয়ার আ'লামুন নুবালা ৭ম খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

উক্ত হারিসীর (জন্ম ২৫৮ হিঃ, মৃত্যু ৩৪০ হিঃ) নাম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে হারিসী। এই হারিসীর লিখিত "মুসনাদে আবূ হানীফা" নামক কিতাবখানি অদ্যাবধি ছাপার জগতে প্রকাশ পেয়েছে কিনা তা আজও অজ্ঞাত। তবে তথ্য দাতাদের বক্তব্যে উল্লেখ যে, তা অমুদ্রিত। আর একটি কিতাব তিনি 'কাশফুল আসারিশ শরীফা ফী মানাকিবি আবী হানীফা" নামে লিখেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

'ইসলামী বিশ্বকোষ' যিরিকলির আল-আ'লাম ৪র্থ খণ্ড-১২০ পৃষ্ঠা, মুজামুল মুওয়াল্লিফীন ৬ষ্ঠ খণ্ড-১৪৫ পৃষ্ঠা, তা ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত। এই উস্তাদজীর জীবনী "আল আনসাব" কিতাব যা ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত, তার ১ম

https://www.facebook.com/178945132263517

খণ্ড ১৯৬ পৃষ্ঠায় উস্তাদ অধ্যায়ে এবং ৭ম খণ্ডের ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় 'সাবষ মুনীর' অধ্যায়ে উভয় স্থানে তার সম্পর্কে মন্তব্য হয়েছে ঃ

"লামইয়া কুন মাওসুকান বিহী ফি-মা- ইয়ানকুলুহ যাকারাহুল হুফফাযু ফী তাওয়া-রীখিহীম ওয়া ওয়াসাফুহু বিরিওয়াতীল মানাকীরি ওয়াল আবা-তীলি"।

অর্থাৎ ঐ উস্তাদ এমন এক ব্যক্তি যে কথা তিনি নকল করতেন তাতে তিনি আদৌ নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।* হাদীস ও রিজালের 'ইল্‌ম সংরক্ষণকারী হাফিযগণ ঐ ব্যক্তিকে মুনকার ও বাতিল যোগ্য কথাগুলো রিওয়ায়াতকারী হিসেবে তার বর্ণনা দিয়েছে। ৭ম খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে ঃ

"সে অপরিচিত ও অস্তিত্বহীন তাক লাগানো কথা বর্ণনাকারী"। তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ করার মত উপযুক্ত লোক সে নয়। এই হল ঐ উস্তাদজীর বর্ণনাকৃত কথার মূল্যায়ন। তার উক্ত "মুসনাদে আবূ হানীফা" কিতাবে আব্বা অথবা আবান ইবনে জা'ফর আবূ সাঈদ নামক ব্যক্তির মাধ্যমে অধিক মাত্রায় রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের কিতাবে উল্লেখ হয়েছে "কায্‌যাবুন আ'লা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম"।

হাদ্দাসা আন শাইখিন লাহু মাজহুলিন **অর্থাৎ সে বহু বড় মিথ্যুক ব্যক্তি। একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বহু মিথ্যা কথা বর্ণনাকারী এবং আবূ হানীফার নাম দিয়ে ৩০০ এর অধিক কথা বর্ণনা করেছেন যেগুলো আবূ হানীফা (রহ.) কোন দিনই রিওয়ায়াত করেননি।**

ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আহমাদ ইবনে সাঈদ মুতাওয়াঈ নামে উল্লেখ করতঃ সুফইয়ান ইবনে ওয়ায়নার নাম দিয়ে মিথ্যা কথা বর্ণনা করতো।

---

* 'আল ফাওয়াহিদুল বাহিইয়াহ ফী তারাজিমিল হানাফিইয়া' কিতাবেও তার নির্ভরযোগ্য না হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। (দেখুন ১০৬ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

'ওয়াকাদ আকসারা আনহুল হা-রিসিও ফী মুসনাদি আবি হানীফাতা'। অর্থাৎ ঐ উস্তাদজীর মুসনাদে আবূ হানীফায় ঐ আব্‌বাহ মিথ্যুকের মাধ্যমে অধিকাংশ কথা বর্ণনা করেছে। (মীযানুল ই'তিদাল ১ম খণ্ড ১৭ পৃষ্ঠা, লিসানুল মীযান ১ম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নামে রচনা কৃত মুসনাদের মূল্যায়ন

মুসনাদে খাওয়ারিযমী যা মুসনাদে আবূ হানীফা নামে প্রচারিত তা মুসনাদ খাওয়ারিযমী নামে এজন্যই পরিচিত যে আবুল মুয়াইয়ীদ মুহাম্মাদ ইবনে মাহ্‌মুদ ইবনে মুহাম্মাদ খাওয়ারেযমী কর্তৃক রচিত। ঐ ব্যক্তির জন্ম ৫৯৩ হিজরী অর্থাৎ আবূ হানীফার মৃত্যুর ৪৪৩ বছর পর এবং মৃত্যুর ৬৬৫ হিজরী, গ্রন্থটি কাসিম ইবনে কুৎলু বোগা হানাফী (৮০২–৮৭৯ হিঃ) কর্তৃক সম্পাদিত।

ভারতরত্ন শাহ আবদুল আযীয (রহ.) দেহলভীর কিতাব 'বুসতানুল মুহাদ্দিসীন' (ফারসী) ২৮ পৃষ্ঠা। আবুল মুয়াইয়ীদ খাওয়ারিযমীর মন্তব্য হলো যে, তিনি-শাম সিরিয়া দেশে যেয়ে কিছু লোকের মুখে শুনলেন, আবূ হানীফা বর্ণিত কোন হাদীস নেই, তাই তিনি ১৫ খানা মুসনাদ যেগুলোর লেখকগণ ইমাম সাহেবের জন্য একত্রিত করেছেন ঐগুলো একত্রিত করার সংকল্প করলেন।

কাশফুয যূনূন কিতাবে হাজী খলীফা বলেন ঃ

ঐ ১৫ খানা মুসনাদ যা মুসনাদে আবূ হানীফা নামে লিখিত তার প্রথম মুসনাদ হলো হারিসী। مسند الحارثي এই কিতাবখানা অবলম্বন করে কাসিম ইবনে কুৎলু বোগা মুসনাদে আবূ হানীফাকে তারতীব দিয়েছেন। এই লেখকের জীবনী (আল ফাওয়া-য়িদুল বাহিইয়াহ ফী তারাজিমিল হানাফিইয়াহ) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। হারিসী সাহেবের জন্ম আবূ হানীফার মৃত্যুর ১০৮ বছর পর, মৃত্যু ৩৪০ হিজরীতে। ইনি উস্তায সাবষমূনী নামে পরিচিত। বিভিন্ন জীবনীকারদের বরাতে উল্লেখ হয়েছে ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

হারিসী তার মুসনাদে আবান ইবনে জা'ফর বা আব্বা ইবনে জা'ফর নামক ব্যক্তির মারফত অনেক বেশি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন ঐ ব্যক্তিটি তিনশোর অধিক হাদীস নিজ হতে রচনা করে আবূ হানীফার নাম দিয়ে বর্ণনা করেছেন যা আবূ হানীফা কোনদিন রিওয়ায়াত করেননি– (লিসানুল মীযান ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা)। হারিসীর কিতাবের সনদের নমুনা একটা পেশ করা গেলো ঃ

তিনি বলছেন, আমায় আবূ তালিব সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ বারযাঈ তাহাভী হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তাহাভী বাক্কার ইবনে কুতায়বা হতে তিনি হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া আররায় হতে তিনি ইউসুফ ইবনে খালিদ সামতী হতে, এটা একটি মনগড়া সনদ। উপরোক্ত হিলাল ও সামতী উভয়েই অগ্রহণীয় মিথ্যুক রাবী বলে পরিচিত।

'আল্ ফাওয়ায়িদুল বাহিইয়া' কিতাবে আবুল মুয়াইয়ীদ-এর আলোচনা বড় সংক্ষিপ্ত। তাতে মুসনাদের কোন উল্লেখ নেই। জন্ম-মৃত্যু ৩০০-৩৫৫ হিজরীতে উল্লেখ হয়েছে। (দেখুন ১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা)

তিনি রিওয়ায়াত ব্যাপারে দুর্বল ছিলেন এবং যা তিনি পেশ করেছেন তাতেও তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন, অবাস্তব মুনকার কথার রাবী। প্রমাণের স্থলে তার স্থান নেই। উমার রিযা কাহহালা তাকে হানাফী বলে মন্তব্য করেছেন। (মুজামুল মুয়াল্লিফীন ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

লিসানুল মীযানে তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, তিনি এক হাদীসের সনদে অন্য হাদীস এবং আর এক হাদীসের অন্য সনদ জুড়ে দিতেন। যা হাদীস জাল করার একটা নীতি। যা হোক ইনি মুসনাদে আবূ হানীফার প্রথম নম্বরের রচয়িতা। দুই ও তিন নম্বরে এমন লোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সম্বন্ধে কোন কিতাবে তাদের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং ৪ ও ৬ নম্বরের নামগুলো অবাস্তব। কেননা 'ছয়' নম্বরে ইবনে আদীর নাম এবং 'চার' নম্বরে আবূ নুআইম আস্পাহানীর নাম উল্লেখ হয়েছে, উভয়েই আবূ হানীফার নামে কোন কিতাব বা নিজেদের রিওয়ায়াতে কোন মুসনাদ রচনা করেননি।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবনে আদী আল-কামিল কিতাবের ৭ম খণ্ডে ইমাম আবূ হানীফার যে কথা উদ্বৃত করেছেন তা সম্পূর্ণ বিপরীত, বিরূপ সমালোচনা পূর্ণ। (দেখুন– "আল কামিল" ৭ম খণ্ড, ৪৭৩-৭৯ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলেছেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা যে সমস্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তা অন্য সূত্রে সহীহ সনদে বর্ণিত হলেও তার নিজ সূত্রে ওগুলোর অধিকাংশ সহীহ বলে গৃহীত নয় তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ১৯টির মতো সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (পাঁচ) নম্বরের রাবী আবূ আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাস্রু (মৃত্যু ৫২৩ হিঃ) ইনি দাবী করেছেন যে, আন্সারী সাহেব মুসনাদে আবূ হানীফা রচনা করেছেন ঐ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গলৎ। কেননা আবূ বাক্র আনসারী সাহেব কোন কিতাব লিখেছেন এ কথার সাক্ষী আদৌ প্রমাণ নেই। লিসানুল মীযানে খাসরুর জীবনীতে এ কথা উল্লেখ হয়েছে ঃ

যাকে কাশফুয যুনুনে ১৪ নম্বরের মুসনাদের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ব্যক্তি উক্ত কিতাবে অবাস্তব, অবান্তর কথা উল্লেখ করেছে এবং সে নিজে আনাস (রাযি.) সাহাবীর নামে হাদীস বর্ণিত বলে যে, কিতাব লিখেছে তাতে উল্লেখিত সনদগুলো সবই ভিত্তীহীন- পুরো লিপিখানাই বানোয়াট। ঐ ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করে তাতে বড় আজব কথা পেশ করেছে ঐ হাদীসগুলো অন্য সূত্রে বর্ণিত হলেও ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে উল্লেখিত সনদ সবই মনগড়া এবং ঐগুলো তাঁরই কৃত্তি অথবা তাঁর উস্তায ও তাঁর উর্ধ্বের উস্তায হতে এগুলো রচিত হয়েছে, অতএব জানা মুশকিল যে এই মিথ্যা সনদগুলো কে বানিয়েছে?

লিসানূন মীযানে ২য় খণ্ডে ৩১২ পৃষ্ঠায় হাফিয ইবনে আসাকির-এর বরাতে উল্লেখ হয়েছে ঃ

তিনি অনেক কিছুই শুনেছেন কিন্তু সনদ বা রিওয়ায়াত বলে কিছুই জানতেন না। ঐ ব্যক্তি তার মুসনাদকে এমন কথা উল্লেখ করেছে যা সম্পূর্ণরূপে মুনকার, ভিত্তিহীন। তা হলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে মুহাম্মাদ আবূ বাক্র কাযী আনসারী সম্পর্কে যে, তিনি আবূ হানীফার বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো স্বীয় সনদে রিওয়ায়াত করে মুসনাদে আবূ হানীফা

https://www.facebook.com/178945132263517

নামে কিতাব রচনা করেছেন। এটা অতি আশ্চর্য কথা। কেননা আবূ বাক্‌র আনসারী আবূ হানীফার মুসনাদ বা কিছু হাদীসের কিতাব লিখেছেন এটা আদৌ সত্য নয়। তা ইতিহাসের কোন কিতাবে উল্লেখ হয়নি।

মুসনাদে আবূ হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাঁর নামে লিখিত বা এ সম্পর্কিত কিতাব, যা মুদ্রিত হয়েছে তা হলো 'আল-ফিকহুল আকবার' তা আকীদা বিষয়ে লিখিত কিতাব। তার রচয়িতা হলেন আল-হাকাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা ইবনে আবদুর রহমান আবূ মুতী আল-বালখী। ১৯৯ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে মারা যান, অর্থাৎ ১১৫ সালে জন্ম। তাঁর কিতাবে "আল-ফিকহুল আকবার"-এ 'ঈমান বাড়েও না কমে না" এই মর্মের হাদীস আবূ মুতী বালখী নিজে জাল করে বর্ণনা করেছেন, মোল্লা আলী কারী (রহ.) ঐ কিতাবের শারাহ ১২৫ পৃষ্ঠায় হাফিয ইবনে কাসীরের বরাতে তার সনদ ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।

যাহিরুর রিওয়ায়াত বা মাযাহাবের ৬ (ছয়) অসূল সম্পর্কে মাযহাবের মুহাক্কিক আলিমগণের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

হানাফী মাযাহাবে ছয় (৬) অসূলের মরতবা যেমন হাদীসের মধ্যে সহীহায়েনের মরতাবা এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে ঃ

এগুলো প্রসিদ্ধ তরীকায় বা মুতাওয়াতিরভাবে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান-এর মন্তব্য হিসেবে সাব্যস্ত। অপরদিকে হাদীসের মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসগুলো মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এরপর মন্তব্যকারী মন্তব্য করেছেন নিম্নের ভাষায় ঃ

এগুলো মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানীর লিখিত হিসেবে নিশ্চিত বলে এ কথা প্রমাণিত নয় যে, তবে ঐ সমস্ত কিতাবে উল্লেখিত মন্তব্যগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে সঠিক বা তার মর্মগুলো নির্দোষ ও নিখুঁত মানলে গোনাহ মুক্ত থাকা যাবে এমন নয়। কেননা এগুলো মিথ্যা, ভুল এবং সন্দেহযুক্ত হওয়া হতে মুক্ত নয়। যে সব ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে তাকে মানতে হবে বা ঐ মোতাবিক 'আমাল করতে হবে এমন নয় যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস যার ইত্তেবা করা ওয়াজিব, তাঁর আদেশ নিষেধগুলো মানা জরুরী। (না-যূরাতুল হাক ৩৯ পৃষ্ঠা)

https://www.facebook.com/178945132263517

মোট কথা, ইমাম আওযাঈ ও আবূ হানীফার নামে ঐ বাহাসনামার মূল্যায়ন, সহীহ বড় সোনাভানের কিস্‌সার মত- কিতাবে কহিল রাবী এ্যায়সাহী খবর.....। তবে হ্যাঁ, ঐ কিস্‌সা বর্ণনার পিছনে ২টি রহস্য আছে; তা হলো-

(১) যা ইমাম যাহাবী (রহ.) "সিয়ারে আলা-মুন নুবালা" কিতাবের ৭ম খণ্ডে ইমাম আওযাঈ'র জীবনীতে ১১২ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, মাক্কায় অবস্থানকালে সুফিয়ান সাওরীর সাথে নামায পড়াকালে, সুফিয়ান সাওরীর রাফউল ইয়াদাঈন না করায় ইমাম আওযাঈ সুফিয়ানকে বললেন, তুমি রুকূ যাওয়া ও রুকূ হতে উঠাকালে রাফউল ইয়াদাঈন করলে না কেন? তখন সুফিয়ান বারা ইবনে আযিব হতে বর্ণিত হাদীসটি, যা ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়া-দ হতে বর্ণিত ঐ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

এতে ইমাম আওযাঈ বললেন, **"ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়াদ প্রমাণের অযোগ্য ব্যক্তি। ঐরূপ যঈফ রিওয়ায়াত দ্বারা তুমি সহীহ হাদীস যা যুহরী তিনি সালিম হতে, তিনি তার পিতা ইবনে উমার হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে রাফউল ইয়াদাঈন করার বর্ণিত হাদীসের মোকাবিলায় পেশ করছ, যা সহীহ হাদীস ও সুন্নাতে রাসূলের বরখেলাফ। এতে সুফিয়ান-এর মন খারাপ হয়।**

"ফাকা-লাল আওযাঈ কাআন্নাকা কারিহ্‌তা মা-কুলতা? কা-লা নাআম, ফাকা-লা কুমবিনা ইলাল মাকামি নাল্‌তাইনু আইয়ুনা আলাল হাক্‌কি ফা তাবাস্‌সমা সুফ্‌য়ানু লাম্মা রায়া কাদ ইহ্‌তাদ্দা।"

অর্থাৎ আওযাঈ বললেন ঃ তুমি যেন অপছন্দ করছ আমি যা বললাম? সুফয়ান বললেন ঃ হ্যাঁ, তখন আওযাঈ বললেন, ওঠো, আমরা উভয়ে মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট পৌঁছি, আমরা লিয়ান করি, আমাদের মধ্যে কে এ বিষয়ে হকের উপর আছে। তাতে সুফিয়ান যখন দেখলেন যে, আওযাঈ চ্যালেঞ্জ করছেন, তখন তিনি আওযাঈকে ঠাণ্ডা করার জন্য মুচকি হেসে ফেললেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

(২) আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) (জন্ম ১১৮ হিঃ, মৃত্যু ১৮১ হিঃ) যাঁকে হানাফীগণ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সাগরেদ বলে গৌরব করে থাকেন, তাঁর সাথে ইমাম আবূ হানীফার ১ নম্বর রহস্যের উল্লেখিত বাহাস মুনাজারা অনুষ্ঠিত হয়, যা ওয়াকী ইবনুল জাররাহ মুহাদ্দিস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আবূ হানীফাকে রুকূতে যাওয়াকালে রাফউল ইয়াদাঈন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আবূ হানীফা উত্তরে বললেন, "রাফউল ইয়াদাঈনকারীরা কি উড়তে চায় তাই হাত দু'টি উঠাবে?" ওয়াকী বলেছেন, ইবনে মুবারক বড় বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন ঃ "ইনকা- না ত্বারা ফিলউলা, ফা ইন্নাহু ইয়াতীরু ফিস্ সা-নীয়াতি ফা সাকাতা আবূ হানীফাতা ওয়ালাম ইয়াকুল শাইয়ান।"

অর্থাৎ যদি সে প্রথম তাকবীর তাহরীমার সময় হাত উঠানোর ফলে উড়ে থাকে তবে সে দ্বিতীয়বারেও উড়বে। অতঃপর আবূ হানীফা চুপ হয়ে গেলেন, আর কিছু বললেন না– (তারীখে বাগদাদ ১৩শ খণ্ড ৩৮৯ পৃষ্ঠা)। মনে হয় আবূ হানীফার চুপ হয়ে কিছু না বলা এতে প্রমাণ হয় যে, তিনি নিরুত্তর হলেন এবং কোন যুক্তি দ্বারা রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হতে উঠাকালীন 'রাফউল ইয়াদাঈন' করার কথা খণ্ডন করতে পারলেন না। এটাই মুকাল্লিদ ভাইয়েরা আওযাঈর সাথে ইমাম আবূ হানীফার বাহাস মুনাযারার কথাটা জুড়ে দিয়েছেন।

এটাই হলো লেখকের 'আমীন' ও 'রাফউল ইয়াদাঈন' সম্পর্কে দলীলগুলোর মূল হাকীকাত।

অতএব হয় সহীহ কথা মেনে নেয়া অথবা একে অপরের বিরুদ্ধে সমালোচনা হতে বিরত থেকে সাহাবা (রাযি.)-গণের ন্যায় এক রাসূল ﷺ-এর এক উম্মাত হিসেবে ভাই ভাই হয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঝাণ্ডা বুলন্দ করা, আর এতে করে যেমন মাযহাবী কোন্দলের নিরসন হবে, অনুরূপ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার একক ঐক্য ও শক্তি স্থাপনের নিয়ম সহজ হবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইসলামে সহীহায়েনের মর্যাদা

ভারতের বিখ্যাত আলেম এবং আল্লাহর ওলী বলে খ্যাত ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)-এর যুগের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন আল্লামা মাঈন ইবনে আমীন। তিনি বলেছেন ঃ

اعلم جـدد اللّه بالك واراك قـدر رأس مـالك ان احـاديث الصحيحين الجامع الصحيح للامام ابي عبد اللّه محمد بن اسماعيل البـخاري وكتـاب الصحيح للامـام ابي الحسن مـسلم بن الحـجاج القشيرى رحمهما اللّه تعالى ونفعنا ببركتهما هي راس مال من سلك الطريق إلى اللّه والتـمسك الاعظم لـه فيـما بينه وبين ربه الكبرى والـمعجزة الباقية من رسول اللّه ﷺ فهي تلو القرآن في اعـجازه الباقي إلى انقراض الدنيا، وليس لعامل الحديث شان مهم من الدور إلى حولهما في كل ما يقع له من امر الدنيا والاخرة، الدراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب صلى اللّه عليه وسلم الدراسة العاشرة الطبعة الاولى صـ ٢٦٥.

"তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ তোমার হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করুন এবং তোমার জীবনের মূল সম্পদ তোমাকে বুঝিয়ে দিন। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর জামে সহীহ-এর হাদীসগুলি এবং আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে কুশায়রী (রহ.) দ্বয়ের সহীহ কিতাব আল্লাহ আমাদেরকে ঐ দুই কিতাবের বরকতে লাভবান করুন। ঐ কিতাবদ্বয়ের হাদীসগুলি আল্লাহর পথের পথিকের জন্য একমাত্র মূল সম্বল। সালেকের মধ্যে এবং তার রবের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দৃঢ়রূপে ধারণ করার বড় রজ্জু বা সংযোগ স্থাপনকারী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিরস্থায়ী মুজিযার অবশিষ্ট স্বরূপ।

https://www.facebook.com/178945132263517

অতএব দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত কুরআনের স্থায়ী মুজিযার পর-এর স্থান। যারা তাদের জীবনে দীন দুনিয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর আদর্শ মোতাবিক চলতে চায় তাদের জন্য এই দুই কিতাবের চতুস্পার্শ্বে বিচরণ করা হতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আর নেই।" (দেরাসাতুল্ লাবীব ফিল উস্ওয়াতিল হাসানাতে বিল হাবীব ﷺ, ১০ম দেরাসাত, ২৫৬ পৃষ্ঠা, ১ম সংস্করণ)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেছেন ঃ

فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ماجاء به سبب لشر الدنيا والآخرة

صـ ١٨٨ جـ ١٣.

আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং তার দীনের জন্য জিহাদ করা দীন দুনিয়ার মঙ্গলের কারণ। আর উহার বিপরীত বিদ'আত ইলহাদ এবং রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত চলায় দীন দুনিয়ার অমঙ্গলের মূল। বর্তমান যুগে সঠিক তাওহীদ ও সুন্নাহ হতে বিশ্বের যাবতীয় দেশ ও রাজনৈতিক নেতাগণ দূরে সরে গেছেন, এবং তাওহীদের বদলে শির্ক, সুন্নাতে মুহাম্মাদীয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন বিদ'আতকে স্থান দিয়েছে।

মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে ইয়াহূদ নীতি আমদানী

এখানে এই তথ্য উদঘাটন করা না হলে অনেকেই আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বা উহার গুরুত্ব সম্পর্কে আদৌ উপলব্ধি করতে পারবেন না বিধায় বিষয়টি বিস্তারিত লিখে দেয়া হল।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা হতে ১৩৮৪ বাংলা মোতাবিক ১৯৭৭ সনে 'মুসলিম আইন' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত, যা জনাব নুরুল মুমিন কর্তৃক লিখিত, যিনি কলিকাতা হাইকোর্টে দশ বৎসর ওকালতী করেছেন, তেইশ বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা করেছেন এবং তিন বৎসর বিলেতে গভীরভাবে আইন অধ্যয়ন করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের মুসলিম আইনের ইতিহাস বর্ণনায় বলেছেন ঃ "ইমাম আবূ হানীফা প্রকৃতপক্ষে

https://www.facebook.com/178945132263517

সুন্নাহ ও হাদীসের চেয়ে নিজস্ব মুক্ত বুদ্ধির বিচারের উপর এতদূর নির্ভর করতেন যে, তিনি মাত্র আঠারটি হাদীস গ্রহণ করেছিলেন"– (মুসলিম আইন ১৬ পৃষ্ঠা)। তিনি সর্বপ্রথম আইনবিধি সম্প্রসারিত করার জন্য কিয়াস প্রবর্তন করেন এবং এই কিয়াসই হানাফী আইনের বিন্যাস নীতিতে অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এটা ব্যতীত তিনি আইনের বিচার নীতি হিসেবে ইস্‌তিহসান- এর প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ যে ইস্‌তিহসান ইয়াহূদীদের নীতি ছিল তাদের যুক্তি পরামর্শগুলি শরী'আতে আইন বিচার রূপে বানিয়ে নিয়েছিল, আর উহা হানাফী মাযহাবের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে স্থান পেয়ে গেল।

উক্ত বইয়ে আরও উল্লেখ হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা ইজমার অর্থ অধিকতর ব্যাপক করেন এবং শুধু রাসূলের অসহাবগণের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ মতের মধ্যে সীমিত না রেখে প্রতি যুগের আইনবিদগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ মতকেও ইজমা হিসেবে গ্রহণ করেন– (১৭ পৃষ্ঠা)। এটাই ছিল ইয়াহূদ ও নাসারাদের নীতি। তাদের বিদ্বানগণের পক্ষ হতে প্রণীত নীতিগুলি অকাট্য দলীলরূপে গ্রহণ করে নেয়া। আর উহা তাদের নাবী কিংবা নাবীর সাহাবা হতে আদৌ প্রমাণিত নয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) খৃষ্টানীদের প্রতিবাদে লিখিত গ্রন্থে বলেছেন ঃ

وكذالك عامة شرائعهم التي وضعوها في كتاب القانون .....

وكثير منها مما ابتدعوه ليست منقولة عن احد من الانبياء ومن الحواريين صـ ١٦١٥ الجزء الثاني، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.

আল কানূন নামে কিতাবে খৃষ্টানরা যে নীতি নিয়ম নির্ধারণ করেছে উহা কিছু সংখ্যক আম্বিয়া ও তাদের আসহাব হতে উদ্ধৃত, আর অধিক সংখ্যক নীতি যা তারা আবিষ্কার করেছে উহা কোন নাবীর সাহাবাবর্গ হতে বর্ণিত নয়। (আল জওয়াবুস্ সাহীহ্ লেমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড)

https://www.facebook.com/178945132263517

'মুসলিম আইন' প্রণেতা উক্ত গ্রন্থে মুসলিম আইনের ইতিহাস অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ 'ইমাম শাফেঈ হানাফীদের অপেক্ষা হাদীস ও সুন্নাহর উপর বেশি নির্ভর করতেন, তিনি হানাফী ইস্‌তিহসানকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি; এদের ত্রুটিও নির্দেশ করেছেন।" (১৯-২১ পৃষ্ঠা)

আহলে হাদীস ও ওয়াহাবীদের আলোচনায় বলেছেন ঃ "তারা ইসলামকে রাসূল ﷺ-এর সুবর্ণ সময়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদেরকে গায়ের মুকাল্লিদ বলে ধরা হয়, তারা নিজেদেরকে আহলুল হাদীস বলে আখ্যায়িত করে, তারা রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের ইজমাই শুধু গ্রহণ করে।"

এই উদ্ধৃতি পেশ করার ইহাই মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আহলে হাদীস নামে একটি মাত্র দল আছে যারা ইসলামকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুবর্ণ সময়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং ইজমা বলতে সাহাবাগণের ইজমাই কেবল গ্রহণ করে। ইহাই হল ইসলামের অবিকল চেহারা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন যে, হিদায়াতের উপর একটি মাত্র দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে যারা আমার ও আমার সাহাবাগণের তরীকায় কায়েম থাকবে। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ধারক বাহকদের প্রথম জামা'আত সাহাবাগণ 'আহলুল হাদীস' নামে পরিচিত

অতএব একমাত্র আহলে হাদীসগণই ঐ নীতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন আর তা সাহাবাগণেরও ঐ নীতি ছিল। তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর ছিলেন এবং তাদেরকে এ জন্যই 'আহলে হাদীস' বলা হত। তাবেঈদের মধ্যে মেধা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধীশক্তি সম্পন্ন হওয়া যার উদাহরণ বিরল ছিল, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যিনি ঐ যুগের সেরা ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন তিনি হলেন ইমাম শাবী

https://www.facebook.com/178945132263517

(রহ.)। আমের ইবনে শারাহীল আবূ আমর আশ্‌শা'বীর জন্ম ১৯ হিজরী এবং মৃত্যু ১০৩ হিজরী। তিনি সাহাবাগণকে আহলুল হাদীস বলে উল্লেখ করতেন এবং বলতেন ঃ যদি আমি আগে বুঝতে পারতাম যা পরে বুঝেছি অর্থাৎ জনগণ সুবিধার জন্য মানুষের যুক্তি বা কল্পনাপ্রসূত কথার প্রতি ঝুকছে তাহলে-

ما حدثتهم الا بما اجمع عليه أهل الحديث.

আমি তাদেরকে আহলে হাদীসগণ যে কথার প্রতি ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছেন ঐ কথাগুলি ব্যতীত অন্য কোন কথা বর্ণণা করতাম না। ইমাম শাবী পাঁচ শত সাহাবার সাক্ষাৎ পান, এবং দুইশত সাহাবা (রাযি.) হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম শাবীর মন্তব্যে উল্লিখিত আহলে হাদীস ওয়াল জামাত বলতে একমাত্র সাহাবাগণের জামাতকে বুঝিয়েছেন এ কথা পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে সমস্ত লেখক ও ঐতিহাসিকের লেখনীর প্রতি ইসলামী বিশ্ব পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইমাম যাহাবী (রহ.)। তিনি তার মুসলিম মনীষীদের জীবন বৃত্তান্ত গ্রন্থ 'তাযকিরাতু হুফ্‌ফায'- গ্রন্থে ইমাম শা'বী (রহ.) ঐ মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থখানি ভারতের হায়দ্রাবাদে সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে প্রাজ্ঞ ইমাম শা'বীর কথায় ইহাই প্রমাণ হচ্ছে যে, সাহাবাগণের নীতি ছাড়া অন্য কথা যদি সংরক্ষণ করা না থাকত কিংবা উহার লিখন ও পঠন নীতি মুসলিম সমাজে আদৌ না হত তাহলে জাতি দ্বিধা বিভক্ত হত না এবং মুসলিম জাতি বিচ্ছিন্নতার কবলে পড়ে বিভিন্ন গলৎ ধ্যান ধারণায় হাবুডুবু খেত না। মুসলিম জাতি সত্যিকারের আদর্শ জাতি রূপে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকত।

সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) (মৃত্যু ৩২ হিজরী) হতে তিনি বলেছেন ঃ

বিশ্বের মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সমগ্র বান্দার হৃদয় যাচাই করে মুহাম্মাদ ﷺ-কে শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী করেছেন। তারপর সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্য হতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণের হৃদয়কে

https://www.facebook.com/178945132263517

উৎকৃষ্ট করেছেন। সাহাবাগণের অনুসরণের জন্য ইবনে মাসউদের (রাযি.) উম্মাতে মুসলিমার প্রতি যে দাওয়াত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

من كان مستنا فليستن بمن قدمات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبًا واعمقهم علماً واقلها تكلفاً اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم اتبعوا على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم.

যদি কেউ কোন ব্যক্তির অনুসারী হতে চায় তাহলে সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ সমস্ত সাহাবাগণের অনুসরণ করে যারা মারা গেছেন। তারা ছিলেন উম্মাতে মুসলিমার সেরা মানুষ। হৃদয়ের পবিত্রতায়, বিদ্যাবত্তায়, গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায়, তারা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের কোন কথা ও কাজে অতিরঞ্জন ছিল না। তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর সাহচর্যের জন্য উপযুক্ত হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর দীনকে তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সুতরাং তাদের সম্মান তোমাদের অন্তরে চিহ্নিত করে রেখো। তাদের স্মৃতির অনুসরণ কর, তোমাদের সাধ্যমত তাদের নীতি নৈতিকতা ও চালচলনগুলি আঁকড়ে ধরে রাখবে, যেহেতু তারাই প্রকৃত সঠিক হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমামুল হারামায়েন উপাধিপ্রাপ্ত ইমাম আবুল হাসান রাযীন ইবনে মুআভিয়া ইবনে আম্মার আব্‌দারী (রহ.)-এর বরাতে মিশকাতে ঐ হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।

সাহাবা ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর বক্তব্যে উল্লেখ হয়েছে ঃ যে সমস্ত সাহাবা (রাযি.) মারা গেছেন তাদের জীবদ্দশায় তাদের অনুসরণের প্রতি তিনি জোর দিয়েছেন। ইবনে মসউদ (রাযি.) মারা যান হিজরীর ৩২ সনে, উমার (রাযি.) শহীদ হন হিজরীর ২৩ সনে। ওসমান (রাযি.)-এর খেলাফত পূর্ব ১২ বৎসর। প্রথম ছয় বৎসর পর্যন্ত কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি হয়নি, তারপর সমাজে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক গোলযোগের ন্যায় ধর্মীয় রীতি নীতির মধ্যেও কিছু নতুন কথার সুর আরম্ভ হয় যা আবূ বকর ও উমার (রাযি.)-এর যুগে তা আদৌ ছিল না।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) তার জীবনের শেষে যে ওসীয়াতনামা ফার্সী ভাষায় লিখেন তাতে আটটি ওসীয়াত আছে। প্রত্যেক ওসীয়াতের শাখা-প্রশাখা আছে। উহার প্রথম নম্বর ওসীয়াতে বলেছেন ঃ

"ইতিকাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও 'আমলে, কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকা আহলে সুন্নাতের পূর্ব-পুরুষ অর্থাৎ সাহাবাদের মাযহাবকে আকীদা ও 'আমলে প্রয়োগ করা। কোন ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদের কারণে রাসূলের সুন্নাতকে পরিহার না করা।"

তিন নম্বর ওসীয়াতে বলেছেন ঃ এ যুগে মাশায়েখদের হাতে হাত না দেয়া আর তাদের কখনো মুরীদ না হওয়া। কেননা তারা আজকাল বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ'আত ও প্রথায় জড়িয়ে আছে। তাদের নামে হাক-ডাক অধিক লোকের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া বা তাদের মুরীদের সংখ্যাধিক্য দেখে ধোঁকায় না পড়া। তাদের কারামতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। হাদীসের কিতাব বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ফিকাহ হানাফী, শাফিঈ বুঝে পড়বে। আর হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ থেকে যে সুন্নাত তরীকা প্রমাণিত হয় উহার প্রতি 'আমল করবে।

আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي خَطِّ الْوَسْطِ. فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

সুনানে ইবনে মাজায় জাবির (রাযি.) হতে বর্ণিত ঃ আমরা নাবী ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তিনি ﷺ মাটিতে একটি সোজা রেখা টানলেন। আর ঐ সোজা রেখার ডান দিকে দু'টো রেখা এবং বাম দিকে দু'টো রেখা টানলেন। অর্থাৎ ঐ সোজা দাগটির উভয় পার্শ্বে দু'টি করে চারটি রেখা টেনে মধ্যকার দাগে হাত রেখে বললেন ঃ 'এটি আল্লাহর পথ।' (ইবনে মাজাহ)

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ ঐ চারটি রেখার মধ্যেকার সোজা রেখাটি আল্লাহর পথ। এর অর্থ হল ঃ **মুসলিম উম্মাতের মধ্যে বিভিন্ন ফিরকা, মত ও পথের মধ্যে মাত্র একটিই পথ ঃ আল্লাহর হক, দীনের রাস্তা।**

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :
«يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ
بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاۤؤُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا
يُفْتِنُوْنَكُمْ». (رواه مسلم)

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ **শেষ যামানায় মানুষ নামের এমন কিছু মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, যারা নিজেদের মন গড়া এমন কিছু কথাকে হাদীস বলে প্রচার করবে যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদাগণও শুনেনি। অতএব, তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থেক, তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করতে পারে এবং ফিৎনায় না ফেলতে পারে।**
(মুসলিম)

অনুরূপ সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণের (রাযি.) পরে এমন লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা 'আকীদাহ, 'আমলের ক্ষেত্রে বহু মিথ্যা কথা আমদানী করেছে।

অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের ও সাহাবাদের নীতি অনুসরণের মাধ্যমেই যেমন আত্মার শুদ্ধি হয়, অনুরূপ ঈমানের প্রবৃদ্ধি হয়। সাহাবা অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণের অনুসরণে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নিহিত– এ কথা সূরা তাওবায় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। সূরা হাশরের অষ্টম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরদের প্রশংসায় বলেন ঃ "তারা মহান আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর দীনের সাহায্য করতে থাকে। ঈমানে তারাই সত্যবাদী।

সূরা হাশরের নবম আয়াতে আনসারগণের প্রশংসা করতঃ বলেন ঃ "তারাই সফলকাম"। এর পর সূরা হাশরের দশম আয়াতে আনসার মুহাজিরগণের পরে আগত তাবেঈনদের কথা উল্লেখ করেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

অতএব মুহাজির, আনসার, সাহাবাগণ এবং তাদের অনুসারী তাবেঈনদের প্রতি আল্লাহর প্রশংসা করা, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা আল্লাহ বলেছেন। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি দীন দুনিয়ার সৌভাগ্যের প্রতীক ও প্রকাশ্য সনদ।

যে জাতি পৃথিবীর বুকে পাণ্ডিত্যে, দর্শনে, জ্ঞানে, উদারতায়, রাষ্ট্র পরিচালনায়, মানব সেবায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী ছিলেন, যাদের কারণে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন, ইসলামী রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাদের বিজয় পতাকা অবনমিত হয়নি। পৃথিবীতে তারা সেরা মানুষ ও আদর্শ জাতিরূপে প্রমাণিত। সেই ধর্মের অনুসরণের দাবীদাররা আজ পৃথিবীতে সেই জাতি সবচেয়ে অনুন্নত জাতি বলে পরিচিত হয়ে চলেছে। এর একমাত্র কারণ-সাহাবাগণের দীন সজীবতায় এমন ছিল যে, পৃথিবীর মানুষের মৃতবৎ হৃদয়গুলো যে দীন স্পর্শে সজীব হয়েছিল সেই পূর্ণ দীন আর এখন নেই।

পরিশেষে বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) যে ভাষায় রাব্বুল 'আলামীনের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হে আল্লাহ! তুমি আমায় হক রাস্তা দেখাও, হকের অনুসরণ করার প্রতি মদদ কর, বাতিলকে বাতিলরূপে দেখাও এবং বাতিল হতে বেঁচে থাকার প্রতি সাহায্য কর। আর হকের হক রূপে দেখাও এবং তার অনুসরণ করার জন্য এমনভাবে মদদ কর যেন হক বা সত্য কথা আমার জন্য উহ্য না থাকে।

হে আমার রব! তুমি জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল-এর পরওয়ারদিগার, আসমান-যমীনের একমাত্র সৃজনকারী, তুমি প্রকাশ ও অপ্রকাশ সবকথা ও কাজ সম্পর্কে অবগত আছ, তোমার বান্দাগণ আপোষে যে মতভেদ করে তার মধ্যে মূল সত্য ও আসল হকের ফায়সালা তুমিই করতে সক্ষম। তুমি আমায় ঐ সমস্ত মতভেদের মধ্যে যা খাঁটি সত্য, আসল হক তাই আমায় হিদায়াত করতে থাক। একমাত্র তুমিই তোমার বান্দাকে সঠিক পথের হিদায়াত করতে পার।

সমাপ্ত

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন, বাংলা ১৩৩২-১৩৩৩ সাল মুতাবিক ঈসায়ী ১৯২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নদীয়া মুসলিম-হিন্দু উভয় জনবসতিতে বেশ বর্ধিষ্ণু জেলা। কৃষ্ণনগর মহকুমার থানা কালিগঞ্জ, ডাকঘর দেবগ্রাম ও গ্রাম খোর্দপলাশীতে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন-এর জন্ম। পিতা মূসা বিন লুকমান বিন নাসির আল-খাদিম।

সেই ছোট বেলা হতেই মায়ের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ছিল পুত্রের উচ্চ শিক্ষা দান। গর্ভধারিণী মা যেন বুঝতে পেরেছিলেন তার এ সন্তান মেধা আর স্মৃতিতে অতুলনীয় হবে। ইমাম বুখারী (রহ.) শৈশবে দৃষ্টিহারা হয়ে গেলে মায়ের ইবাদাতে মহান আল্লাহ্ মহামতি ইমামকে এমন দৃষ্টি দান করলেন, যে চাঁদের আলোয় তিনি লেখা-পড়া করতে পারতেন। মায়ের দু'আয় জগত আলোকিত করলেন আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী। তাই মায়ের দু'আ এক অমূল্য সম্পদ।

শাইখ 'আলীমুদ্দীন-এর বেলায়ও মায়ের সেই দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী কালে তার যথার্থ প্রতিফলন ও উজ্জ্বল স্বাক্ষর তিনি এ পৃথিবীতে রেখে গেছেন।

বাল্য শিক্ষা

গ্রাম্য নিম্ন প্রাইমারী এল. পি. স্কুলে দু'তিন বছর পড়াশুনা করেন। শিক্ষক ছিলেন জনাব আবদুল গনি। অতঃপর ৯ বছর বয়সে প্রখ্যাত আলেম মাওঃ নি'মাতুল্লাহ এবং বিশিষ্ট আলেম ও লেখক মুন্সী ফসিহউদ্দিন সাহেবের ছাত্র মাতৃকুলের মুন্সী শাকের মুহাম্মাদের নিকট পড়াশুনা শুরু করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কায়দা ও আল-কুরআন পড়া ও সাথে সাথে তা হিফয্ করার তা'লীমে যথেষ্ট মেধার পরিচয় দেন। এক বছর পর মুর্শিদাবাদের মৌঃ আবদুস সাত্তার সাহেবের নিকট কুরআন অধ্যয়নসহ উর্দূ ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

বাংলা ১৩৪৫ সালে তিনি বড় চাঁদঘর নিবাসী মৌঃ রহমতুল্লার নিকট জানকীনগর জামে মাসজিদে বসে বসে কুরআনুল করীম গভীর মনোনিবেশে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এ সময় কালামে পাক সমাপ্ত করেন। ফারসী ভাষাও শিখেন, ফারসী পহেলা আমদনামা মাসদার ফুয়ুয পড়েন।

এক বছর পর তিনি কুলশুনার প্রখ্যাত আলেম মাওঃ নি'য়ামাতুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। বয়স তখন ১২/১৩ বছর। এক বছরেই মিজান, মুনশায়েব, পাঞ্জেগাঞ্জ, গুলিস্তাঁ প্রভৃতি আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষা ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বেশ বুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তী বছর মাওঃ সাহেব ইনতিকাল করলেন। মাদ্‌রাসাটি যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়ায় তিনি ঐ মাদ্‌রাসা ছেড়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার দেবকুণ্ড গ্রামে গমন করেন। এখানে জ্ঞান তাপস মাওঃ কায়কোবাদ সাহেবের নিকট ফারসী গুলিস্তাঁ বুস্তা ও জুলেখার কিয়দংশ, আরবী ব্যাকরণ-সরফে মীর, জোবদা, নাহুমীর অধ্যয়ন করেন। এখানে মাওঃ কায়কোবাদ সাহেবের উস্তাদ বিশিষ্ট পণ্ডিত মাওঃ আবদুল জব্বার সাহেবের নিকটও সবক নেন।

১৩৪৮ বাংলা সালের শেষের দিকে জ্ঞানপিপাসু 'আলীমুদ্দীন মালদহের কৃতি সন্তান, দিল্লী মাদ্‌রাসা রাহমানীয়া ও দেওবন্দ ফারেগ প্রখ্যাত আলেম মাওঃ আনিসুর রহমান (মৃত্যু ১৩৫১ বাংলা) সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। তাঁর নিকট কুরআন মাজীদ ৫ম পারা পর্যন্ত হিফয্ করেন। এছাড়া তিনি তিন বছর যাবৎ অর্থাৎ উস্তাদ আনিসুর রহমান সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত ইলমুল কিরাআত, শরহে মিআত আমেল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহে মোল্লা জামি, হানাফী ফিক্‌হের কিতাব মুনিয়াতুল মুসল্লী, কুদুরী, মানতেকের কিতাব-সোগরা-কুবরা, মিরকাত আরবী সাহিত্য-মুফিদুত তালেবীন, কালামে পাকের তরজমা ও মিশকাতের কিয়দংশ অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য যে, মাওঃ আনিসুর রহমান সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুমের ব্যাকরণ ও বালাগাতের ইমাম নামে খ্যাত প্রখ্যাত আলেম জম্মু-কাশ্মীরের কৃতিমান পণ্ডিত মাওঃ সিদ্দিক হাসানের নাম করা ছাত্র ছিলেন। যেমন উস্তাদ তেমনি ছাত্র, আর সেই ছাত্রের ছাত্রও তেমনি ক্ষুধার জ্ঞান তৃষ্ণার অতৃপ্ত সাধক।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মাওঃ আনিসুর রহমানের তিরোধানের পর 'আলীমুদ্দীন সাহেব তাঁর উস্তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় চলে আসেন। এখানে উস্তাদ শাইখ সুলতান আহমাদের নিকট বুলূগুল মারাম ফি আদিল্লাতিল আহকাম, মিশকাতুল মাসাবীহ ও অন্যান্য বিষয়সহ কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করেন। এই আল্লাহওয়ালা পণ্ডিত শাইখ সুলতান আহমাদ সাহেব দিল্লীর সদররূপে মশহুর শাইখুল হাদীস মাওঃ আবদুল ওয়াহাবের ছাত্র ছিলেন। একনিষ্ঠভাবে জ্ঞান অন্বেষণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবার 'আলীমুদ্দীন সাহেব বাংলা ছেড়ে উত্তর প্রদেশের জ্ঞানকেন্দ্র সাহারানপুরে উপস্থিত হন।

গৃহের বন্ধন, স্বজাতির মায়া সব কিছু ত্যাগ করে জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুমে উপস্থিত হন। ইতোপূর্বে উল্লেখিত প্রখ্যাত জ্ঞান তাপস শাইখ সিদ্দিক হাসান সাহেবের নিকট শরহে জামি, কাফিয়া পুনরায় অধ্যয়ন করেন। ফিকহের কিতাব কানজুদ্ দাকায়েক, শরহে তাহজীব, তালখিসুল মিফতাহ ও ইলমে তাজবীদের কিতাব অধ্যয়ন করেন। এখানে ফকীহ আলী আকবর, মুহাদ্দিস জহুরুল হাসান প্রমুখ যশস্বী উস্তাদের নিকট গভীর আগ্রহ সহকারে জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। এখানে ৮০০ (আটশত) ছাত্রের মধ্যে তিনি প্রথম স্থানের অধিকারী হয়ে সকলের প্রশংসাভাজন হন।

মেধা প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী হওয়ায়, তাতে আবার একজন আহলে হাদীস-ছাত্র হওয়ার কারণে ঈর্ষাকাতর সহপাঠী হানাফী ছাত্ররা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। এমতাবস্থায় তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করা আর নিরাপদ ছিল না, তাই তিনি দিল্লীর মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ায় চলে যান। তখন ১৯৪৬ সাল–সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রায় লক্ষ্যে উপনীত। এই রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে জ্ঞান তাপস 'আলীমুদ্দীন সাহেব দিল্লীর মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ার দরস্‌গাহে অখণ্ড মনোনিবেশে অধ্যয়নে মগ্ন। কুরআনুল কারীমের তাফসীর, তাজবীদ, হাদীস, ভাষা, সাহিত্য, মানতেক ও ফিক্‌হ বিষয়ে মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ায় পড়াশুনা করেন। এ সময়ে রাজনৈতিক অবস্থা খুব অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। তবুও তার লেখাপড়া থেমে থাকেনি।

https://www.facebook.com/178945132263517

এ সময়ে গুজরাটের সুরাট জিলার সামরুদে ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের মুহাদ্দিসকুল ভূষণ শাইখুল হাদীস আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদী (রহ.)। গভীর পাণ্ডিত্যের যেমন অধিকারী ছিলেন তিনি, তেমনি বাহাস মুবাহাসায় ছিলেন এক অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সময়ে তিনি দিল্লীতে এক বাহাস অনুষ্ঠানে আসেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অপার অনুগ্রহে তাঁরা সেখানে পরস্পর একত্রে মিলিত হন।

তখন মাদ্‌রাসা রাহমানীয়ার অবস্থা তৎকালীন রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে বেশ নাজুক হয়ে পড়ে। দিল্লীর অবস্থা মোটেই নিরাপদ নয় বিধায় ভারত রত্ন শাইখুল হাদীস আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদীর সঙ্গে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নতুন দিল্লীর পাহাড়গঞ্জে সাক্ষাৎ করেন। সামরুদী সাহেব যুবক 'আলীমুদ্দীনকে পরীক্ষার উদ্দেশে বেশ আগ্রহ সহকারে লেখাপড়ার খোঁজ খবর নেন। যুবকের মেধা, স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যার্জনে গভীর আগ্রহ দেখে সামরুদী সাহেব খুবই প্রীত হন এবং একজন বাঙ্গালী ছাত্রের এহেন প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে উপযুক্ত তা'লীম দিলে কুরআন ও হাদীসের খিদমাত হবে। ফলে সামরুদী সাহেব তাঁকে নিজ খরচে গুজরাটে নিয়ে যান। সামরুদী সাহেবের নিজস্ব মাদ্‌রাসায় ভর্তি করে নিজ বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই বছর রজব মাসে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন গুজরাটে যান।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ৭ বছর আল্লামা সামরুদী সাহেবের একান্ত সান্নিধ্যে অবস্থান করেন জনাব 'আলীমুদ্দীন। এ সময়ে জ্ঞানের জগতে জনাব 'আলীমুদ্দীন সাহেব যেন নতুনভাবে প্রবেশ করেন। অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, কুরআনের অগাধ পাণ্ডিত্য, হাদীসের নিখুঁত জ্ঞান এবং ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়সহ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাস্তব নমুনা যেন আল্লামা আবদুল জলীল সামরুদী (রহ.)।

ইতোপূর্বে অর্জিত জ্ঞান যেন সামরুদী সাহেবের সংস্পর্শে এসে ম্লান হয়ে গেল। তিনি পুনরায় মিশকাতুল মাসাবীহ, বুলূগুল মারাম ফী আদিল্লাতিল আহকাম, মুয়াত্তা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, তাহাভী, মুসনাদে আবূ আওয়ানাহ, মুহাররার ফীল হাদীস ও সিহাহ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সহীহ বুখারী সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে তাহকীকের সাথে অধ্যয়ন করেন। (পরবর্তী জীবনে তিনি ত্রিশ বছরের অধিক কালব্যাপী ছাত্রদেরকে সহীহুল বুখারীর দার্‌স দেন)

উসূলে হাদীস ঃ মিশকাতের মুকাদ্দিমা (শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী) এবং তিরমিযীর মুকাদ্দিমা (শাইখ আবদুল কাহির জুরজানী) অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন।

আবূ দাউদ পড়ার সময় খোদ আবূ দাউদের উসূলে হাদীস সম্পর্কে লিখিত রিসালা, উসূলে হাদীসের বিখ্যাত কিতাব ইবনে হাজার আসকালানী লিখিত শরহে নুখবা, হাফিয ইবনে সালারের কিতাব মুকাদ্দামা, হাফিয আবূ বাকার খতীব বাগদাদীর আল কিফায়াহ, ইমাম হাকেমের উলুমুল হাদীস, ইবনে কাসীরের বায়ানুল হাদীস, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মুনতাকা, মুসনাদ ইমাম শাফিঈ, তাবারানী সগীর, ইমাম বুখারীর আল আদাবুল মুফরাদ, সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা, ইরাকীর আলদিয়া ইত্যাদি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

তাফসীর ঃ তাফসীরে জালালাইন, তাফসীর জামে'উল বায়ান, তাফসীর ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর, তাফসীর ইবনে জরীর আত্ তাবারী। (সর্বমোট ১৪ জন প্রসিদ্ধ আলেমের তাফসীর তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।)

উসূলে তাফসীর ঃ ইমাম ইবনে তাইমমিয়ার কাওয়ায়েদে উসূলে তাফসীর, ফাওযুল কাবীর, আল্লামা সুয়ূতীর ইতকান, আবূ জাফর আন নাহ্‌আস-এর নাসেখ মানসুখ ইত্যাদি।

রিজাল ঃ মিযানুল ই'তেদাল, তাহযীবুত্ তাহযীব, তাযকীরাতুল হুফফায, আল ইসাবা ও ইমাম ইবনে আবি হাতেমের কিতাবুল 'ইলাল ইত্যাদি।

তাছাড়া ফারায়েজে সিরাজী, সাহিত্যে সাবআ মুয়াল্লাকাহ, আকায়েদে ইবনে খুজায়মাহ প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ। তাছাড়া আকীদায়ে সাবুনীয়া, আবুল হাসান আশ-আরীর আল-ইবানাহ এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' প্রভৃতি কিতাব পড়েন।

https://www.facebook.com/178945132263517

সাতটি বছর অত্যন্ত পরিশ্রম করে গুজরাটী ভুট্টার রুটি খেয়ে শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেব ভারত রত্ন শাইখুল হাদীস আবদুল জলীল সামরুদী (রহ.) সাহেবের নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্য, মানতেক ও দর্শন, আকীদাহ, ইলমুল কুরআন, ই'জাযুল কুরআন, তাফসীরুল কুরআন, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, আসমাউর রিজাল, ইতিহাস ইত্যাদি যা অধ্যয়ন করেছেন এবং যেভাবে যে কিতাবের মধ্যে বিচরণ করেছেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, বরং বর্তমান যুগে বিদ্যার্থীদের নিকট তা অচিন্ত্যনীয়। এই খ্যাতিমান উস্তাদের নিকট হতে হাদীস পঠন ও পাঠনের সনদ লাভ করে শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মময় জীবন

গুজরাট হতে বিদ্যার্জন শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন নিজ গ্রামে 'মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য পরবর্তী জীবনে তিনি এছাড়াও আরও তিনটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। দু'টি বাংলাদেশে আর অপরটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলায়।

ইংরেজী ১৯৬০ সালে স্বগ্রাম ছেড়ে আবার চলে যান সুদূর বোম্বাই। সেই সময়ে সহীহায়েন, সুনানে আরবা'আ, মুয়াত্তা মালিক এবং মুসনাদে আহমাদ– এই আটখানি হাদীস সংকলনের 'আল মু'জামুল মুফারহাস' (হাদীস অভিধান) বর্ণমালা ক্রমিক গ্রন্থটি ৬৩ খণ্ডে পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। এর মধ্যে মাত্র ৬ খণ্ডে বার্লিনে মুদ্রিত হয়। উক্ত পাণ্ডুলিপি গুলিতে হরকত চিহ্ন ছিল না এবং রাবীদের নামেরও কিছু ত্রুটি ছিল। সেগুলি সংশোধন করে হরকত চিহ্ন দিয়ে সুন্দরভাবে প্রেসকপি প্রস্তুত করে দেয়ার দুরূহ কাজটি করার জন্য শাইখ সাহেবই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘ দু'টি বছর সেখানে অবস্থান করে হাফিয আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ মিয্‌যী (যিনি ইমাম ইবনে কাসীরের শ্বশুর ও উস্তাদ, ইমাম ইবনে কাইয়িমের উস্তাদ এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সহকর্মী এবং ভক্ত) কৃত 'তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ' এর পাণ্ডুলিপিতে হরকত দিয়ে ছাপার

https://www.facebook.com/178945132263517

জন্য প্রস্তুত করেন। এই পাণ্ডুলিপিটি ছিল জিদ্দার বিখ্যাত আলেম ও বিত্তবান আমীর শাইখ নাসিফের গ্রন্থশালায়। তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং আহলে হাদীস পণ্ডিত ছিলেন। বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সাউদ তাঁকে পছন্দ করতেন এবং ঐ গ্রন্থশালাটি বাদশাহর অর্থানুকূল্যে সমৃদ্ধ হয়।

পরবর্তীতে শাইখ 'আলীমুদ্দীন মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে বেলডাঙ্গায় মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এক বছর মাদ্‌রাসা-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাজির বেশে

১৯৬৪ সালে প্রথমবার শাইখ সাহেব নদীয়া থেকে একাকী সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের রাজশাহীতে আগমন করেন। ১৯৬৫ সালে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুর রহমান বি.এ.বি.টি. সাহেব ও জনাব শাইখ আবদুল হক হক্কানী সাহেবের আমন্ত্রণে ঢাকায় আগমন করেন এবং মাদ্‌রাসাতুল হাদীসে দরস্ দিতে শুরু করেন। জমঈয়ত প্রকাশিত মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের সাময়িক প্রসঙ্গ-মাসআলা ও মাসায়েল বিভাগটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় মাসিক তর্জুমানে তাঁর বহু গ্রন্থ প্রবন্ধ ও ফাতওয়া প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ সালে নদীয়া ছেড়ে সপরিবারে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন, ঢাকা জিলার রূপগঞ্জ থানার ভোলাবো গ্রামে জমি বিনিময় করেন। বসতবাড়ী ও কৃষি জমি মিলে সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৪ বিঘা। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থান করে তা'লীম, তাদরীস, তাসনীফ ও জমঈয়তের তাবলীগের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৭৪ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার পাঁচরুখীতে স্থানীয় দীনী ভাইদের সক্রিয় সহযোগিতায় মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠায় আলহাজ্জ ইউসুফ আলী ফকীর (রহ.)-এর সক্রিয় অবদান উল্লেখযোগ্য। এখানেই তিনি জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অবস্থান করেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

১৯৮২ সালে মেহেরপুর শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবেই ১৯৬৪ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেবের মুহাজির যিন্দেগী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

হাজ্জ ও উমরাহ পালন

শাইখ 'আলীমুদ্দীন সাহেব বাংলা ১৩৬৫ সালে প্রথমবার হাজ্জ পালন করেন। ১৯৭৫ সালে দ্বিতীয়বার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফাতিমাকে নিয়ে হাজ্জে যান। ২ মাস মদীনায়, আর ১ মাস মক্কা মুয়াযযামায় অবস্থান করেন। ১৯৮০ সালে তৃতীয়বার মাক্কা মুকাররামায় যান এবং তিন মাস অবস্থান করে দেশে ফিরেন। ১৯৮২ সালে চতুর্থবার পবিত্র হারামাইন শরীফাইনে গমন করে ৪ মাস অবস্থান করেন। এই বছরই সউদী আরব সরকার তাঁর অনূদিত 'হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারাত' বইটি বাংলাদেশে ৫০ হাজার কপি ও ভারতে ১০ হাজার কপি মুদ্রণ করতঃ বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অনেকবার তিনি পবিত্র হারামাইনে গমন করেছেন, আর মিলিত হয়েছেন বিশ্বের সেরা জ্ঞানী পণ্ডিত ও শাইখদের সাথে। পরিচিত হয়েছেন নতুন নতুন গ্রন্থের সাথে। সাথে করে কখনো এনেছেন মূল্যবান কিতাব, আবার কখনো আরব শাইখদের তরফ থেকেও তাঁকে দেয়া হয়েছে অসংখ্য কিতাবের উপহার। **আলহাজ্জ ইউসুফ আলী ফকীর (রহ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলহাজ্জ ফকীর বদরুজ্জামানকে শাইখ সাহেব সন্তানতুল্য স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে ১৯৮৬ সালে পবিত্র হাজ্জ পালন করেন। আলহাজ্জ ইউসুফ আলী ফকীর (রহ.)-এর তৃতীয় সন্তান আলহাজ্জ ফকীর মনিরুজ্জামানকেও শাইখ সাহেব সন্তানের মত অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৯৯৯ সালে পবিত্র রামাযান মাসে তাঁর সাথে একত্রে উমরাহ পালন করেন।**

মহানাবী ﷺ-এর হাদীসকে যারা বিকৃত, জাল বা মিথ্যা মোড়কে সাজিয়ে সমাজে চালু করেছে তাদের সেই ঘৃণ্য অপচেষ্টা নস্যাৎ করে যুগ স্মরণীয় মুহাদ্দিসকুল যে আসমাউর রিজাল পেশ করে দীন হিফাযত ও শরীয়তকে নিখাদ করেছেন, সেই অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার রিজাল শাস্ত্রের সুপণ্ডিত ছিলেন আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন। উল্লেখ্য উপমহাদেশে রিজাল

https://www.facebook.com/178945132263517

শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত হিসাবে তিনি স্বকীয় মর্যাদায় খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বাগধারা, কুরআনের তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, শরাহ, ফিক্হ এবং ইতিহাসে যাঁর বিচরণ বিস্ময়কর– তিনিই শাইখুল হাদীস আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন।

অধ্যয়ন আর গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁর জুড়ি নিতান্তই দুর্লভ। এমন এমন দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান কিতাব তাঁর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত যা দর্শনে পণ্ডিত হৃদয় শুধু পুলকিত নয়, বরং পরিতৃপ্ত। লেখার জগতেও তাঁর কলম থেমে ছিল না। ত্রিশটির মত গ্রন্থ ছাপার হরফে প্রকাশিত, আর অনেকগুলো এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে। সংগৃহীত গ্রন্থ কেবল আলমারিতে সাজিয়ে নয়, বরং প্রতিটি গ্রন্থ অখণ্ড মনোনিবেশে অধীত, টীকা টিপ্পনী সংযোজন বা ত্রুটি নির্দেশনায় চিহ্নিতকৃত।

পারিবারিক জীবন

শাইখ সাহেবের ৮ জন পুত্র এবং ৪ জন কন্যা। তিন পুত্র ও তিন কন্যা ইহজগতে নেই। জ্যেষ্ঠা কন্যা ফাতিমাকে ১৯৭৪ সালে মুর্শিদাবাদের শাইখ আবূ আবদুল্লাহ নুসরতুল্লাহ সাহেবের সাথে বিবাহ দেন। তিনি তখন মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করতেন। ফাতিমা ১৯৮২ সালে মাদীনায় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় মারা যান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। শাইখ সাহেব তখন মাদীনাতেই অবস্থান করছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদের জন্ম বাংলা ১৩৬১ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ. অনার্স সহ এম.এ. পাশ করেন। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর যাবৎ চাকুরীরত আছেন। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পুত্র যথাক্রমে ইয়াহ্ইয়া, আহমাদ এবং ইসমাঈল মেহেরপুরে ব্যবসায়ে রত। ছোট ছেলে ইসহাক মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে।

বিচিত্র এক জীবন শাইখের। কোথায় জন্ম, কোথায় লেখাপড়া, কোথায় কর্মস্থল, কোথায় বসতি, আর শেষ শয্যা কোথায় হল! এজন্যই আল-কুরআন ঘোষণা করছে ঃ "কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ

https://www.facebook.com/178945132263517

জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।" (সূরা লুক্বমান ৩৪)

পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান বাংলাদেশে হিজরত করে এসে তিনি খুবই কষ্ট পেয়েছেন। ছেলে-মেয়ে, সংসার নিয়ে কত জায়গায় ঠাঁই খুঁজেছেন, কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় সেই স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে। এত বড় একজন আলেমে দীন, রিজাল শাস্ত্রের চলন্ত ডিকশনারী, হাদীসের অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী যেখানে পাওয়ার কথা একটু নিরাপত্তা ও সম্মানের স্থান, সেখানে তাকে যাযাবরের মত ঘুরতে হয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশে। তার আত্মপ্রচার ছিল না। ছিল না ইল্‌ম ও 'আমলের বাহাদুরী। ছিল না বিদ্যাবত্তার অহমিকা প্রদর্শন। এই সরল সহজ সাদামাটা মানুষটিকে সমাজ যথাসময়ে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৮১-১৯৮২ সালের স্বচক্ষে দেখা একটি বর্ণনা। কত দীর্ঘ সময় ধরে অন্তর ঢেলে হৃদয় জুড়ে কুরআন তিলাওয়াত করেই চলেছেন। বিষয়বস্তুর অনুধাবনে কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে কাঁপছে। দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ, সিজদাহ করছেন, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, আর কত দু'আ ইসতিগফার করছেন! জায়নামায সিক্ত হল। দেহ মন-প্রাণ উজাড় করে প্রভুর নিকট আত্ম-নিবেদনের যে আকুতি তা কতই না কাম্য, অথচ কতই না দুর্লভ! এমনিভাবে ফজর হয়ে গেল। সেদিনের দুর্লভ রাত আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সত্যিই তিনি সাধক ছিলেন।

ইংরেজী ২০০১ সালের শুরু থেকেই তাঁর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। বাতের বেদনা ছাড়াও শরীরের নানা অসুবিধা ভোগ করছিলেন। তবুও তাঁর লেখাপড়া এতটুকুও থেমে ছিল না।

শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীনকে তাঁর রোগ শয্যায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে দেখেছি, আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ-এর হাদীস গ্রন্থ হাতে নিয়েই আছেন– মুহব্বতে রাসূলের তৃষ্ণায়। সারাটা জীবন দিয়ে যেন তিনি দেখতেন মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ইমাম বুখারীকে, শাইখুল ইসলাম ইমাম

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবনে তাইমিয়াকে, ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন প্রমুখকে। তাঁদের নযীরবিহীন ইল্মের সরোবরে যেন অবগাহন করতেই শাইখ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন বাংলার যমীনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

রোগের কোন উন্নতি হওয়ার আশা না থাকায় তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে তাঁর মেহেরপুরের নিবাসেই নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু না- তাঁর জীবনের দিন যে ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। তিনি আবার অস্থির হয়ে উঠেন, ঢাকা নিবাসী তাঁর স্নেহধন্য ইউসুফ ইয়াসীন ও বেগম ইউসুফের বাসায় আসার জন্য। অবশেষে তাঁর আদেশের কাছে নত হয়ে মেহেরপুর থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে ইউসুফ ইয়াসীন সাহেবের বাসায় আসেন, সেখান থেকে তাঁর বড় ছেলে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ-এর বাসায় এবং শেষে ইবনে সিনা হাসপাতালে পুনরায় ভর্তি করা হয়। সব চেষ্টা, সব রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা বাতিল করে তিনি চলে গেলেন দুনিয়া ছেড়ে, আলমে বারযাখে।

১২ জুনের দিবাগত রাতে ইল্মে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের একটা অধ্যায়ের ইতি টেনে দুই বাংলার অসংখ্য ভক্ত-ছাত্র-শিক্ষক গুণগ্রাহীকে পিছনে ফেলে রেখে এ পৃথিবীর মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে যান মহান মা'বুদের ডাকে- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাযিউন'। তাঁরা আজ শোকাহত–বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান। ১৩ জুন, ২০০১ তারিখ বাদ যোহর ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল আহলে হাদীস জামে মাসজিদে তাঁর জানাযা হয়।

শেষ হল ৭৫ বছর ব্যাপী একটি জীবন, যে জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, নানা প্রতিকূলতায় অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং বেনযীর অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ে ভরপুর। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুহতারাম সভাপতি ডঃ এম, এ বারী, মধ্যপ্রাচ্যের বিদেশী সংস্থার আরব ভ্রাতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের আহলে হাদীস নেতা কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক শোকাকুল মানুষ বাদ যোহর তাঁর জানাযায় শরীক হন। অতঃপর ঐতিহাসিক বালাকোটের মুজাহিদ গাজীসহ অনেক খ্যাতনামা উলামায়ে কেরামের অন্তিম আবাসস্থল ঢাকার বংশাল মালিবাগের পেয়ালাওয়ালা মাসজিদের কবরস্থান– ১৯৯৩ সালের ৩০শে মার্চে মৃত্যুবরণকারী মরহুমের

https://www.facebook.com/178945132263517

জীবনসঙ্গিণীও যেখানে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন ছিলেন এপার বাংলা-ওপার বাংলার বরেণ্য ও শ্রেষ্ঠ আলেম। তার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, আর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি। হাদীসের রাবীদের জীবনকথা যেন তাঁর মুখস্থ। যে কোন রাবীর নাম করলেই তিনি তাঁর ইতিবৃত্ত সাথে সাথে বলে দিতেন।

নদীয়া থেকে সুদূর দিল্লী- দিল্লী থেকে বহুদূরে গুজরাটের সামরুদ। সেখানেই জ্ঞান পিপাসা নিবারণে ছুটে যাওয়া। বছরের পর বছর পেরিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে যখন মশগুল তখনই নদীয়াতে শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হল। জীবনে তিনি অনেক দুঃখ-অনেক বেদনা সবই সইলেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনে ছেদ পড়ুক এটা কোন দিন চাননি।

তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। অন্যের নিকট হতে ইল্‌ম ও 'আমলের বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তি– এ যেন তাঁর নিকট ছিল অনাবশ্যক চাহিদা। তাঁর চাহিদার সীমা ছিল ঠিক ততটুকু যতটুকু একটা মানুষের মামুলিভাবে খেয়ে পরে থাকা যায়। ব্যস এতটুকু। কোথাও যেতে হলে যেতেন নিজের নিকট যথেষ্ট পাথেয় থাকলে অন্যেরটা নিতেন না কিংবা না থাকলে ততটুকু নিতেন যা গন্তব্যে পৌঁছে দিবে, বাড়তি নয়। এসব স্মরণীয় অনুকরণীয় বরেণ্য দীনের জন্য নিবেদিত মর্দে মু'মিন তো ঐ জীবনকে অনুসরণ করেন যা নাবী ও রাসূলগণ করেছেন দেশ ও জাতির সুপথ প্রদর্শনের জন্য। তাদের প্রসঙ্গে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে যা নাবী-রাসূলগণ তাদের জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ

﴿وَمَآ اَسْئَـلُكُمْ عَـلَـيْـهِ مِنْ اَجْـرٍ اِنْ اَجْـرِىَ اِلَّا عَـلٰى رَبِّ الْعٰلَـمِيْنَ﴾

"আমি তোমাদের নিকট- এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট।" (সূরা শু'আরা ২৬ ঃ ১০৯)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজাল শাস্ত্রবিদ

'আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

লিখিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ

০১	আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য (তাফসীর)	৩০০/-
০২	আমাদের নাবী (সা) ও তাঁর আদর্শ মূল : ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.), সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২৮০/-
০৩	রাসূলুল্লাহর (সা) সালাত আকীদা ও জরুরী মাসআলা	২৫০/-
০৪	আর্-রিসালাতুস সানিয়াহ– নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয় (অনূদিত) মূল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)	৬০/-
০৫	হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারত (অনূদিত) মূল ঃ আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.)	১২০/-
০৬	ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস	১০০/-
০৭	মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু : তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহ্র গুরুত্ব	৬০/-
০৮	মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়	৮০/-
০৯	হাকীকাতুস সালাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত)	৪৫/-
১০	ইসলাম ও তাসাওউফ	৬০/-
১১	কিতাবুদ্ দু'আ (শুদ্ধভাবে সালাত ও দৈনন্দিন অপরিহার্য দু'আসমূহ) [তাহকীক ও তাখরীজসহ] সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
১২	খুৎবাতুত্ তাওহীদ ওয়াস্ সুন্নাহ	১২০/-
১৩	অসূলে দীন (দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ)	৮০/-
১৪	সূরা মুল্ক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৩২/-
১৫	ইসলাম ও অর্থনীতি (বিশ্লেষণ ও সমাধান)	৬৫/-
১৬	ধর্ম ও রাজনীতি	৬০/-
১৭	মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	৩০/-
১৮	নতুন চাঁদ (বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)	১০/-
১৯	ইসলামের নামে সন্ত্রাস সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২০/-
২০	মতবাদ ও সমাধান	৫০/-
২১	শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) [কর্মময় জীবন ও সংস্কার] সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
২২	ঈমান ও আকীদা [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১০০/-
২৩	সিয়াম ও রামাযান [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১৩০/-
২৪	মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি প্রফেসর এ এইচ এম শামসুর রহমান	৩০০/-
২৫	মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অধিকার প্রফেসর ড. সালেহ্ হোসাইন আল-আয়েদ (সউদী আরব)	৮০/-
২৬	ইসলামী পানাহার ও আতিথেয়তা	৩২/-
২৭	হৃদয় সম্প্রসারণ (ইমাম মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ-শাওকানী (রহ.)	৮০/-
২৮	বিদ'আত ঃ ভয়াবহ (প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান)	৮০/-
২৯	ইত্তিবা'য়ে সুন্নাত [মূল : আল্লামা আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.) সউদী আরব]	৬০/-
৩০	সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ [ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.]	১৫০/-
৩১	গৃহের সৌভাগ্য নারী	৩৬/-
৩২	আমীর ও ইমারাতের তত্ত্ব	৪৪/-
৩৩	রোযা ও তারাবীহ	৪৪/-

আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ৮৮০২-৮১২৫৮৮৮, মোবাইল : ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭, ০১৭১২-৮৮৯৯৮০

https://www.facebook.com/178945132263517